আতিথ্যপ্রিয়; কোনমতেই বারণ শুনিবেন না। পূর্ব্বে যজ্ঞ সময়ে বামনরূপে হরি যেমন বলির নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তেমনি কি এই ব্রাহ্মণরূপে নারায়ণ রাজার যজ্ঞে আগমন করিলেন?

অনন্তর রাজাজ্ঞায় তাঁহারা সকলে নিবৃত্ত হইলে, নরপতি ময়ূরধ্বজ প্রসন্ন চিত্তে বিবিধ দান করিয়া, করপত্রধর বার্দ্ধকীকগণের সংস্থাপিত সুপ্রতিষ্ঠিত স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। প্রত্যুত, তিনি বার্দ্ধকীকদিগকে তদনুরূপ অনুষ্ঠানে আদেশ করিয়া, স্বহস্তে স্বীয় মস্তকে পুষ্পবৎ করপত্র ন্যস্ত করিলেন। সকলের সমক্ষে এই প্রকার বিধান করিয়া, তিনি সেই অর্থী ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, যজ্ঞনায়ক গোবিন্দ আমার শরীরার্দ্ধে প্রীত হউন। অস্মদীয় কুলোৎপন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই যেন ব্রাহ্মণের অর্থে এইপ্রকার পবিত্র বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয় এবং সকলেই যেন জন্ম জন্ম ব্রাহ্মণে প্রাণ সম্প্রদান করে। হে দ্বিজ! অধুনা আপনি আমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া, বনমধ্যে গমনপূর্ব্বক সিংহের সন্তোষ বিধান করুন। এই আমি স্বীয় কলেবর ছেদন করি। রে রে মল্লগণ! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা স্ববলে আমার এই পট্টসূত্রবদ্ধ কলেবর আকর্ষণ কর। ব্রাহ্মণ অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া, প্রস্থান করুন। পৃথিবীতে আমিই ধন্য। যেহেতু, এই ব্রাহ্মণ আমাকে পবিত্র করিলেন। অধুনা, সকল লোকে আদর পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন। পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ

সংগ্রহ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বথা শোচনীয় হইয়া থাকে; অতএব আমাকে এতদবস্থ দর্শন করিয়া, সকলেরই হর্ষিত হওয়া একান্ত বিধেয়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, সমুদায় রাষ্ট্র হাহাকারে কুরুবীরগণের ন্যায়, ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাঁহার মহিষীর নাম কুমুদ্বতী। তিনি সাতিশয় পতিব্রতা। তৎকালে তথায় সমাগত ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, পরম হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, স্বামীকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি শুনিয়াছি, আপনি ব্রাহ্মণকে দেহার্দ্ধ প্রদান করিবেন। আমি আপনার দেহার্দ্ধরূপিণী ভার্য্যা। অতএব আমাকে দান করিয়া, আপনি সত্যবাক্য হউন। সজীব দানই প্রদান করা বিধেয়। কিন্তু দেহ ছিন্ন হইলে, প্রাণ বহির্গত হইবে। আর, আমার বোধ হইতেছে, অন্যকর্ত্তৃক আপনার শরীর ছিন্ন হইলে, সিংহ কখনই গ্রহণ করিবে না। যদি চতুর্থাংশ দেওয়া বিধেয় হয়, তাহা হইলে, আপনি নিজের শরীর ছেদন করিতে পারেন। কিন্তু সিংহ অর্দ্ধাংশ প্রার্থনা করিতেছে। আমিই সেই অর্দ্ধাংশ জানিবেন। স্বামার সম্মুখে যে নারীর প্রাণত্যাগ হয়, তাহার পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনরূপ অন্যথাপত্তি নাই।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! রাজমহিষীর এইরূপ বাগ্‌বিন্যাস শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণ মনে মনে তাঁহার অসামান্য পাতিব্রত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন-

ত্বর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সিংহ স্ত্রী লইয়া যাইতে বলে নাই। আপনার মহিষী যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত ও সমুচিত বটে, কিন্তু সিংহের অনভিমতে কিরূপে তাহা বিহিত হইতে পারে? সিংহ আপনারই শরীর দক্ষিণা প্রার্থনা করিয়াছে। অতএব সত্বর দান করিলে, আপনার বিপুল কীর্ত্তি সঞ্চয় হইবে, স্ত্রী দান করিলে, বৈপরীত্য ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

জৈমিনি কহিলেন, রাজার পুত্র তাম্রধ্বজ সাতিশয় বুদ্ধিমান্। তিনি সিংহের কথা শ্রবণ ও ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজ! আপনি আমার সমস্ত দেহ লইয়া যান। কেননা, এইরূপ সনাতন শ্রুতি প্রচলিত আছে যে, যে পিতা, সেই পুত্র। অর্থাৎ লোকের আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং পিতাপুত্রে প্রভেদ নাই। মদীয় পিতা ব্রাহ্মণার্থে দেহার্দ্ধ সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু পুত্র পিতার সমস্ত বর্ষিষ্ঠ শরীরস্বরূপ। বিশেষতঃ আমিও বিশিষ্টরূপ হৃষ্টপুষ্ট। আমাকে দৃষ্টি করিবামাত্র সেই মৃগবরিষ্ঠ কেশরী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইবে এবং আমারও বংহিষ্ঠ কীর্ত্তি সঞ্চিত হইবে। দেখুন,ভীষ্ম ও রামাদি মহাপুরুষগণ পিতৃবাক্য পালন করিয়া বিপুল যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বৎস! তুমি সত্য বলিতেছ; কিন্তু সিংহের সে মত নহে। সে যাহা বলিয়াছে, শুন। পুত্র ও ভার্য্যা উভয়ে একত্রে ময়ূরধ্বজের মস্তক ছিন্ন করিয়া, শরীর হইতে পৃথক্ করিলে, তুমি তাঁহার সেই দক্ষিণাংশ

আনয়ন করিবে। তাহা হইলেই তোমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিব। বৎস! মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে সিংহ বাক্যের অন্যথা করিতে পারে?

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রাজসিংহ ময়ূরধ্বজ স্ত্রী ও পুত্র উভয়কেই নিবারণ করিয়া, সহর্ষচিত্তে তাঁহাদের হস্তে করপত্র ন্যস্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সকলের সমক্ষে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহকারে ধীরে ধীরে হে কেশব! হে নৃসিংহ! হে রাম! ইত্যাদি পবিত্র নামমালা জপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ আকাশে থাকিযা, রাজর্ষিকে তদবস্থ দর্শনপূর্ব্বক তদীয় প্রশংসা গানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তদীয় মস্তকে করপত্র ধৃত হইবামাত্র পুরবাসী জনগণ সাতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইল। রাজমহিষী কুমুদ্বতী পুত্রের সহিত সহর্ষে করপত্র গ্রহণ ও বারংবার রাম নাম গান করিয়া, ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে দ্বিজ! এই আমি সকলের সমক্ষে স্বীয় পতির কলেবর ভেদ করিতেছি। পূর্ব্বে নৃসিংহ নিরতিশয় রুষ্ট হইরা, স্তম্ভভেদ করত দৈত্যপতিকে যেরূপ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, আমি তদ্রূপ স্বীয় স্বামীকে দ্বিধাকৃত করিব।

ময়ূরধ্বজ কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার হস্তে তথাবিধ করপত্র দর্শন করিতেছি। সঙ্গম সময়ে নখদ্বারা যেরূপ, সেইরূপ এই করপত্রদ্বারা নিঃশঙ্কে মদীয় মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেল। প্রিয়ে! তৎকালে ত্বদীয় নখপ্রহারে আমার যেরূপ কোনপ্রকার পীড়া উপস্থিত হয় না, অদ্য করপত্রের কমলবৎ সুকোমল দন্ত দ্বারাও সেইরূপ কোন ক্লেশই আমার অনুভূত হইবে না।

রাজমহিষী এই কথা শুনিয়া, পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে করপত্র সহায়ে তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল হৃদয়ে স্বামীর মস্তক দেহ হইতে বিভক্ত করিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সাক্ষাতে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, মনে মনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিক্ যেন শোকাকুল করিয়া তুলিল। হে জনমেজয়! মস্তক ছিন্ন হইলে, নরপতির বামনেত্রে অশ্রুবারি সঞ্চরিত হইল। তদ্দর্শনে সেই দুরাসদ অর্থী ব্রাহ্মণ তদবস্থ নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি রোদন করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে আমাকে দেহ দান করিতেছ। আমি উহা গ্রহণ করিব না। বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা এই প্রকার অভাবোপহত কাতর দান গ্রহণ করেন না। পুত্র বিনা আমার স্বর্গ দ্বার যদি রুদ্ধ হয় হউক। সিংহও বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক। রাজা বামনেত্রে অশ্রু সলিল বিসর্জ্জন করিয়া, রোদন করত দেহার্দ্ধ দান করিতেছেন। আমি ব্রাহ্মণ হইয়া, কিরূপে ইহা গ্রহণ করিতে পারি। অতএব চলিলাম, তোমরা সুখে থাক। এই বলিয়া বিপ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন শিষ্যরূপী অর্জ্জুনের সহিত সকলের সমক্ষে রাজাকে ত্যাগ করিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

রাজমহিষী কুমুদ্বতী ব্রাহ্মণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, প্রফুল্লবদনে স্বামীর ছিন্ন মস্তক হস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! তুমি সত্যব্রত, সাতিশয় ধীশক্তি বিশিষ্ট ও বদান্যগণের শিরোমণি, আমি তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছি।

তথাপি, ব্রাহ্মণ তোমাকে ত্যাগ করিয়া, গমন করিতেছেন। ইহাঁকে প্রতিষেধ কর। ইনি দেহার্দ্ধ গ্রহণ মানসে তোমার সকাশে আসিয়াছিলেন। তাহা না লইয়া, প্রস্থান করিলে, তোমার কীর্ত্তি নষ্ট হইবে।

রাজা কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার মস্তক দেহ হইতে পৃথক্‌ করিয়া, পুনরায় ধারণ করিয়া আছ। যাহাহউক, আমি ব্রাহ্মণকে প্রতিষেধ করিতেছি, হে মুনিশার্দ্দূল! আপনি গমন করিবেন না, আমার কথা শুনিয়া তবে গমন করুন। যে জন্য আমার বামাঙ্গলোচনে জল সঞ্চয় হইয়াছে, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। আমার দক্ষিণাঙ্গ ব্রাহ্মণার্থে নিয়োজিত হইয়া, সার্থক হইল, কিন্তু বামাঙ্গ ভূমিতে পতিত হইয়া, বৃথা নষ্ট হইতেছে, ইহাই ভাবিয়া, রোদন করিয়াছি। ফলতঃ বামাঙ্গ ব্রাহ্মণার্থ ব্যয়িত না হওয়াতে, আমার যাদৃশী মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, এই সুতীক্ষ্ণ করপত্রের আঘাতেও তাদৃশী বেদনার সঞ্চার হয় নাই।

জৈমিনি কহিলেন, রাজার এই কথা শুনিয়া, ভগবান্‌ বাসুদেব প্রসন্ন হইয়া, অর্জ্জুন ও রাজার সমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর কমললোচন কৃষ্ণ রাজাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে নৃপশার্দ্দূল! তুমিই ধন্য। হে সুব্রত! আমি অর্জ্জুনের সহিত বারংবার তোমায় পরীক্ষা করিয়াছি। তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ। হে মহাবাহো! এক্ষণে পুত্র ও পত্নীর সমভিব্যাহারে যজ্ঞ কর। তদীয় পুত্র তাম্রধ্বজ যুদ্ধে আমাদের উভয়ের সন্তোষ

সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পক্ষীয় বীরদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে আমাদিগকে সৈন্যসহিত হতচৈতন্য করিয়াছিল। রাজন্! আমাকে দর্শন করিলে, প্রাণিগণের যাবতীয় দুঃখ বিষাদ বিগলিত হইয়া যায়। তুমি অতি মহাত্মা, আমার আদেশে দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছ। অয়ি মহামতে! এই কারণে আমি তোমার যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা হইব। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের এই অশ্বও নির্ভয়ে গ্রহণ কর এবং যথাকালে দুই অশ্ব আহুতি দিয়া, সুশোভন কীর্ত্তি স্থাপন কর।

ময়ূরধ্বজ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে নয়নগোচর করিয়া, সকল অভীষ্টের ও সকল সম্পদের পার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আহ্লাদের ও আনন্দের সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলেন না। চিত্রিতের ন্যায়, উৎকীর্ণের ন্যায়, স্থাণুর ন্যায়, স্থির, স্তব্ধ ও মৌনী হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই-প্রকার অবস্থায় অতীত হইলে, পরে আপতিত মনোবেগের কথঞ্চিৎ অবসানে প্রকৃতিস্থ হইয়া, অকৃত্রিম ভক্তি উপহার আহরণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! যাহারা ত্রিলোকগুরু ও ত্রিলোকবিধাতা তাহারাই আপনার দর্শন প্রাপ্ত হয়, তাহাদের স্বর্গাদি যাবতীয় অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আপনাকে যখন সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তখন আর আমার স্বর্গ ও অপবর্গে প্রয়োজন নাই। সামান্য যজ্ঞের কথা কি বলিব? আপনিই স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপ পরম-দেবতা। সুতরাং যাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াও, যজ্ঞা-

দির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া থাকে। নাথ! সংসারে যেন ঐরূপ পণ্ডশ্রমী লোকের জন্ম না হয়। আপনি বাক্য মনের অগোচর। অতএব আমি কি বলিয়া আপনার স্তব ও মহিমা গান করিব। বেদ যাঁহাকে পাইতে গিয়া অবসন্ন হইয়াছে; শ্রুতি যাঁহার বিহার শ্রুতিগোচর করে নাই বলিলেও হয়; আগম ও নিগম সমস্ত যাঁহাকে চিরকালই অন্বেষণ করিতেছে; যিনি দেবের দেব, পরম দেব ও কারণের কারণ পরম কারণ; যিনি তেজস্বীর তেজ ও রূপবানের রূপ; যিনি অগ্নিরও অগ্নি, মৃত্যুরও মৃত্যু ও কালেরও কালস্বরূপ; যাঁহাকে জানিলে সকল জানা হয়, যাঁহাকে শুনিলে সকল শুনা হয়; যাঁহাকে বলিলে সকল বলা হয়; যাঁহাকে করিলে সকল করা হয় এবং যাঁহাকে ভাবিলে সকল ভাবা হয়; যিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র ও সর্ব্বের সর্ব্বস্বরূপ, যিনি আছেন বলিয়া, সকল রহিয়াছে, যাঁহার রোষে প্রলয় ও তোষে অভয়; যিনি অমৃতের আধার ও ক্ষেমের নিদান; যাঁহা হইতে সংসারে প্রাণ ও চেতনা আসিয়াছে; যিনি বুদ্ধি দিয়াছেন; জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ, ধর্ম্ম যাঁহার মূর্ত্তি, শান্তি যাঁহার প্রকৃতি, ন্যায় যাঁহার স্বভাব, দয়া যাঁহার ছায়া, ক্ষমা যাঁহার অধিষ্ঠান, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই বিরাজমান; যিনি আদি, মধ্য ও অন্ত; যিনি সকলের ইয়ত্তা, অবধি ও সীমাস্বরূপ; যিনি স্বাহতা-রূপে সাধুর হৃদয়ে বিরাজ করেন; যিনি চরমগতি, চরম-স্থান, চরম আশ্রয় ও চরমশরন; পাতাল যাঁহার পাদতল,

পৃথিবী যাঁহার কটিদেশ, স্বর্গ যাঁহার গ্রীবা, গোলোক যাঁহার কপাল এবং পরমপদ, নির্ব্বাণপদ যাঁহার মস্তক; যিনি পৃথিবীরূপে ধারণ, জলরূপে আপ্যায়ন, তেজরূপে উত্তেজন এবং বায়ুরূপে সঞ্জীবন, সাধন করিয়া বিশাল বিশ্বের স্থিতি বিধান করেন, এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আশ্রয়; যিনি আমি, তুমি, যে, সে, এ, ঐ, ইত্যাদি সকল বস্তুর ব্যাপক; যিনি ভিন্ন আর কোন কর্ত্তা নাই, কর্ম্ম নাই, করণ নাই, সম্প্রদান নাই, অপাদান নাই, সম্বন্ধ নাই ও অধিকরণ নাই; যিনি অনন্তবিস্তৃত আকাশরূপে সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র বিরাজমান; চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার দুই বিশ্বব্যাপী বিলোচন, লক্ষ্মী যাঁহার পদসেবা করেন এবং পিতামহ যাঁহার নাভিতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, আপনিই সেই পরমানন্দ পরমপুরুষ সনাতন দেব বাসুদেব। আপনাকে বারংবার প্রণাম করি, পূজা করি ও ধ্যান করি। হে পরম! যে ব্যক্তি আপনার দাস, সংসারে তাহারই একাধিপত্য। ইন্দ্রাদিলোকপাল-বর্গও তাহার দাসত্ব করিয়া থাকে। এইজন্য আমি প্রার্থনা করি, যেন জন্ম জন্ম আপনার দাসত্ব করিয়াই, আমার জীবন যাপন হয়; আমার আর অন্য প্রার্থনা নাই।

হে ঈড্য! এতদিন আমাকে সামান্য রাজপদ দিয়া, বঞ্চিত করিয়াছেন। আমা হইতে কত লোকের অকারণ প্রাণনাশ, অকারণ সর্ব্বস্বান্ত ও অকারণ দেশনিষ্কাশন হইয়াছে; বলিবার নহে। ফলতঃ, রাজপদ, পরমবিপদের আস্পদ এবং মোক্ষ পদের মূর্ত্তিমান্ মহাবিঘ্ন। আমার আর ইহাতে প্রয়োজন নাই। এই মুহূর্ত্তেই আমি ইহাতে

পরিহার প্রদান করিলাম। যখন আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তখন অতি জঘন্য রাজপদের কথা কি, ইন্দ্রাদি লোকপালপদ প্রাপ্ত হইলেও, তাহাতে আমার রুচি নাই। আপনি ইন্দ্রের ইন্দ্র ও ব্রহ্মার ব্রহ্মা। যাহারা আপনাকে পাইয়া, সামান্য পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদির অভিলাষ করে, অপার জলরাশি সাগরতীরে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহারা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। অহো! আমার যেন কখন সেরূপ বিড়ম্বিত দশা না ঘটে!

হে অচ্যুত! এই সংসার যেরূপ অসার সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। ইহাতে জাত প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। এইরূপে পশু, পক্ষী, মনুষ্য সকলেরই যথাক্রমে জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং, মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীতে বিশেষ কি? ইহাই ভাবিয়া আমার এই জঘন্য মনুষ্যদেহে নিতান্ত ঘৃণা ও জুগুপ্সা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে এই পাপসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, আমাকে তদনুরূপ অনুগ্রহ বিতরণ করিতে হইবে। মনুষ্যদেহ রোগশোকের আবাস এবং কৃমি, কীট, মূত্র, শ্লেষ্মা, পূজ ও বিষ্ঠা প্রভৃতির সমষ্টিস্বরূপ। কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, তাহার জন্য লোলুপ বা অভিলাষী হইতে পারে? আমি যখন জানিয়াছি, সংসারে কোনদিকে কোনমতেই কিছুমাত্র সুখ নাই, তখন আর ইহায় অভিলাষী নহি। আপনার পদসেবাই নিত্যসুখ। লক্ষ্মী আপনার সেবাদাসী। সেইজন্য সংসারে তাঁহার গৌরব ও মহিমার শেষ নাই। আমিও এইজন্য আপনার সেবা দাস হইতে অভিলাষী হইয়াছি। নিতান্ত সৌভাগ্যযোগ

সম্পন্ন না হইলে,আপনার সেবাদাসত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আপনার দর্শন প্রাপ্তি অপেক্ষা পরম সৌভাগ্যযোগ আর কি হইতে পারে ? নাথ ! আপনার দর্শন প্রসাদে যেন আমার ঐ প্রকার সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয় ! রাজা ময়ূরধ্বজ ভক্তিভরে এই প্রকার কহিয়া, উচ্ছ্বলিত ভাবভরে অবসন্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তদ্দর্শনে তাঁহাকে স্বহস্তে উত্থাপিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! তোমার ন্যায় সাধু ও সত্যশীল পুরুষগণের অভিলাষ নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা তোমার ন্যায়,আমাতে অকৃত্রিম ভক্তি সম্পন্ন,তাহারা কোন কালেই অবসন্ন হয় না। ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোকের সকল কল্যাণ ও সকল সম্পদ বিধান করে, সকল সুখ ও সকল সৌভাগ্য সাধন করে এবং সকল মঙ্গল ও সকল সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। যাহারা তোমার ন্যায়, পবিত্র হৃদয় ও পবিত্র বুদ্ধি, তাহাদের সুখ সন্তোষ, সমৃদ্ধি সম্পদ এবং স্বস্তি সৌভাগ্য কোন কালেই অসম্ভব বা অসম্ভূত হয় না। প্রত্যুত চিরকালই উত্তরোত্তর উপচিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, ন্যায়ের জয় ও শান্তির জয়, চিরকালই আছে। সুতরাং তোমার জয় লাভ কোন মতেই প্রতিহত বা প্রতিষিদ্ধ হইবার নহে। বলিতে কি, যাহারা সৎপথে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া, তোমার ন্যায় কায়মনে অকপটে লোকমঙ্গল সম্পাদন করে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও তাহাদের অপকার

করিতে পারেন না। ফলতঃ ধর্ম্মের ও সত্যের পথ অতি নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন; উহাতে পদার্পণ করিলে, কোন কালে কোন রূপে ক্ষয় বা মৃত্যু সম্ভাবনা নাই। তুমি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও সত্যপথে পদার্পণপূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাক। সুতরাং তোমার সুখ সৌভাগ্যের সীমা ও অভাব কি? যাহারা তোমার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যশীল, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধ হৃদয়, সদাচার, সৎপথ প্রবৃত্ত, সর্ব্বদা লোকমঙ্গল, কামুক এবং দেবারাধনা তৎপর, তাহারাই বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অমৃত ও অভয় তাহাদের কিঙ্কর, স্বর্গ ও অপবর্গ তাহাদের দান এবং সৌভাগ্য ও ঔদার্য্য তাহাদের পরিচারক। অতএব আমি আর তোমাকে বর দিয়া কি করিব? তথাপি, তোমার সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হউক।

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ জনার্দ্দন এই প্রকার বর দানানন্তর রাজার অভিলাষানুসারে স্বয়ং তদীয় যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া, তাহা সম্পন্ন করাইলেন এবং তাঁহার অকপট ভক্তিযোগের বশীভূত হইয়া, তিন রাত্রি অর্জ্জুনের সহিত তথায় বাস করিলেন। রাজা ময়ূরধ্বজ পরম প্রীত হইয়া, তাঁহাকে স্ত্রী, পুত্র ও রাজ্যাদি সহিত আত্মদান করিয়া, সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তদীয় অশ্ব পালনে নিযুক্ত হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অনন্তর দুই অশ্বই যথাবৎ উন্মুক্ত হইয়া, রাজর্ষি বীরবর্ম্মার সুবিখ্যাত নগরে সমাগত হইল। স্বয়ং জানার্দ্দন চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া প্রোক্তপূর্ব্ব নরপতিগণের সমভিব্যাহারে অশ্বের অনুসরণ ক্রমে তথায় পদার্পণ করিলেন। তদীয় পরম পবিত্র পদার্পণে নগরী যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। নরপতির সুশাসন গুণে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম তথায় বিরাজ করিতেছে। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যমরাজার জামাতা তিনি মূর্ত্তিমান্ হইয়া, সর্ব্বদাই তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ নগরের নাম সারস্বত। ধার্ম্মিকগণ পরম সুখে তথায় বাস করেন। তত্রত্য মানবমাত্রেই ধর্ম্মাধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ বিষয়ের পারগ, স্বপ্নেও কখন কুৎসিত পথে পদার্পণ করে না এবং কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। পাপ করিলে, যে সকল দুঃখ, শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হয়, তথায় তাহার লেশমাত্র নাই। তথাকার অধিবাসীমাত্রেই সুখী, স্বচ্ছন্দ, স্বস্থ, প্রকৃতিস্থ, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সৌভাগ্যবিশিষ্ট, ইষ্টনিষ্ঠ, অভীষ্ট লাভে কৃতকৃত্য এবং দেব দ্বিজ ও ব্রহ্মপরায়ণ। তাহাদের বিষাদ নাই, অবসাদ নাই, রোগ নাই, শোক নাই, চিন্তা নাই, মালিন্য নাই। সকলেই ভগবদ্ভক্ত সকলেই সৎকার্য্যে অনুরক্ত, সকলেই সদ্বিষয়ে সংসক্ত এবং সকলেই পরলোক চিন্তায়

আসক্ত। তথায় কেহ কাহারও দ্বেষ করে না, হিংসা করে না, ঈর্ষ্যা করে না, অসূয়া করে না এবং নিন্দা বা গ্লানি করে না। কাহারও লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মৎসর নাই, ক্রোধ নাই এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রবের আতিশয্য বশতঃ কোন প্রকার ক্লেশ বা দুঃখ নাই। লক্ষ্মী ও সরস্বতী তথায় একত্রে নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যমের সান্নিধ্যবশতঃ মৃত্যুর তথায় যদিও সর্ব্বদাই অধিষ্ঠান, তথাপি কাহারও মৃত্যু নাই।

ভগবান্ জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে তথায় পদার্পণ করিলেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, নরপতি বীরবর্ম্মার অন্তঃকরণ নিরতি হর্ষে অভিভূত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনের অশ্বদ্বয় মদীয় রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া, বিচরণ করিতেছে। তোমরা পৌরুষ প্রকাশ পুরঃসর তাহাদিগকে ধারণ কর। তদীয় আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই বিবিধ সৈন্য বিনির্গত হইল এবং প্রধান পাঁচ মহাবীর তাহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিল। তাহাদের নাম সুলোল, সুরভ, নীল, কুবল ও সরল। তাহারা সকলেই মহাবল, মহাবীর্য্য ও মহাধনুর্দ্ধর। সকলেই দিব্য রথারোহণে ও দিব্য শরাসন হস্তে পরম উৎসাহ সহকারে অর্জ্জুনসৈন্যের উপরি সিংহবিক্রমে পতিত হইল এবং তাহাদের রক্ষী বীরদিগের সকলকেই তৃণীকৃত করিয়া, নিমেষ মধ্যেই রোষবশে অশ্বদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক নরপতি সকাশে গমন করিতে লাগিল।

রাজন্! ঐ সকল মহাবল মহাবীর অশ্ব গ্রহণ করিয়া,

স্বস্থানে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে, বিপুল বিক্রম বীরকেশরী বভ্রুবাহন সবলে শঙ্খনাদ পুরঃসর তাহাদের সকলকে বধির ও আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, চোরের ন্যায় অতর্কিতে ও বিনাযুদ্ধে অশ্ব হরণ করিও না। এই বলিয়া পরম তেজস্বী বভ্রুবাহন কনক চিত্রিত শরসমূহ সন্ধান করিয়া, শত্রুসৈন্য বিদ্ধ করিল, ঘোর তুমুল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষের বলক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। কেশাকেশি, নখানখি ও মুষ্টামুষ্টি ইত্যাদি নানাপ্রকারে রণকর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, যমরাজ্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পদাতিগণ অগ্রে গমন করিলে, তৎপশ্চাৎ মদোদ্ধত নাগবল, তৎপশ্চাৎ রথসৈন্য এবং তৎপশ্চাৎ অশ্বসমূহ ধাবমান হইল এবং কুত্রাপি অশ্বে ও গজে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, রুদ্রের আক্রীড়নের ন্যায় বিপরীত কাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবল বভ্রুবাহন হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে, বীরবর্ম্মার অধিকৃত তাদৃশ সুবিপুল সৈন্য, অগ্নিতে আহিত চর্ম্মের ন্যায়, সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মরাজ যম শ্বশুরের নিমিত্ত জাতক্রোধ ও কৃতোদ্যম হইয়া, তৎক্ষণাৎ রণস্থলে সমাগত হইলেন এবং প্রবল পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। নিমেষ মধ্যে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া উঠিল। রাশি রাশি অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি ও বীরবর্গ বিনিপাতিত ও ভূপতিত হইয়া, ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রাদুর্ভূত করিল। পাণ্ডবসৈন্য একবারেই বীরশূন্য হইয়া গেল।

হে ভারত! মহাভাগ অর্জ্জুন এই ব্যাপার অবলোকন

করিয়া, বিস্মিতের ন্যায় বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃষীকেশ! ইনি কোন্ দেবতা মনুষ্যরূপে আমার মহাবল বল বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? মাধব! ঐ দেখ, তোমার সমক্ষে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহের দারুণ আঘাতে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্য-সকল বিনিপাতিত হইতেছে। দেবতা ভিন্ন, অন্যে এই ব্যাপার সাধনে অক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহাবাহো! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম যুদ্ধে সন্মুখীন হইয়াছেন জানিবে। পূর্ব্বে রাজা বীরবর্ম্মা কন্যার্থে ইহাঁকে বরণ করিয়াছিলেন। তদবধি ইনি এই নগরে বাস করিতেছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, কেশব! তুমি আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তন করিলে। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম রাজার জামাতা, কিরূপে ইহা সঙ্গত হইতে পারে? যাহা হউক, আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া, আমার বিস্ময় বিদূরিত ও কৌতূক নিবর্ত্তিত কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বীরবর্ম্মার মালিনী নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ঐ কন্যা এরূপ অভিমানিনী যে, মর্ত্ত্য-লোকে কাহাকেও বরণ করিতে অভিলাষিণী নহে। তদ্দর্শনে রাজা বীরবর্ম্মা ঐ বীর সুন্দরী দুহিতাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! যদি মনুষ্যকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে, তোমার কিরূপ বর সংঘটন করিব, বল।

মালিনী কহিলেন, তাত! আপনি ধর্ম্মরাজ যমকে আমায় সম্প্রদান করুন; অন্য বরে প্রয়োজন নাই। দেখুন, মানুষমাত্রেই মরণশীল, তাহারা মৃত্যুর পর যমসদনে গমন

করে। অতএব ধর্ম্মরাজ যাহাতে আমার পতি হন, তদনু-রূপ বিধান করুন। দেখুন, কন্যার উপর পিতার সর্ব্বতো-মুখী প্রভুতা আছে। অতএব আপনি যাহার হস্তে সমগ্র দান করিবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন। সে বিষয়ে আমার অনুমত করিবার আপত্য কোথায়? কিন্তু সামান্য মনুষ্য হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেও, যখন নিরতিশয় পুণ্য সঞ্চার হয়, তখন স্বয়ং ধর্ম্মকে সম্প্রদান করিলে, কি পুণ্য সঞ্চিত হইবে না? ফলতঃ ধর্ম্মরাজের হস্তে আমায় সম্প্রদান করিলে, আমার যেমন পাপ ক্ষয় হইবে, আপনারও তেমনি অখণ্ড ও অপ্রতিহত পুণ্য সঞ্চিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাত! আমি মনে মনে এই প্রকার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমি যে বিবিধ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎপ্রভাবে অবশ্যই ধর্ম্মরাজকে পতি প্রাপ্ত হইতে পারিব।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাজা বীরবর্ম্মা দুহিতার কথা শুনিয়া, দিবারাত্র যমসূক্ত সহকারে যমের স্তব ও উপাসনা করিতে লাগিলেন। তদীয় কন্যা মালিনীও যথা বিধানে ধর্ম্মরাজের আরাধনা তৎপর হইলেন। কাল সহকারে তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। তথাপি, তাঁহার অন্যপতি কামনা নাই। এক-মনে ও এক জ্ঞানে কেবল যমেরই ধ্যান ধারণা করিয়া, দিবা-রাত্র যাপন করেন। তাঁহার আর অন্য চিন্তা ও অন্য ভাবনা

নাই। হে নৃপসত্তম! ক্রমে ক্রমে পিতা ও পুত্রীর এই ব্যাপার দেবর্ষি নারদের গোচর হইল। মহর্ষির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ। তজ্জন্য অনুকম্পায় সঞ্চার হওয়াতে, তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই কন্যা ধর্ম্মরাজের প্রতি কিরূপ প্রীতিমতী ও কীদৃশ অনুরাগশালিনী তাহা তাঁহার বিদিত নাই। অতএব আমি স্বয়ং যাইয়া, এ বিষয় যমের গোচর করিব। এই রাজাও যমের প্রীতির জন্য দিন দিন বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মরাজ কি মনুষ্যের হৃদ্গত ভাব অবগত নহেন? অথবা, তিনি কিরূপে মালিনীর ফল দূষিত করিতেছেন?

জৈমিনি কহিলেন, দেবর্ষি এই প্রকার চিন্তানন্তর কাল বিলম্ব পরিহার করিয়া যমভবনে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে মালিনীর বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি কি অবগত নহেন, রাজকন্যা সত্যব্রত ও ধর্ম্মরতি অবলম্বন পূর্ব্বক পুণ্য সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া, আপনার অনুব্রতা হইয়াছে এবং সর্ব্বদাই আপনার ধ্যান ধারণা করিয়া, কাল যাপন করিয়া থাকে। আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও সে জানে না ও ভাবে না। অতএব সত্বর তাঁহাকে বরণ করুন। দেখুন, সৎপুরুষেরা পরাশা সফল করেন, ইতরেরা নহে। আপনি মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া, স্বীয় ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বীরবর্ম্মার পরিপালিত পরম মনোহর সারস্বত নগরে গমন করুন। তথায় চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিরাজমান এবং তত্রস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদাই নিরাতঙ্ক। আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, আপনার অধিষ্ঠানে ঐ নগরী আরও ধন্যা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজ দেবর্ষির কথা শুনিয়া তৎক্ষনাৎ তাঁহাকে সারস্বতপুরে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, আমি আগামী বৈশাখমাসীয় শুক্লপক্ষে মালিনীকে বরণ করিব। দেবর্ষি এই প্রকার অভিহিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বীরবর্ম্মার সকাশে সমাগত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ প্রোক্ত পরম মঙ্গলাবহ বৃত্তান্ত তাহার গোচর করিলেন। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, আপনাকে কৃতার্থস্মন্য বোধ করিলেন এবং ব্যগ্রচিত্তে ধর্ম্মরাজের সমাগম কামনা করত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মালিনীর হর্ষের সীমা রহিল না। রাজমহিষীর সৌভাগ্যগর্ব্ব বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আত্মীয়গণ সকলেই পুলকিত হইলেন, প্রজামাত্রেরই পরমানন্দ সঞ্চরিত হইল। সমুদায় নগরী উৎসবময় হইয়া উঠিল। পুরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই স্ব স্ব সুতা বিবাহের ন্যায় নানা প্রকার মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল।

রাজন্! ধর্ম্মরাজ যমের অষ্টোত্তরশত নায়ক। তাহারা সকলেই মহাবল, মহাকায় ও প্রবল পরাক্রমসম্পন্ন। দেবর্ষি প্রস্থান করিলে, ধর্ম্মরাজ তাহাদের সকলকেই বিবাহ মহোৎসব সমাধানে আদেশ করিলেন। সকল রোগের প্রধান যক্ষ্মা ঐ সকল নায়কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পুরস্কৃত। স্বর-ধাতু-বিনাশক এই যক্ষ্মা যমের অধিকৃত মহাবীর এবং ব্রহ্মহত্যার শেষস্বরূপ। ধর্ম্মরাজ তাহাকে কহিলেন, যক্ষ্মন্! আমি আমার এই রমণীয় বিবাহে আমন্ত্রণ করিতেছি। তুমি স্বকীয় ভৃত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, সারস্বতপুরে আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর।

যক্ষ্মা কহিল, ধর্ম্মরাজ! আমি কিরূপে তথায় গমন করিব? তথাকার অধিবাসী লোকমাত্রেই ব্রাহ্মণভক্ত, স্বয়ং ব্রাহ্মণসেবায় তৎপর এবং ব্রাহ্মণমাত্রেই বেদপাঠ ও হোম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বেদ ও মন্ত্রশব্দ আমার কর্ণ ব্যথিত করিবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং তথায় গমন করা আমার সাধ্য নহে। আমার পুত্র প্রমেহ। ইহার রূপ অতি সূক্ষ্ম। এই প্রমেহ গুণে আমার সমান এবং প্রাণিগণের পুত্র হানি করিয়া থাকে। হে রবিনন্দন। কোন্ ব্যক্তি বিসূচিকা অপেক্ষা অধিক মহিমা সঞ্চার করিতে পারে? এই বিসূচিকা ক্ষণমধ্যেই মনুষ্য বিনাশ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই আপনার দাসীবৃত্তি সমাধান করে। আমার ভ্রাতা পাণ্ডু অসীম তেজস্বী এবং ইহার পুত্র জলোদরও পিতৃতুল্য গুণ ও পরাক্রমবিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আমি তথায় পাঠাইতে পারি না। কেননা রাজা বীরবর্ম্মা নিত্যধর্ম্মপরায়ণ, শুচি ও মহাতেজা, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও নাই। নাথ! যেস্থানে ঈদৃশ মহাজনের অধিষ্ঠান, তথায় আমি কি করিতে পারি? সেখানে গমন করিলেই আমার শোচনীয় দশা উপস্থিত হইবে এবং আমি পরমাণুবৎ হইয়া যাইব। তখন আর আপনি আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান বা সমাদর করিবেন না। যে সকল নৃপতি গুরুতল্পগমন, দেবদ্বিজ-গো-হিংসন, বালবৃদ্ধ-স্ত্রীঘাতক, অকারণ প্রজাপীড়ন, উন্মার্গসেবন, এবং বেদমার্গ বিপ্লাবন প্রভৃতি গুরুতর পাপপরম্পরায় প্রবৃত্ত, হে রবিনন্দন! উল্লিখিত প্রমেহাদির পরম তেজ সেই সমস্ত রাজাকেই সবলে ও সবিক্রমে ধ্বংস করিয়া

থাকে, ধার্ম্মিক রাজার ত্রিসীমায় গমন করা তাহাদের সাধ্য কি ?

হে বিভো ! ব্রণগণের অষ্টোত্তরশত রূপ। ভগন্দর এই ব্রণগণের শ্রেষ্ঠ। যে সকল নরাধম গুরুস্ত্রী গমন করে,তাহাদের শিশ্নমূলে ভগরূপে ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। বীরবর্ম্মা স্বয়ং যেরূপ ধার্ম্মিক ও গুরুভক্ত তাঁহার অধিকারস্থ ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ ধর্ম্মনিরত। তাহারা ভ্রমক্রমেও গুরুবর্গের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। সুতরাং এই স্ফোটরাজ ভগন্দর কিরূপে তথায় বাস করিবে ? এই জ্বররাজ সান্নিপাতিক ত্রয়োদশগণে বিভক্ত। স্বয়ং মহাদেব হইতে ইহাঁর জন্ম হইয়াছে। ইহারও তথায় স্থান সমাবেশ দেখিতেছি না। এই অতিশার আপনার মহাবল বীর্য্যশালী অন্যতম নায়ক। ইহার ভার্য্যা গ্রহণী এবং পুত্র আধ্মান, অরোচক, ক্রোধন ও শোথ প্রভৃতি। ইহাদেরও তথায় অবস্থান করা সাধ্য হইবে না। কেননা, রাজা অতি ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মজন প্রিয়। নাথ ! আপনার অধীনস্থ এই একশত তিন প্রকার শূল; ইহারা শিবশূল অপেক্ষা ভয়াবহ। কিন্তু তথায় গমন করিলেই, সমূলে লয় প্রাপ্ত হইবে ; স্থানপ্রাপ্তির কথা আর কি বলিব ? শ্বাসাদি এই কাশগণ সকলেই মহাবল ও মহাবীর্য্য। ইহারা উপরিস্থ ও বায়ুরূপী হইয়া, তথায় ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। ধনুর্ব্বাতাদি এই বাতগণ, পরম তেজস্বী এই কর্ণ মূল, মহাকায় মহাবীর্য্য এই সমস্ত নেত্ররোগ, প্রবলপরাক্রান্ত এই মুখরোগ, বল্মীক, গণ্ডমালা, অপস্মার, শিরোব্যথা, বিবিধ বালরোগ এবং এই

সমস্ত ভয়ঙ্কর স্ত্রীরোগ, আপনি ইহাদের সকলকেই আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তথায় যাইতে সম্মত নহে। ইহার কারণ কি; আপনিই জানেন ও বলিতে পারেন।

যম কহিলেন, হে বিবিধাকার মহারোগ সমস্ত! তোমরা সকলেই মহাবল ও মহাবীর্য্য। তোমরা দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া,স্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক রাজার নিকট গমন কর। আমার নগরে যেরূপ বাস ও বিচরণ করিয়া থাক, সেখানেও সেই-রূপ করিবে; তোমাদের ভয় নাই। যাহারা পাপ পরায়ণ তাহারাই বিবিধ যাতনা দর্শন করে এবং তাহারাই বহুবিধ ভয়ানক রোগে অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা পুণ্যা-নুষ্ঠান তৎপর, তাহারা সর্ব্বদা শুভফল ভোগ করে। ফলতঃ ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাভাগ পুরুষগণ ধর্ম্মের দিব্যস্বরূপ দর্শন করিয়া যেরূপ সুখী হয়, পাপাত্মারা পাপের কালানল তুল্য দেহ দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া, সেইরূপ বিবিধ যাতনা ও বিবিধ অসুখ ভোগ করে।

যে ব্যক্তি হত বুদ্ধি ও হতজ্ঞান হইয়া, ব্রহ্মহত্যা করে, বিবিধ ব্রণ, বিশেষতঃ রোগরাজ রক্তকুষ্ঠও তাহার শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হে যক্ষ্মন্! তোমা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, যদি লোকে শাঙ্কর জপ, মহারুদ্রীয় অনুষ্ঠান ও হোমসহকারে ব্রাহ্মণকে ধন দান কিংবা চতুর্ব্বিংশতি নিষ্কপ্রমাণ সুবর্ণপুরুষ বিপ্রার্থে বিনিয়ো-জিত করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ পরি-হার করিবে। ফলতঃ ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, তুমি সর্ব্বদা তাহাদের অগ্রে ভৃত্যবৎ অবস্থান

করিবে। অথবা, ক্ষয়রোগী পুরুষ বিত্তহীন হইলে, সোমবারে সাগর বিহারিণী গৌতমীতে গমন ও একমাসমাত্র তথায় স্নান করিবে। তাহা হইলে, তুমি আর তাহাকে পীড়া প্রদান করিও না। তোমার প্রিয়া দেবী এই বিসূচিকা তৎক্ষণমাত্রেই মানবকুল নির্ম্মূল করিয়া থাকে। যে মূঢ় দেবতার্থে দীয়মান অর্থ হরণ করে, ভোজনস্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিয়োজিত করে, পুত্র ও বিপ্রবর্গকে বঞ্চনা করিয়া, স্বয়ং একাকী অন্ন ভক্ষণ করে এবং এইরূপ ও অন্যরূপ গুরুতর পাতক সকলের অনুষ্ঠান করে, হে মহাভাগ! তোমার প্রিয়া এই দেবী বিসূচিকা সেই ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু অন্নদাতা ও দেবদ্বিজ ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে কদাচ পীড়ন করিবে না।

যাহারা বিমোহিত হইয়া, স্বগোত্র সমুদ্ভূত স্ত্রীর প্রতি কামনাপর হয়, অথবা যে স্ত্রী স্বগোত্র সমুৎপন্ন পুরুষের কামনা করে, হে বিভো! তোমার পুত্র প্রমেহ তাহাদিগকেই নিপীড়িত করিয়া থাকে। যাহারা লোভের বশ হইয়া, সুবর্ণ হরণ করে, সচরাচর তাহারাই মূত্রকৃচ্ছ্রে অভিভূত হইয়া থাকে। সুবর্ণসিকতা অথবা সুবর্ণভূষণ কিংবা পলপ্রমাণ সুবর্ণ প্রদান করিলে, প্রমেহ হস্তে মুক্তি লাভ হয় এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পূর্ণপল প্রমাণ সুবর্ণকমল দান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র পরিহার হইয়া থাকে।

যাহারা লোভাক্রান্ত হইয়া, শিবস্ব হরণ করে, তোমার অনুজ পাণ্ডু স্বীয় সহধর্ম্মিণী শোকার সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

হে যক্ষ্মন্! যাহারা পরের শ্রী দর্শন করিয়া, কাতর্য্য

প্রকাশ ও মুখাদি বিকৃত করে, তুমি স্বীয় অনুজ পাণ্ডুর সহিত তাহাদের শরীর আশ্রয় কর। যাহারা কোন প্রসিদ্ধ তীর্থে ব্রাহ্মণকে পিণ্যাক-শর্করা-সংযুক্ত, জবাকুসুম পূরিত শাস্ত্র-সম্মত মহিষ দান এবং ত্রিপঞ্চাশৎ সহস্র বৈষ্ণব জপ করে, তোমার ভ্রাতা পাণ্ডু তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ না করিলে, নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ সহিত অজ দান করে, পাণ্ডুপত্নী শোকা তাহাকে ত্যাগ করিবে। কদাচ তাহার শরীর আশ্রয় করিবে না। তুমিও সেই ব্যক্তির দেহে কদাচ অবস্থিতি করিবে না।

যে ব্যক্তি আদর পূর্ব্বক ভ্রূণহত্যা করে, জলোদর তাহার শরীর আশ্রয় করুক। পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, তাহারে ত্যাগ করিবে। আমার অধিকারে যে এক শত আট ব্রণ আছে, তাহারা সকলেই বহুমানসম্পন্ন এবং বীর্য্যে ও প্রভাবে কেহ কাহা অপেক্ষা ন্যূন বা হীন নহে। তুলাপুরুষ দান করিলে তাহাদের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি প্রসবোন্মুখী সুরভি দান করে, তাহার শরীরে তাহাদের অবস্থান কোন মতেই বিধেয় হয় না। আমার আদেশে তাহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে।

যে ব্যক্তি রস হরণ করে, সে যাবৎ সুবর্ণদান না করে, তাবৎ বিচর্চ্চিকা কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ কদলী ফল কিংবা ফলমাত্র প্রদান করে, সে কখনো ভগন্দর কর্তৃক পুনরায় আক্রান্ত হয় না।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং শিব প্রাসাদ বিনাশ করিয়া থাকে, সে সন্নিপাত কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়।

যে ব্যক্তি দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করে, অতীশার তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিবিধ যাতনা প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি জীর্ণ মূর্ত্তি সংস্কার করে,সে অতিশার হস্তে মুক্ত হয়।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত দ্রব্য হরণ করে, সে সংগ্রহণী কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়। মেষী প্রদান করিলে, তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি অন্যকে ক্লিষ্ট দেখিলে, হৃষ্ট হয় এবং অন্যের সুখে অসুখ বোধ করে, সে আগ্মানের প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু ভূমি দান করিলে, তাহার অপ্রিয় হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ভোজন কালে ব্রাহ্মণকে বিয়োজিত করে, অরোচক তাহার শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পুনরায় বিবিধ অন্নদান সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, তাহার পরিহার প্রাপ্তি হয়।

যে ব্যক্তি বাক্‌শল্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অন্যের হৃদয় বিদ্ধ ও মর্ম্মপীড়ন করে এবং পথিকদিগকে ভল্লাদি প্রয়োগসহকারে বিনাশ করিয়া থাকে, শূল সমস্ত তাহাদিগকেই নিপীড়িত করে। যাহারা শিবভক্ত, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া, সর্ব্বদা লোকরঞ্জনে সংসক্ত এবং পথিকদিগকে দস্যুহস্তে ভল্লাদি হইতে রক্ষা করে, তাহারা কখনো শূলগণে আক্রান্ত হয় না।

যে ব্যক্তি পরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারে না, পরশ্রী দর্শনে কাতরতা প্রদর্শন করে,হিক্কা তাদৃশ ব্যক্তিকেই আক্র-

মণ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি লক্ষহোম করিলে, নিষ্পাপ ও হিক্কা হস্তে বিমুক্ত হয়।

যে ব্যক্তি সৎপথপ্রবৃত্ত, সদাচারনিরত ও সদ্ধর্ম্মশীলন-সংসক্ত লোকের বিরুদ্ধ পক্ষে অভ্যুত্থান করে, সে ধনুর্ব্বাত কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি হতবুদ্ধি ও হতজ্ঞান হইয়া, ভগবৎ কথা শ্রবণে বিমুখ হয়, সাধুগণের কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করিতে অসম্মত হয় এবং অসৎ কথার আলাপেই আসক্ত হয়, কর্ণমূল তাদৃশ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি বৈষ্ণবী কথা শ্রবণ ও কপিলা দান করিলে, পরিহার প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি পরস্বে দৃষ্টি সঞ্চারণ ও পরদার হরণরূপ মহা-পাপের অনুষ্ঠান করে, সে নেত্ররোগাক্রান্ত ও নিপীড়িত হয়। এবং সুবর্ণকমল দান ও শৈলেশ, সোমনাথ কিংবা কাশীনাথকে দর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে।

যাহার বাক্য কখনো সাধুগুণ বর্ণনে নিয়োজিত ও সৎ-কথালাপনে প্রবৃত্ত না হয়, সর্ব্বদাই পরের অপবাদ ঘোষণ ও পরের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করে, সে মুখরোগে আক্রান্ত ও নিপী-ড়িত হয় এবং সাধুগণের প্রশংসা, শিবের স্তব ও ব্রাহ্মণকে শ্বেত বৃষ সম্প্রদান ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরের গচ্ছিত ধন রক্ষায় অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়া, লোভে মোহিত হইয়া, স্বয়ং তাহা গ্রহণ করে এবং ধনস্বামীকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাদৃশ পরস্বাপহারক দস্যুর পদ বল্মীক

রোগে আক্রান্ত ও দিন দিন স্থূল হইয়া থাকে। সে অন্য জন্মে যে পাপ করিয়াছিল, তৎসমস্ত উল্লিখিত রোগরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাহার পদস্থৌল বিধান করে। ভগবান্ বাসুদেবের সভক্তিক আরাধনা ও ব্রাহ্মণকে ধনদান না করিলে, তাহার কোন কালেই পরিহার প্রাপ্তি হয় না। দিন দিন স্থূলপদ হইয়া, তাহার অবসাদ দশার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

যাহারা পরের মুখের গ্রাস হরণ ও দেবদ্রব্য দুর্বুদ্ধিবশত আত্মসাৎ করে, তাহারা গণ্ডমালায় নিপীড়িত হইয়া থাকে। এবং শিবঘণ্টা দান ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলে, পুনরায় পরিহার প্রাপ্ত হয়।

কাহাকে দান করিতে দেখিলে, যাহার ঈর্ষ্যা হয় এবং দাতাকে প্রতিষেধ করিতে যাহার প্রবৃত্তি জন্মে, অপস্মার তাহার কলেবর আশ্রয় করে। পুষ্করে স্নান ও কৃষ্ণধেনু প্রদান করিলে, তাহার মুক্তি লাভ হয়।

যে ব্যক্তি দম্ভসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, গজচর্ম্ম তাহারে আক্রমণ করে এবং হংসতীর্থের পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া, দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনা করিলে, তাহার পরিহার প্রাপ্তি সংঘটিত হয়।

শিরোব্যথা প্রভৃতি অন্যান্য রোগসকল, বিশ্বাস বিনাশ করিলে, ন্যস্তধন হরণ করিলে, পরের সুখ্যাতি নষ্ট করিলে, সৎকার্য্যের ব্যাঘাত করিলে, সত্য বিষয়ে মিথ্যার আরোপ করিলে এবং কূটকারিতা প্রভৃতি দোষ সকলের অনুষ্ঠান করিলে, আক্রমণ ও অভিভাব উপস্থিত করে এবং সূর্য্য

পূজাদি বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জৈমিনি কহিলেন, ধর্ম্মরাজের কথিত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, মনুষ্যের সকল রোগ ও সকল পীড়ার উপশম হয় এবং সে এককালেই নির্ব্ব্যাধি হইয়া থাকে।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অনন্তর ধর্ম্মরাজ উল্লিখিত ভৃত্যগণ ও পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, সারস্বত পুরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণ সকলেই কামরূপ কামবীর্য্য ও কামগতি। যাহারা গোহত্যা, ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ও আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘোরতর পাপপরম্পরার অনুষ্ঠান করে,তদীয় ভৃত্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ ও নিপীড়ন করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মধ্যস্থ হইয়া, পক্ষপাত করিলে, জিজ্ঞাসিত হইয়া, জ্ঞানতঃ মিথ্যা কহিলে এবং অকারণ কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, জিহ্বারোগ নামক তদীয় ভৃত্যের দারুণ নির্যন্ত্রণ সহ্য করিতে হয়। যাহারা স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, গো, ব্রাহ্মণ ও দুর্ব্বলের উদরে কোনরূপে আঘাত করে, তাহাদের দুর্ব্বিষহ অন্ত্রপাক উপস্থিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ এই সকল ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে সারস্বত পুরে সমাগত হইলেন।

দেবর্ষি নারদ ইতিপূর্ব্বেই তদীয় আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি রাজা বীরবর্ম্মাকে সংবাদ দিয়া কহি-

লেন, রাজন্! আপনার ভাগ্যের সীমা নাই। সমস্ত সংসার যাঁহার দণ্ডের অধীন, স্বয়ং কাল ও মৃত্যু যাঁহার কার্য্যকারক এবং বিবিধ যাতনা যাঁহার আজ্ঞাকারী দাসী, সেই লোকপাল-প্রধান স্বয়ং যম আপনার কন্যাপ্রার্থী হইয়া, ভবদীয় পুরে পদার্পণ করিয়াছেন। আপনি তাঁহার সবিশেষ সভাজন জন্য সপরিকরে প্রস্তুত হউন। রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া, আত্মাকে শত শত বার কৃতার্থম্মন্য বোধ করত কন্যা-সমভিব্যাহারে যজ্ঞশালায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মরাজের অপেক্ষা করিতে লাগি-লেন।

হে রাজেন্দ্র! বীরবর্ম্মা স্বভাবতঃ সাতিশয় প্রজারঞ্জক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রজালোকের ভক্তি ও অনুরাগের সীমা ছিল না। তজ্জন্য তাহারা উপস্থিত বিবাহ মহোৎসব আপনাদেরই বোধ করিয়া, গৃহে গৃহে গীত বাদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল। নগর-বাসীগণ প্রত্যেকেই যাহার যেমন ক্ষমতা, তদনুসারে ধর্ম্ম-রাজের অভ্যর্থনার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহাদের অধিপতি বীরবর্ম্মা মৃত্যুর শ্বশুর হইবেন ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। ধর্ম্মরাজ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহারা সকলেই সমবেত হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি মূর্ত্তি-মান্ ধর্ম্ম, তোমার জয় হউক। অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া, আমাদের জন্ম সার্থক ও জীবন সফল হইল। যজ্ঞ, দান, জপ, হোম, তপস্যা ও অন্যান্য নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান করিলে,

যে ফল লাভ হয়, অদ্য বিনা আয়াসে ও বিনা ক্লেশে আমাদের সেই ফল প্রাপ্তি হইল। ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি আছে? হে নাথ! হে পিতৃপতে! আমরা তোমার নিকট একমাত্র ইহাই প্রার্থনা করি যে, দেবদর্শন লাভ হইলে, যে যে শুভ সংযোগ সংঘটিত হয়, তোমার দর্শনে আমাদেরও তত্তৎ ফলপ্রদ প্রাপ্তি হউক, আমরা যেন মৃত্যুশূন্য, রোগশূন্য ও শোকশূন্য হই। কোন প্রকার আধি ও ব্যাধি যেন আমাদিগকে আর আক্রমণ করিতে না পারে এবং কখনও যেন আমাদের দুঃখ, বিষাদ ও অবসাদ উপস্থিত না হয়। রাজার সুখেই প্রজার সুখ। অতএব তোমার প্রসাদে মহাভাগ বীরবর্ম্মা যেন সর্ব্বদাই অভয় ও অমৃত ভোগ করেন। ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। ওঁ ধর্ম্মরাজকে নমস্কার। যমকে নমস্কার। পিতৃপতিকে নমস্কার। দক্ষিণ দিকৃপতিকে নমস্কার। মৃত্যুরূপীকে নমস্কার। মৃত্যুর নিশ্চয়ন্তাকে নমস্কার। কালস্বরূপকে নমস্কার; মহাকালকে নমস্কার। দণ্ডধরকে নমস্কার। রোগসকলের অধিপতিকে নমস্কার।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি যম পুরবাসিগণের রাজভক্তি দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া, আপনার সায়কপ্রধান যক্ষ্মাকে কহিলেন, রোগরাজ! রাজা স্বয়ং লোকপালগণের অংশ। তাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত। যে রাজা সত্য, ধর্ম্ম ও শান্তির বিরুদ্ধে প্রজালোকের প্রতি বিবিধ অত্যাচার করে, তাহাকে যেমন পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয়, যে প্রজা জানিয়া শুনিয়া, স্বধর্ম্মনিরত রাজার

প্রতিকূলে পদার্পণপূর্ব্বক তাঁহার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারও তেমনি দুর্নিবার নরক ভোগ হইয়া থাকে। লোক-স্থিতি বিধান জন্য রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজালোকে কোনরূপ ক্লেশ না পায়, এরূপে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ তাহাদের পালন করাই রাজার ধর্ম্ম। যে রাজা প্রজাদিগকে ভার-বাহক পশুবৎ জ্ঞান করিয়া, অনবরত তাহাদিগকে নিপীড়িত করে, সে কখনও রাজপদের যোগ্য নহে। মৃত্যুর পর তাদৃশ কুনৃপতিকে নিতান্ত হীন যোনিতে পতিত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ পরম্পরা ভোগ কবিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ রাজা পিতাস্বরূপ এবং প্রজা পুত্রস্বরূপ। অতএব পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম। প্রজার পালন করেন বলিয়া, রাজার অন্যতর নাম প্রজাপতি। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে এবং তাহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তিশূন্য হয়, সে কখনো প্রজা পদের বাচ্য নহে এবং তাহাকে মৃত্যুর পর গর্দ্দভ যোনিতে পতিত হইয়া, অনবরত ভারবহন দ্বারা অতি ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হয়। কোন কালেই তাহার উদ্ধার হয় না। যাবৎ পৃথিবী, তাবৎ রাজা প্রজা। কোন কালেই এই নিয়-মের লয় হইবে না। রাজরূপী ধর্ম্ম না থাকিলে, পৃথিবীতে পাপের প্রাদুর্ভাবের সীমা থাকিত না। রাজা পালন করেন বলিয়া, দস্যু তস্করাদির ভয় থাকে না। রাজা পালন করেন বলিয়া, সকলে নিরাপদে স্ব স্ব জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। রাজা পালন করেন বলিয়া,শস্যসকল নির্ব্বিঘ্নে সমুৎপন্ন হয়। রাজা পালন করেন বলিয়া, লোকমর্য্যাদা যথাবিধানে সুর-

ক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা পালন করেন বলিয়া, সাধুগণের সদনুষ্ঠান জন্য লোকে বিবিধ সুখ সম্ভোগ করে। রাজা পালন করেন বলিয়াই তপস্বীরা নিরাপদে তপস্যা করেন। রাজা পালন করেন বলিয়া, স্ত্রীলোকের সতীত্বরত্ন সহজে অপহৃত হয় না। রাজা পালন করেন বলিয়া, লোক সকল অনায়াসে স্ব স্ব উপার্জ্জিত ভোগ করে। রাজা পালন করেন বলিয়া, যাহার যে ধর্ম্ম রক্ষা পায় এবং তজ্জন্য তাহার মনঃতুষ্টি বিহিত হইয়া থাকে। রাজা পালন করেন বলিয়া, কেহ কাহারও বিরুদ্ধে ও প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে পারে না। রাজা পালন করেন বলিয়া, চৌর্য্য, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, লুণ্ঠন, হরণ, বলাৎকরণ, আচ্ছোদন, মারণ, কপটকরণ, নানাপ্রকার দূষণ ও মোষণ প্রভৃতি পাপের প্রাদুর্ভার ঘটিয়া, সহসা লোক স্থিতির ব্যাঘাত করিতে পারে না। রাজার যখন এতাদৃশ গুণ, তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হে রোগরাজ! আমি যে এই শাশ্বত রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, যে রাজা ইহার অনুসারে প্রজা পালনে প্রবৃত্ত হইবে, তাঁহার চিরকাল অভয় ও অমৃত ভোগ হইবে, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ধর্ম্মরাজ নগরে প্রবেশ করিয়া, ক্রমে ক্রমে যজ্ঞশালায় পদার্পণ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পরম ধর্ম্মশালিনী মালিনী হোমশালায় অবস্থান

পূর্ব্বক তদ্গত চিত্তে তদীয় আরাধনায় তৎপর হইয়া, একাগ্র-হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং স্বামীসমাগম লালসার বশবর্ত্তিনী হইয়া, সমবেত ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারী দেবর্ষি নারদের উপাসনায় পরম ভক্তিভরে আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। তাঁহার কুসুমসুকুমারমনোহারী কলেবরের কমনীয় কান্তিকলাপের সান্নিধ্যযোগে সমুদায় যজ্ঞমণ্ডপ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। তাঁহার পৌর্ণমাসী শশধরধবলবিশুদ্ধ বদনমণ্ডল স্ত্রীজনসুলভ পরম পবিত্রশালিনতা গুণের সুস্পষ্ট সান্নিধ্য বশতঃ সকল লোক-লোচনের অভিরাম ও সকল লোক হৃদয়ের বশীকরণ স্বরূপ। তাঁহার শরৎকালীন পর্ব্বসময়সমুদ্ভূত অতি স্বচ্ছ কৌমুদীবৎ পরমসুশোভন সুকুমার আকারে যে সর্ব্বকালমনোহর ও সর্ব্বলোকপ্রলোভন পবিত্রতা সহকৃত যে অনির্ব্বচনীয় ভাব বিশেষ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে, তাহার উপমা বা তুলনা নাই। সংসারে তিনিই যেন বিধাতার রূপ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চরম সীমা ও চরম উপমা। পৌর্ণমাসী অতি বিচিত্র আকাশে পরম রমণীয় বসন্ত সময়ে অথবা বিনয়াদিসহ গুণ-সমূহে যে মনোহারিতা ও বিচিত্রতা আছে, মালিনীতে তাহার অভাব নাই। তিনি যেন সাক্ষাৎ ভক্তি, মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা অথবা, বিগ্রহশালিনী প্রীতি, কিংবা সাক্ষাৎ শান্তি। তাঁহাকে দেখিলেই, দেবী বলিয়া, প্রণাম ও আরাধনা করিতে অভি-লাষ হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া, নারীকুলের গৌরব বৃদ্ধি ও পিতৃবংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন এবং পৃথিবীও তাঁহার শুভ-সান্নিধ্যযোগে পরম ভাগ্যশালিনী হইয়াছেন। কেননা

সামান্য মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, আর কোন্ রমণী স্বয়ং ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী হইতে পারে? তিনি যে অলৌকিক গুণ-গ্রামের আধার, দেবলোকেও তৎসমস্ত দুর্লভ বলিয়া প্রতীত হয়।

হে রাজেন্দ্র! ধর্ম্মরাজ তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র হর্ষা-বিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বরণ করিয়া, তদীয় গুণের পুরস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রতি প্রীতিমান্ ও প্রসন্ন হইয়াছি। যাহারা তোমার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যশীল, সদাচারপরায়ণ, সৎপথপ্রবৃত্ত ও সর্ব্বদা লোকমঙ্গলসাধন নিরত, তাহারা সর্ব্বদাই এই প্রকার প্রসাদ ও প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ সংসারে সদ্গুণের পুরস্কার হওয়া সর্ব্বথা বিধেয়। পুরস্কার দ্বারা গুণের গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা, আমাদের দর্শন কখনো বিফল হয় না। অত-এব তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

বীরবর্ম্মা কহিলেন, তুমি আমার জামাতা, তোমার নিকট বরগ্রহণে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। যাহারা কন্যাবিত্তে জীবন ধারণ করে, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, তুমি দাতা, আমি প্রতিগ্রাহী; বিশেষতঃ আমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমার সদ্ব্যবহারে ও গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই জন্য আশীর্ব্বাদ সহকারে তোমার অভিনন্দনে উদ্যত হইয়াছি। এ বিষয়ে বিস্ময় ও সংশয়ের আবশ্যকতা কি? মনুষ্যের সহিত দেবতার পরিণয় সম্বন্ধ কখন সম্ভব হয় না। আমি কেবল বরদানস্বরূপ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বলিতে কি, লোকে যে জন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহা তাহার সিদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজা কহিলেন, যদি বর দানে একান্তই অভিলাষ ও আমার প্রতি ভক্ত বলিয়া, নিতান্তই অনুগ্রহ ও প্রসন্ন দৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর দান করুন, আমি যেন ভগবান্ বাসুদেবের সাক্ষাৎকারে প্রাণত্যাগ করি। হে রবিনন্দন! যে দিন আমার মৃত্যু হইবে, সেই দিনেই যেন আমি নারায়ণ সন্দর্শন লাভ করিতে পারি। দেখুন, সংসারে বাসুদেব ভিন্ন গতিদাতা আর কেহই নাই। বেদসকল বাসুদেব পর, যজ্ঞ সকল বাসুদেব পর, তপস্যা বাসুদেব পর এবং গতি বাসুদেব পর। স্বর্গ ও অপবর্গ এবং অভয় ও অমৃত সমস্তই বাসুদেব পর। তুমি, আমি, সে, যে, ইত্যাদি সকল পদার্থ ই বাসুদেব পর। জ্ঞান, ক্রিয়া, ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি ও ন্যায় সমুদায়ই বাসুদেব পর। মাস, ঋতু, সংবৎসর, অয়ন, পক্ষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, লয়, নিমেষ, ইত্যাদি সমস্তই বাসুদেব পর। দৈব ও কর্ম্ম এবং অদৃষ্টও বাসুদেব পর। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, পিতামহ ইহাঁরাও বাসুদেব পর। সমুদায় দেবতা, সমুদায় লোক, সমুদায় মন্ত্র ও সমুদায় ওষধি বাসুদেব পর। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও ঊনপঞ্চাশ পবন ইহাঁরাও বাসুদেব পর। ক্ষমা, পুষ্টি, তুষ্টি, ঋদ্ধি, ধৃতি, মতি, লক্ষ্মী, শ্রী, হ্রী ও শোভা সমুদায়ই বাসুদেব পর। গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরাও বাসুদেব পর। অগ্নি, জল, পৃথিবী, আকাশ ও বায়ু এই পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের উপাদান অহঙ্কার, মহান্ ও প্রকৃতি সমস্তই বাসুদেব পর।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে যাহা কিছু সকলই বাসুদেব পর। বাসুদেব ভিন্ন পরম আশ্রয়, পরম গতি ও পরম স্থান আর কিছুই নাই। যাহারা ইহা জানে না, তাহারাই মূঢ়। কেননা তাঁহারা কিছুই জানে না। হে ধর্ম্ম! বাসুদেব ভিন্ন অন্য দেবতার আরাধনা, হস্তী স্নানের ন্যায় সর্ব্বথা বিফল।

যম কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার হরিভক্তিদর্শনে পরম প্রীত হইলাম। বলিতে কি বাসুদেব সর্ব্বদেবময়। তাঁহার প্রতি ভক্তিযোগসম্পন্ন হইলেই যে, সকল দেবতার আরাধনা প্রসাদলাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; বিষ্ণুভক্তের মৃত্যু নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যাহারা তোমার ন্যায়, বিষ্ণুভক্তির অনুসরণ করিবে, তাহাদের শাশ্বতী সুখসমৃদ্ধির কোনকালেই অভাব হইবে না। তাহারা আমার বরে মৃত্যু ও ভয়ের হস্ত অতিক্রম করিয়া, নিত্য সুখপূর্ণ পরম ধাম বৈষ্ণবলোকে নিত্য বিরাজ করিবে। বৈষ্ণবপদে উন্নীত করাই ভক্তির পরিণাম। এই বৈষ্ণবপদই শ্রেষ্ঠ পদ। কাল, কর্ম্ম, দৈব, অদৃষ্ট ইত্যাদি সকলকে অতিক্রম ও পর্য্যুদস্ত করিয়া, বৈষ্ণবপদ স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হইতেছে। সনক ও সনন্দাদি মহাপুরুষগণ তথায় বাস করেন এবং জয় ও বিজয়, অমৃত ও অভয়, যোগ ও ক্ষেম, মুক্তি ও পরভুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি সংসারের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট ভাবসকল একমাত্র বৈষ্ণবপদের আশ্রিত ও অধিকৃত। সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা বিবর্জ্জিত হইয়া, ভগবান্ বাসুদেবে নিষ্কারণ ও অকৃত্রিম ভক্তিযোগ নিয়োজিত করিলে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-

বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, উল্লিখিত উৎকৃষ্ট পদলাভে অধিকার জন্মে। শম, দম, তিতিক্ষা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, ক্ষমা, অক্রোধ, অনসূয়া, লোভরাহিত্য, অপ্রমাদ, অনাত্মবিরাগ, আত্মানুরাগ, নিঃসঙ্গতা, বৈরাগ্য, উপশম, উপরতি, অনাস্তিক্য, সমদৃষ্টি, হিতৈষিতা, অপক্ষপাত, অনাধৃষ্টি, অচাপল্য, অক্রূরতা, ইত্যাদি উপায় সকল বাসুদেবসাধন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সৌভাগ্য ও সুখের বিষয়, তোমাতে সে সকলের কিছুমাত্র অভাব নাই। প্রত্যুত, সর্ব্বথা প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য আমি তোমার প্রতি পরম প্রীতিমান্ হইয়াছি; বলিতে কি, তুমি স্বয়ংই বাসুদেবসিদ্ধ। আমার বরে আবশ্যক নাই; ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ংই তোমাকে সাক্ষাৎ প্রদান করিবেন। তথাপি, আমি বরদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমিও যাবৎ বাসুদেবসমাগমে তোমার সান্নিধ্যে বাস করিব। অর্থাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন তোমার সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইলেই, আমি তোমারে পরিত্যাগ করিব। যত দিন না সাক্ষাৎ হইবে, তাবৎ তোমার রাজ্য, দেশ ও সৈন্যাদি সমস্ত রক্ষা করিব, ইহাই আমার বর।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ বাসুদেব এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ ধর্ম্মরাজ

স্বয়ং তোমার সৈন্যসংহার করিতেছেন এবং রাজা বীরবর্ম্মা ঐ আগমন করিতেছেন অবলোকন কর। আমাকে দেখিবার জন্য ইহার নিরতি ঔৎসুক্য উপস্থিত হইয়াছে। মহারথগণ ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। অতএব অন্যান্য বীর-তুমি সসজ্জ হও। ময়ূরকেতু, বভ্রুবাহন, প্রদ্যুম্ন, বৃষকেতু গণও সকলে কৌতুক অবলোকন কর। অদ্য মাতঙ্গকুল-বিনাশন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সংঘটিত হইবে।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ জনার্দ্দন এইপ্রকার বলিতেছেন,এমন সময়ে বীরবর্ম্মা সহসা তথায় সমাগত হইয়া, অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ ও অনেক জয়লাভ করিয়াছ; অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি তোমার অধীনস্থ বীরদিগের সকলকে পরাজয় করি-য়াছি। এক্ষণে তুমি মাত্র অবশিষ্ট আছ। তোমাকে বিনাশ না করিয়া আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি না এবং আমার রণ-কণ্ডূয়নও উপশম প্রাপ্ত হইবে না। হে গোবিন্দ! যদি তুমি বীর হও, হে পার্থ! তুমিও যদি বীর হও,আমার প্রহার এক বার সহ্য কর। আমি দ্বিতীয়বার কাহারে আক্রমণ বা প্রহার করি না। এই বলিয়া বীরবর্ম্মা তৎক্ষণাৎ ছয়বাণে অর্জ্জুনের ও অপর ছয়বাণে জনার্দ্দনকে হৃদয়ে আঘাত করিলেন এবং পুনরায় শরবৃষ্টিসহকারে তদীয় সুবিপুল সৈন্য বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রণস্থলে মহামার উপস্থিত হইল। চতু-র্দ্দিক হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ছেদ কর, ভেদ কর, ইত্যাদি বীরবাক্যে গগনরন্ধ্র বিদীর্ণ হইতে লাগিল।বীরগণের বজ্রবিস্ফূর্জ্জিতের ন্যায়, সাহঙ্কার বাহ্বা-

স্ফোটন শব্দে কর্ণ বধির ভাবাপন্ন হইল। রণস্থলে অনবরত চট্‌চটাশব্দ সমুত্থিত হইয়া, বর্ষাকালীন ঘনঘটার গভীর-গর্জ্জনবৎ সাড়ম্বরে দিক্‌বিদিক্‌ পূর্ণ করিয়া তুলিল। কেহ পিতা, কেহ মাতা এবং কেহ বা হায় প্রিয়ে! কোথায় রহিলে? বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করত হস্তীর পদতলে নিষ্পিষ্ট, অশ্বের খুরাঘাতে বিদারিত এবং রথের চক্রপ্রহারে খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল। কাহারও চক্ষু বহির্গত, জিহ্বা নির্গত, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদারিত, হস্তপদ খণ্ডিত, নাসাকর্ণ মোচিত হইয়া গেল। কেহ শরাঘাতে শরের সহিত উৎপতিত ও কেহ ভল্লাঘাতে ভল্লের সহিত নিপতিত হইতে লাগিল। মাংসাশী জন্তুগণের তৎক্ষণ সমাগমে রণ-ভূমি আরও তুমুল ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং সাক্ষাৎ শমন নগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এক দিকে শৃগা-লেরা ধাবমান, অন্যদিকে কুক্কুরেরা শব্দায়মান, অপর দিকে গৃধ্রেরা নিনাদমান এবং অন্যদিকে উল্কামুখী তারস্বরে চীৎ-কার করিয়া, সানন্দে সাটোপে ও সগর্ব্বে লম্বমান হওয়াতে, বীরগণেরও ভয় উপস্থিত হইল।

রাজেন্দ্র। অনন্তর বীরবর্ম্মা পাঁচশরে ময়ূরকেতু প্রভৃতি পাঁচজন প্রধান বীরকে মূর্চ্ছিত করিয়া, সকলের বিস্ময় সমুৎ পাদন পূর্ব্বক সিংহের ন্যায়,গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দ-র্শনে ধনঞ্জয় একান্ত অসহায়মান হইয়া শরবৃষ্টি সহকারে তাঁহারে সমন্তাৎ আকীর্ণ করিয়া,বারংবার বলিতে লাগিলেন, আমার তুরঙ্গমযুগল সত্বর মোচন কর। বীরবর্ম্মা কহিলেন, পার্থ! আমি যুদ্ধে যেমন অশ্বদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি, তেমনি

এক্ষণে কৃষ্ণ ও তুমি, তোমাদের দুই জনকে ধারণ করিব। আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন কর। এই বলিয়া, বীরবর বীরবর্ম্মা সহস্র সহস্র শরে বাসুদেব সহিত অর্জ্জুনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, সজল জলদের ন্যায়, ঘোর গভীর গর্জ্জন বিসর্জ্জন করিলে, অশ্ব ও হস্তী সকল ভয়ে শকৃন্মূত্র ত্যাগ করত ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়নপর হইল। রণভূমি তৎক্ষণমধ্যে কম্পিত হইয়া উঠিল। বীরগণের ভয় সঞ্চার ও অভীরুদিগের বিস্ময় উপস্থিত হইল। বোধ হইল যেন অকালপ্রলয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! জয়শীল জিষ্ণু অসহিষ্ণু হইয়া, প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর সমক্ষে বীরবর্ম্মার বিসৃষ্ট শরবৃষ্টি তৎক্ষণমধ্যে নিরাকৃত করিয়া, সুশাণিত সপ্তবাণে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত বিদ্ধ করিলেন। বীরবর্ম্মা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, একশত শরে অর্জ্জুনকে, অপর একশত বাণে কৃষ্ণকে এবং পুনরায় শত শরে হনূমান্‌কে এককালেই বিদ্ধ করিয়া, স্বয়ং বাসুদেবের করধৃত অশ্বদিগকে ছিন্ন ভিন্ন, বিদীর্ণ ও অবসন্ন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বসকল মুহূর্ত্তমধ্যে ধরাতল আশ্রয় করিল। পার্থ ভিন্ন অন্যান্য বীরগণ সকলেই তদীয় শরজালে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য ভাবাপন্ন হইল এবং সৈন্যসকল মোহাচ্ছন্ন হইয়া, যেন ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। শত শত যোধ নিমেষমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়া, শমন ভবনের অতিথি হইল। সুপ্রবল শোণিত প্রবাহশালিনী ভয়জননী তরঙ্গিণীসকল ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী হইয়া, প্রলয়লীলা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলে, ভৈরব ও ভৈরবী এবং বেতাল ও বেতালীগণ

মহা আনন্দে তাহাতে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই এক অদ্ভুত হইল। হতপতিত যোধগণের ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে রণভূমি এককালে আকীর্ণ ও গহন ভাবাপন্ন হওয়াতে, জীবিতগণের সঞ্চারণ নিতান্ত ক্লেশময় হইয়া উঠিল। যে, যেখানে, সে সেইখানেই দণ্ডায়মান হইয়া, অনবরত বীরবর্ম্মার প্রহার সহ্য করিতে ও অবসন্ন হইতে লাগিল। অশ্বসকল সহসা ভয়চকিত হইয়া, প্রবলবেগে অনায়ত্তগতিতে ধাবমান হইলে, তাহাদের পদাঘাতে ও শরীর ঘর্ষণে অনেকেই বিনাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তীসকল শরপাত শব্দে সমুত্তেজিত ও নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, প্রতিকূল গতিতে ধাবমান হইলে, রণভূমি ঘন ঘন কম্পিত ও অনেকে তদ্দর্শনে পলায়মান হইতে লাগিল। দুর্ভেদ্যবর্ম্মা বীরবর্ম্মা অনবরত শরজাল বিস্তার করিয়া, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়, কখনো তীক্ষ্ণ আলোক ও কখনো বা নিবিড় অন্ধকার আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে তিনি বিবিধ দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিয়া, স্বপক্ষগণের হর্ষ ও বিপক্ষপক্ষের বিষাদ সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক দারুণ রণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, রণভূমি যমনগরীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

ভগবান্ বাসুদেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! বীরবর্ম্মা সামান্য ক্ষত্রিয় নহে যে, অনায়াসেই পরাজিত হইবেন। বিশেষতঃ স্বয়ং ধর্ম্ম যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য। এই কথা বলিতে

বলিতে, বীরবর্ম্মা তৎক্ষণাৎ সহস্র শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া, হাস্য করিতে লাগিল; এই ব্যাপার এক অদ্ভুত হইয়া উঠিল।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবীর বীরবর্ম্মার উল্লিখিত অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দর্শনে বাসুদেব মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিয়া, অর্জ্জুনকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, পার্থ! বীরবর্ম্মাকে জয় করা আমারও সাধ্য নহে। ঐ দেখ, ইনি তোমার সমস্ত উপায়ই অপাকৃত করিয়াছেন। দেবী পৃথিবী যেমন কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন, ইহাঁর সেরূপ পারিবেন না। কর্ণ অপেক্ষা ইহাঁর সামর্থ্যাধিক্যই এবিষয়ের কারণ। যে সুদর্শন শিশুপালের কণ্ঠছেদন করিয়াছিল, তাহা দ্বারাও ইহার কণ্ঠ ছিন্ন হইবে না। যে সকল শরে শিশুপালের মস্তক রণস্থল হইতে বহির্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সে সকল শরও ইহার নিকট ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব হনূমানই ইহাকে লাঙ্গূলে বন্ধন করিয়া, আয়ত্ত করুক এবং শতগুণ ঘূর্ণায়মান করিয়া, অবশেষে মহাসাগরে নিক্ষেপ করুক।

হনূমান্ কহিলেন, রাবণের সৈন্য নহে, জম্বু নহে, বালী নহে, অথবা সীতার ভয়বিধায়িনী নিশাচরীগণ নহে যে, অনায়াসেই দমন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ইহার রথ লইয়া সাগর সলিলে নিক্ষেপ কর। অদ্য ধর্ম্মের জন্য তোমাকে ও আমাকে শত কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

জৈমিনি কহিলেন, বাসুদেব আজ্ঞা করিবামাত্র পবননন্দন তৎক্ষণাৎ অশ্ব, সারথি ও বীরবর্ম্মা সহিত তদীয় রথ সবলে গ্রহণ করিয়া, সবেগে আকাশে উত্থিত হইলেন। বীরবর্ম্মা তদ্দর্শনে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণে অর্জ্জুনের রথ গ্রহণ করিয়া, আকাশগামী হনূমানের সমীপস্থ হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার রথ লইয়া আকাশে উত্থিত হইতেছ? আমিও এদিকে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের রথ অন্তরীক্ষে লইয়া যাইতেছি, দেখ। এক্ষণে তুমি আমার রথ যে স্থানে লইয়া যাইবে, আমি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে সেই স্থানে লইয়া যাইব, কোনমতেই ছাড়িব না। দৈবাৎ তুমি আমার হস্ত অতিক্রম করিয়াছ। নতুবা, তোমাকেও এই-রূপ করিতাম। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষীরসাগরগর্ভে শেষনাগের মস্তকে শয়ন করিয়া থাক। অর্জ্জুন ভক্তিভরে বরণ করাতে, রমা এক্ষণে বিরহিণী হইয়া, অনবরত ত্বদীয় ধ্যানধারণায় কাল যাপন করিতেছেন। অদ্য আমি তথায় তোমায় অর্পণ করিলে তাঁহার স্বামীসমাগম সম্পন্ন হইবে।

হনূমান্ কহিলেন, রাজন্! তুমি নিজমুখে নিজগুণ গান করিয়া, আপনার বর্দ্ধিত মহিমা নষ্ট করিতেছ, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! দেখ, যে ব্যক্তি আপনার পৌরুষ প্রখ্যাপন করে, সাধুগণে তাঁহার বর্ণনা বা গণনা করেন না।

বীরবর্ম্মা কহিলেন, যাহাই হউক, তুমি আমার রথ লইয়া যাইতে পারিবে না। আমার প্রহার সহ্য কর। এই বলিয়া সবেগে মুষ্টির আঘাত করিলে, হনূমান্ প্রহার বেগে প্রতি-হত ও প্রতিবারিত হইয়া, আর যাইতে পারিলেন না।

রাজেন্দ্র! এইরূপে একাকী বীরবর্ম্মা যুদ্ধে তিনজনকে ধৃত করিলে, বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে সবেগে বীরবর্ম্মার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। রাজা সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত ও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। পুনরায় প্রহার ব্যথা সংবরণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! আমি তোমাদের তিনজনকে ধারণ করিয়াছি; কিন্তু তোমরা তিন জনেও একক আমাকে ধারণ করিতে পারিলে না। এই মুখে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ? যাহা হউক ধর্ম্মরাজ যম কহিয়াছেন, আমার মৃত্যু তোমার অধীন। দেখ, আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বদ্বয় গ্রহণ, যুদ্ধে বীরদিগের বিনাশ সম্পাদন ও স্বয়ং কৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াছি, তথাপি আমার মৃত্যু কোথায় পলায়ন করিল।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর বাসুদেব স্বীয় রথে রাজা বীরবর্ম্মাকে সমাহিত দর্শন করিয়া, অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ফাল্গুন! শ্রবণ কর। সহস্রবর্ষ যত্ন করিলেও, বীরবর্ম্মাকে জয় করা তোমার বা আমার সাধ্য হইবে না। এই রাজা মহাবল, মহাবিক্রম, প্রবলপরাক্রম, লঘুহস্ত ও সর্ব্বাস্ত্রসংগ্রহে সবিশেষ পারদর্শী। যুদ্ধে সকলবীরকে জয় ও আমারও সন্তোষ সাধন করিয়াছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, নাথ! যে ব্যক্তি তোমাকে সন্তুষ্ট করে, তাহারই বিজয় লাভ হইয়া থাকে। পৌরুষপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করা মাদৃশ ব্যক্তির সাধ্য নহে।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই প্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে বীরবর্ম্মা সত্বরতা সহকারে তাঁহাকে প্রতিষেদ করিয়া কহি-

লেন, অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আর এপ্রকার কথা মুখে আনিও না। দেখ, তুমি যুদ্ধে চরাচর জয় করিতে সমর্থ। সুতরাং তোমার এই কথা শুনিয়া, আমার নিরতিশয় প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা কহিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সশর শরাসন বিসর্জ্জন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রীতিভরে পার্থকে আলিঙ্গন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তাঁহাকে আপনার রাজ্য, ধন ও দেহ পর্য্যন্ত সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে স্বকীয় পুরে লইয়া গিয়া, যত্নসহকারে পরম সমাদরে সবিশেষ অভ্যর্থনা ও সভাজনাদি করিলেন এবং অর্জ্জুনের হস্তে আপনার সমুদায় বিত্তজাত, শশাঙ্কধবল সহস্র সহস্র হস্তী, একতঃ শ্যামকর্ণ ভূরি ভূরি অশ্ব ও বহুসহস্র সুন্দরী স্ত্রী দান করিলেন। অনন্তর স্বয়ং সকলের অগ্রসর হইয়া, যজ্ঞীয় তুরঙ্গমযুগল রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজন্! গমন সময়ে পথিমধ্যে এক সুনির্ম্মল নদ পার্থপ্রমুখ বীরগণের নয়নগোচর হইল। ঐ নদ নক্রচক্রে পরিপূর্ণ ও শত শত আবর্ত্তে আকীর্ণ এবং পর্ব্বতাকৃতি মৎস্য সকলে সমাচ্ছন্ন এবং তুমুল জলকল্লোলসহকারে যেন সাগরকেও উপহাস করিতেছে। তাঁহারা তাঁহার সলিলে অবগাহন ও তাহা পান করিয়া, ক্ষণকাল তাহার তীরে বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর হে জনমেজয়! অর্জ্জুনের সুবিপুলবাহিনী সেই সুবিশাল নদ সমুত্তরণ করিল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অশ্বদ্বয় সারস্বত নগর হইতে বিনির্গত হইয়া, যে স্থলে গমন করিল, আমি সকল বিঘ্নবিনাশক লম্বোদরকে নমস্কার করিয়া, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব। অশ্বদ্বয় নির্গত হইয়া, বায়ুবেগে গমন করত চন্দ্রহাসপুরে প্রবেশ করিল; যে স্থানে রমণীয় কৌতলক বিরাজমান হইতেছে। কৃষ্ণ, জিষ্ণু, প্রদ্যুম্ন, বৃষকেতু, হংসধ্বজ, শিখিধ্বজ, তাম্রকেতু, প্রবীর এবং অন্যান্য বীরগণ সকলেই তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। সহসা তাহাদিগকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া, নিতান্ত ব্যামোহাবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অশ্বদ্বয় কোথায় গেল, কে তাহাদিগকে লইয়া গেল, তাহারা কি পাতালে প্রবেশ করিয়াছে, না আকাশে উত্থিত হইয়াছে? এই বলিয়া সকলে যেমন আকাশের দিকে উদগ্রীব হইলেন, তৎক্ষণাৎ পরমপ্রভাব ও পরমদ্যুতি দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিলেন। তাঁহার তেজের সীমা নাই, দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায়, স্বকীয় তেজে বিরাজমান, যাবতীয় মুনিবৃন্দের প্রধান, সমুদায় বৈষ্ণববর্গের অগ্রে বর্ত্তমান, বেদবেদাঙ্গপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সবিশেষ জ্ঞানবান্ এবং কলহবিধানে সর্ব্বদাই অভিলাষবান্ পরম প্রতিভাবান্ ভগবান্ নারদকে দর্শন করিয়া, তাঁহারা

সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করিলেন। মহর্ষির তেজে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হইয়া গেল।

অনন্তর অর্জ্জুন স্বামিগৌরবপ্রযুক্ত সবিশেষ সমাদর ও অর্চ্চনাসহকরে তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে জানিতে অভিলাষ করি।

দেবর্ষি কহিলেন, পার্থ! তোমাদের অশ্ব কৌতলক-পুরে গমন করিয়াছে। পরম ধার্ম্মিক ও পরম বৈষ্ণব চন্দ্র-হাস ঐ পুরের অধিপতি। রাজা কুতলক তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া, অরণ্যে প্রস্থান করেন। তদীয় প্রধান অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধির দুহিতার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হই-য়াছে। হে পার্থ! মহারাজ চন্দ্রহাস কেবলাধিপতির পুত্র এবং কুলিন্দকর্ত্তৃক পরিপালিত হয়েন। ভগবান্ লক্ষ্মীপতির প্রসাদে তাঁহার কৌতলক রাজ্য লাভ হইয়াছে। ফলতঃ মহাবাহু মহাবল চন্দ্রহাসের সমকক্ষ পুরুষ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তোমার সমভিব্যাহারে এই সকল রাজা তাঁহার ষড়াংশেরও যোগ্য হয়েন কি না সন্দেহ।

জৈমিনি কহিলেন, দেবর্ষির কথা কর্ণগোচর করিয়া, কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের সাতিশয় বিস্ময় সমুদ্ভূত হইল। তিনি প্রবল কৌতূহলবশংবদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! বিস্তারপূর্ব্বক মহাবল চন্দ্রহাসের চরিত কীর্ত্তন করুন। সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

নারদ কহিলেন, পার্থ! তুমি অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হই-

য়াছ। তোমার সময় কোথা? বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ চিন্তাতুর হইয়া, হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি সেই কুরুক্ষেত্র সমরে উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে কিরূপে বাসুদেবের প্রমুখাৎ কথামৃত শ্রবণ করিয়াছিলাম? সৎকথা শ্রবণে যাহাদের সময় না হয়, তাহারা নিতান্ত বঞ্চিত ও হতভাগ্য তাহাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ বৃথা। অতএব আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে উল্লিখিত কথা কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, পার্থ! পূর্ব্বে পরম ধার্ম্মিক কেরলাধিপতি রাজা ছিলেন। সেই মেধাবী যথাবিধানে প্রজা পালন করিতেন। শুভ নক্ষত্রযোগ সমাগমে তাঁহার নিরতিশয় ভাগধেয়সম্পন্ন এক সুকুমার কুমার সমুৎপন্ন হয়। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, সহসা শত্রুপক্ষ সমাগত হইয়া, কেরল রাজ্য বেষ্টন করিলে, ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরম ধার্ম্মিক কেরলরাজ ঐ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মহিষী সাতিশয় পতিব্রতা। স্বামির পরলোক সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহমৃতা হইলেন। সুতরাং বালক পিতৃ মাতৃ রহিত ও অনাথ হইয়া পড়িলেন। এক ধাত্রী দয়া করিয়া তাহাকে কুন্তলক পুরে আনয়ন করিল এবং তথায় পুরস্ত্রীগণের সাহায্যে তাঁহাকে পালন করিতে লাগিল। সে তাহাদের গৃহে চন্দন পেষণাদি নানাবিধ কার্য্য করিয়া, বেতন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তদ্দ্বারা বালকের ভরণ পোষণ করিত। এইরূপে যত্নাতিশয় সহকারে পরিপালিত হইয়া, শিশুর বয়স তিন বর্ষে উপনীত হইল। ঐ সময়ে দিবারাত্রি একধ্যানে এক জ্ঞানে মৃত

রাজা ও রাজ্ঞীর জন্য চিন্তা করত ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া, ধাত্রীর সহসা পরলোক হইল। সুতরাং বালক এককালেই অনাথ হইয়া পড়িল। কে তাহার পালন ও কে তাহার রক্ষা করে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। কিন্তু ভগবৎ কৃপারও সীমা নাই। তদীয় প্রসাদে ও ইচ্ছায় বালকের শত শত রক্ষক আপনা হইতেই স্থিরীকৃত হইল। বালক স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গ ও রমণীয় রূপরাশির আধার এবং বিবিধ সুলক্ষণে লক্ষিত। বামপাদে একটি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র অঙ্গুলী বিরাজমান। তাহাতেও তাহার শোভার সীমা নাই। যে দেখে, সেই স্নেহ করে, আদর করে ও অনুরাগ করে। পুরবাসিনী কতিপয় কামিনী নিয়মিতরূপে তাহার পরিপালন করিতে লাগিল; ক্রমে শিশু পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন; যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানেই বিচরণ করেন, বিহার করেন ও ক্রীড়া করেন। কাহার প্রতি বিরাগ নাই, অস্নেহ নাই বা অপ্রীতি নাই। যে আহ্বান করে, তাহারই নিকট গমন করেন। পুরবাসী বালকগণের সহিত পথে পথে ক্রীড়া করেন, ভোজন করেন ও শয়ন করেন। পুররমণীগণ কেহ তাঁহারে ভোজন ও কেহ স্নান করায়, কেহ সুগন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তদীয় দেহ চর্চ্চা বিধান, কেহ অন্যান্য নানাপ্রকার অলঙ্করণ সমাধান, কেহ আদর পূর্ব্বক, স্নেহ পূর্ব্বক ও যত্নপূর্ব্বক তাঁহার দেহ পরিষ্করণ, কেহ কঞ্চুক প্রদান, কেহ মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন, কেহ পাদুকাদান এবং কেহ বা অন্যান্য পরিচ্ছদ সম্প্রদান করিয়া, যাহার যেরূপ সাধ্য ও ক্ষমতা, তদনুসারে শিশুর পরিচর্য্যাদি সম্পাদন করে।

এইরূপে সাধারণের অতীব প্রীতির পাত্ররূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, শিশু যদৃচ্ছা বিচরণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রধান কার্য্য সচিব ধৃষ্টবুদ্ধির বাসভবন সমীপে গমন করিল। এবং তথায় প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ আপনা আপনি ক্রীড়া করিতে লাগিল। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ ও যোগীশ্বর সমূহ এবং ঋষিগণ সমবেত হইয়া, তাহার শোভার একশেষ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে অলৌকিক গুণগ্রাম ভূষিত সকল লোকাভিরাম তাদৃশ সুকুমার শিশুকে সন্দর্শন করিয়া, নিরতিশয় বিস্ময় সমাবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে ধৃষ্টবুদ্ধি বিনয়, পূজা ও অর্ঘ্যাদি ক্রিয়াসহকারে সুস্বাদ পায়স, সুরম্য মোদক ও সুমিষ্ট বটকাদি দ্বারা সেই সমবেত ব্রাহ্মণাদির ভোজন ব্যাপার সমাহিত করিলে, তাঁহারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, পাণিপ্রক্ষালন ও আচমনান্তে সেই বালকের সহিত তৎসমস্ত উপযোগ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ধৃষ্টবুদ্ধির প্রদত্ত সুগন্ধি কর্পূর ও সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া, যাইবার সময় তাহাকে বলিতে লাগিলেন, ধৃষ্টবুদ্ধে! আমরা তোমার অভিনন্দন করি, তুমি চিরকাল সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমার অগ্রে ঐ যে পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালক বিহার করিতেছে, উহার প্রতি কি তোমার দৃষ্টিপাত হইয়াছে? এই বালক কে, কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিল, সমুদায় সবিশেষ নির্দ্দেশ কর। শুনিবার জন্য আমাদের সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।

তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ধৃষ্টবুদ্ধি ঈষৎ

হাস্য করিয়া কহিলেন, এই নগরে কত বালক জন্মিতেছে ও মরিতেছে, তাহার নির্ণয় কি? যাহাহউক, এই বালক কে, আমি তাহার কিছুই জানি না।

তখন তাঁহারা কহিলেন, এই বালক যেরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত তাহাতে, রাজ্যধর হইবে বলিয়া সুপ্রতীতি হইতেছে। ধৃষ্টবুদ্ধি তুমি ইহাকে পালন কর। পরিণামে এই বালকই তোমার সমস্ত সম্পদ অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই।

জৈমিনি কহিলেন, ঋষিগণ এই কথা কহিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলে, রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁহাদের কথায় বালকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! ঋষিগণ কি বলিয়া গেলেন, একজন অজ্ঞাতকুলশীল অনাথ বালক আমার সমস্ত সম্পদ অধিকার করিবে? ইহা কখনই হইতে দিব না। ইত্যাকার নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি নিতান্ত ব্যাকুল ও কাতর ভাবাপন্ন হইয়া, বালকের সংহার করাই বিধেয় ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ চণ্ডালদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আদেশ করিয়া কহিলেন, রে পশুস্বরূন্দ! তোমরা এই বালককে সত্বর অরণ্য গহ্বরে লইয়া গিয়া পশুর ন্যায়, সংহার ও তাহার চিহ্নস্বরূপ ইহার শরীরের কোন অংশ বিশেষ আনয়ন করিয়া, আমার পরিতোষ বিধান কর। আমি পুরস্কার স্বরূপ তোমাদিগকে বিবিধ মহিষাদি পশু প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন, পার্থ! চণ্ডালেরা মন্ত্রির আজ্ঞা পাইবামাত্র অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া প্রমত্ত হৃদয়ে শিশুকে প্রধারণপূর্ব্বক বনগহ্বরে লইয়া গেল। ঐ অরণ্যে মনুষ্যের

সমাগম নাই বা সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক শ্বাপদগণের সর্ব্বদা সান্নিধ্যবশতঃ উহার ভয়ঙ্করতার সীমা বা উপমা নাই। দুর্ভেদ্য কণ্টকপূর্ণ প্রকাণ্ড মহীরুহ সকলে উহার চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত এবং ভয়ানক পক্ষীসকলের শ্রুতিকঠোর কর্কশ নিনাদে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত। কাহার সাধ্য তথায় গমন করে। চণ্ডালেরা অনাথ রাজকুমারকে লইয়া, অনায়াসেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে খরধার অস্ত্র সকল নিষ্কাষিত করিয়া, পরম ধার্ম্মিক কেরলপতির সেই সুকুমার কুমারকে কহিতে লাগিল, আমরা এখনই তোমাকে বধ করিব; তুমি এই বেলা দেবতা স্মরণ করিয়া লও।

পার্থ! ঐ শিশু ইতিপূর্ব্বে ভ্রমণসময়ে ভগবানের মনোহারিণী প্রতিমা যে শালগ্রাম শিলা দর্শন করিয়াছিল, তাহা মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিল। তদীয় বয়স্য অন্যান্য শিশুগণ পাষাণগোলক সহাযোগে ক্রীড়া করিবার সময়ে তাহাকে যখন বলিত, সখে! তুমি অদ্য কি জন্য এই উপল বর্ত্তুল দ্বারা ক্রীড়া করিতেছ না? ঐ শিশু উত্তর করিত, ভাই সকল! অন্যান্য অনেক বিচিত্রভাবাপন্ন পাষাণগোলক আছে। কিন্তু ঈদৃশ সুস্নিগ্ধ ও অনুপম বর্ত্তুল দ্বিতীয় আমার নয়নগোচর হয় নাই। যাহাহউক, আমি পূর্ব্বে যে সকল অশ্মগোলক লইয়া ক্রীড়া করিতাম, তৎসমস্ত এখন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অধুনা ইহারই দ্বারা ক্রীড়া করিব। অর্জ্জুন! পূর্ব্বে ঐ বর্ত্তুলসহায়ে বিজয়ী হইয়া, শিশু স্বকীয় বয়স্যবর্গের পরিতোষ বিধান করিত। এক্ষণে

সেই রমণীয় শিলা ধারণ করিয়া, জয় শব্দ সমুচ্চারণ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বে মহাভাগ ধ্রুব আমার অনুগ্রহে ও সাহায্যে যাঁহাকে লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিল, কেরলপতিকুমার চণ্ডালগণের বাক্যে সেই ভগবান্ নারায়ণের ঐকান্তিক ধ্যানধারণে প্রবৃত্ত হইয়া, বক্ষ্যমাণবাক্যে স্তব আরম্ভ করিল, হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন! হে জগৎপতে! চণ্ডালেরা খরধার খড়্গসহায়ে আমার সংহারে সমুদ্যত হইয়াছে। আমারে রক্ষা কর, রক্ষা কর। হে সর্ব্বব্যাধিন্! তোমারে নমস্কার। হে অনাথনাথ পতিতপাবন! তোমা ভিন্ন আমার গতি নাই। তুমি সকলের আশ্রয় ও রক্ষাকর্ত্তা। তোমারে নমস্কার, নমস্কার।

ভগবান্ নারায়ণ শিশুর এই স্তবে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ অন্ত্যজগণের মোহসমুৎপাদন করিলেন। তাহারা সকলেই মোহাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! এই কুমার কি সুকুমার! ইহার বাহু দীর্ঘ, লোচন বিশাল, সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই মনোহর এবং বিবিধ সুলক্ষণে লাঞ্ছিত। ধৃষ্টবুদ্ধি কিরূপে ইহাকে অরণ্যমধ্যে লইয়া গিয়া বধ করিতে বলিলেন। আমরা পূর্ব্বে অনেক পাপ করিয়াছিলাম। সেইজন্য জঘন্য চণ্ডালযোনিতে আমাদের জন্ম হইয়াছে। অধুনা আবার এই শিশুহত্যা করিলে, না জানি সেই ঘোর পাপে কোন্ জঘন্যযোনিতে পতিত হইব। অথবা পিতৃহীন, মাতৃহীন ও সহায়বিহীন ঈদৃশ দেবরূপী কুমারকে কোন্ দোষে বধ করিব।

নারদ কহিলেন, চণ্ডালেরা পরস্পর এই প্রকার সম্ভাষণ করিয়া, শিশুর আপাদমস্তক সর্ব্বশরীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং তাহার বামপদে ক্ষুদ্র ষষ্ঠাঙ্গুলি সন্দর্শন করিয়া, ইহাই চিহ্নস্বরূপে দুরাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধির সকাশে লইয়া যাইব। এইপ্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন ও গ্রহণ করিল। অনন্তর তাহারা শিশুকে সেই বিজন অরণ্যে একাকী ন্যস্ত করিয়া, উল্লিখিত চিহ্নগ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে নিরতি আহ্লাদসহকারে ধৃষ্টবুদ্ধির সকাশে সমাগত হইল এবং এবং তাহাকে সেই অঙ্গুলি প্রদর্শন করিল। তদ্দর্শনে মুনিগণের বাক্য ব্যর্থ করিলাম ভাবিয়া, পাপাত্মার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া, মহিষদান-পুরঃসর চণ্ডালগণের পরিতোস সম্পাদন করিল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, কুন্তীমাতঃ! শ্রবণ কর। সেই বালক বনমধ্যে নীত হইয়া, ত্বদীয় মিত্র জগন্মিত্র মাধবের স্মরণ-প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ চণ্ডালহস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইল। তাহারা অপার মায়ার সহসা আবির্ভাব বশতঃ মোহে ও স্নেহে অভি-ভূত হইয়া, তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। হে মহা-বাহো! বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী বা পুরুষ দেবাদিদেব বাসু-দেবের স্মরণমাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত ক্লেশ ও সমস্ত কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এবিষয়ে কোনপ্রকার ব্যভি-চার বা অন্যথাপত্তি সংঘটিত হয় না।

সে যাহাহউক, চণ্ডালেরা ষষ্ঠাঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া গেলে, দরদরিতধারায় রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। বালক নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বনচর তাবৎ প্রাণীকে মোহিত করিয়া, গলদশ্রুলোচনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রোদনে বনের হরিণীরা তথায় দৌড়িয়া আসিল এবং নিতান্ত কাতর হইয়া, তদীয় রুধিরাক্তপদ লেহন করিতে লাগিল। পক্ষিরা নিরতি দুঃখিত হইয়া, তথায় সমবেত হইল এবং সকলে মিলিয়া, পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক ছায়া করিল। বনদেবীরা সকলেই দুঃখপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহার রক্ষাবিধানে প্রযত্নবতী হইলেন। সর্পেরা তদীয় দুঃখে দুঃখিত হইয়া, স্ব স্ব ফেণমণ্ডল ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বক সকল তাঁহার দুঃখে অসহমান হইয়া, নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক যেন ধ্যানপর হইল। উলূকেরা আর বহির্গত না হইয়া, কন্দরমধ্যেই অবস্থিতি করিল। পারাবতেরা শোকবিহ্বল হইয়া, অনবরত পাষাণ দ্বারা উদরপূরণে প্রবৃত্ত হইল।

পার্থ! বনের পক্ষী প্রভৃতি তাবৎ প্রাণী সকলেই এই রূপে শোকে ব্যাকুল ও ব্যস্তভাবাপন্ন এমন সময়ে দেশাধ্যক্ষ কুলিন্দ তথায় সমাগত হইল। ধৃষ্টবুদ্ধি বনবিভাগ রক্ষণার্থ তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। কুলিন্দ মৃগয়াপ্রসঙ্গে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিয়া অবলোকন করিল, বর্ষাকালীন নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায়, ঐ অরণ্য অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। কুলিন্দ বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহার সমভিব্যাহারী শ্বগণ সবলে

ইতস্ততঃ সঞ্চারণপূর্ব্বক তত্রত্য পুষ্পিত লতাসকল বিদলিত করিতে লাগিল এবং চণ্ডালগণের চীৎকারে ও কোলাহলে অরণ্যানী ক্ষণমধ্যেই তুমুলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সিংহব্যাঘ্রাদি প্রবল পরাক্রান্ত পশুগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, বনভূমি কম্পিত হইতে লাগিল।

পার্থ! কুলিন্দ সমন্তাৎ সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা সন্দর্শন করিল, একটি পরম সুকুমার বালক গলদশ্রুলোচনে বাষ্পাকুলবদনে অনবরত জপ করিতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বনের পশুপক্ষীরা তদনুরূপ ব্যাকুলভাবে উপবেশন করিয়া আছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বালককে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিতে লাগিল এবং দুই হস্তে তাহার নেত্রজল পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক মধুরবচনে কহিল, রে শ্বপচগণ! তোরা সকলে কুক্কুরদিগকে ত্যাগ করিয়া, এই দিকে আগমন এবং এই সমাগত হরিবল্লভের আশ্রয় গ্রহণ ও ইহার বচনাবলী শ্রবণ কর্। আহা! আমি এই শিশুকে কি বলিব, কি করিব! হে বালক! তুমি কে, কোথা হইতে কিরূপে এখানে আসিলে? কে তোমার পিতা? তোমার জননী কোথায় গেলেন? তোমার সুহৃদ্গণই বা কোথায়? ভবাদৃশ ব্যক্তি যে অরণ্যপ্রান্তরে পড়িয়া আছে, লোকে কি তাহা জানিতেছে না? আহা! এই বালক হরিধ্যানে একবারেই মগ্ন হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য ইহার অন্য চিন্তা বা অন্যদর্শন নাই এবং সেই ধ্যানবলেই

শত্রুগণ ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে। অথবা কৃষ্ণ আমার পিতামাতা। তিনি ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এই বালকের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, মদীয় পিতৃপুরুষগণ অবশ্যই সুখাবহ লোক লাভ করিবেন। আমি বিষ্ণুভক্ত এবং নিঃসন্তান। এই বিষ্ণুপ্রিয় শিশু এক্ষণে আমার পুত্র হইবে। শাস্ত্রে দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, কানীন, সহোঢ়জ, স্বয়ংপ্রাপ্ত, কুণ্ড, গোলক এবং ঔরস এই কয়প্রকার পুত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। ঔরসপুত্রের অভাব হইলে, যথাক্রমে ঐ সকল পুত্র পরিগ্রহ করিবে এবং ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাব হইলে, পরস্পর পুত্রগ্রহণ বিধেয় হইয়া থাকে। অতএব এই বালক আমার পরম প্রীতিজনক স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র হইবে।

কুলিন্দ এইপ্রকার অবধারণ করিয়া, স্বয়ং স্বহস্তে বালককে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে পরম হর্ষভরে আপনার রাজধানী চন্দনাবতী নাম্নী সুপ্রসিদ্ধ পুরীতে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে গমন সময়ে বলিতে লাগিলেন, অদ্য আমার দিন সার্থক ও জন্ম সার্থক। আমি প্রতিদিন শোচনীয় মৃগ সকল মৃগয়ায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অদ্য আমার কৃষ্ণমৃগশাবক লাভ হইল। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের মৃগয়া অর্থাৎ অন্বেষণ করে, সেই কৃষ্ণমৃগার্ভক। এই বালকও কৃষ্ণের মৃগয়াতৎপর। অতএব কৃষ্ণমৃগার্ভক নামে পরিগণিত। আমি বহু ভাগ্যবলে ইহাকে পাইয়াছি। এই বালক নিশ্চয়ই আমার দারুণ সংসারপাশ ছেদন করিবে, সন্দেহ নাই। ধীমান্ কুলিন্দ এইপ্রকার বলিতে

বলিতে হর্ষিত হইয়া, সেই শিশুসমভিব্যাহারে চন্দনাবতীতে সমাগত ও স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার মেধাবিনী সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত সবিশেষ জ্ঞাত করিয়া, তাহার হস্তে লব্ধ পুত্ররত্ন ন্যস্ত করিলেন। তদীয় পত্নী পুত্রলাভে পরম প্রীতিমতী হইয়া, কহিতে লাগিল, নাথ! অদ্য আমি কেবল অশোচ্যা হইলাম, এমন নহে। আমার সমস্ত মনোরথ সফল ও দিন সার্থক হইল।

নারদ কহিলেন, পার্থ! অনন্তর মহামতি কুলিন্দ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও গণকগণের পূজাবিধি যথাবিধি সমাধা করিলেন। গণকেরা পরম পরিতুষ্ট হইয়া, বলিতে লাগিলেন, কুলিন্দ! তোমার এই পুত্র স্বীয় সুকুমার মুখসৌন্দর্য্যে সুনির্ম্মল চন্দ্রকেও উপহসিত করিবে; এইজন্য ইহার নাম চন্দ্রহাস হইবে। যাহারা আশৈশব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও কৃষ্ণভক্তি বিবর্জ্জিত, তাহাদিগকে এই বালক ধর্ম্মপথে অবস্থাপনপূর্ব্বক চন্দ্রহাস নামে সুপ্রসিদ্ধ রাজা হইবে।

নারদ কহিলেন, পার্থ! তদবধি ঐ বালক চন্দ্রহাস নামে অভিহিত হইয়া, কুলিন্দভবনে তদীয় আশার সহিত দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন শশধর বর্দ্ধিত হইতেছেন। তাঁহার আবির্ভাবে ও সান্নিধ্যযোগে পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা, প্রজামণ্ডলী আনন্দনির্ভর ও গাভী সকল বহুদুগ্ধবতী ও সুখদোহা হইল। পার্থ! ক্রমে সপ্তাধিক বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, চন্দ্রহাস বর্ণপরিচয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, কেবল 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করেন দেখিয়া, তদীয় গুরু জিজ্ঞাসা

করিলেন, তুমি মনে সম্যক্ বিচার করিয়া, কেবল 'হরি' এই অক্ষরদ্বয়ই উচ্চারণ কর। আর কোন বর্ণ তোমার মুখ হইতে বহির্গত হয় না।

চন্দ্রহাস কহিলেন, হরি এই অক্ষরদ্বয় আলাপ করাতেই আমার সমগ্র বর্ণ সুসিদ্ধ বা পরিচিত হইয়াছে। আমি আপনাদের কিঙ্কর। কিন্তু আমার মুখ হইতে হরি ভিন্ন অন্য বর্ণ উচ্চারিত হয় না। কি করিব, বলুন। গুরু-মহাশয় এই বাক্যে কুপিত হইয়া, বেত্র হস্তে কহিতে লাগিলেন, তুমি হরি নাম ত্যাগ করিয়া, ককারাদি বর্ণ উচ্চারণ কর। চন্দ্রহাস ভীত ও কম্পিত হইয়া, ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, আমি কখনই জিহ্বা পরিবর্ত্তিত করিয়া, অন্য বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিব না। আমার অন্য শাস্ত্রেও প্রয়োজন নাই। যে শাস্ত্রে হরি নাই, তাহা আবার শাস্ত্র কি? আমি কেবল হরিনাম জপ করিব।

নারদ কহিলেন, ধনঞ্জয়! বিষ্ণুভক্ত মহাবাহু চন্দ্রহাসের চরিত পুনরায় শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে, সমস্ত পাপ দূরিত ও পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। গুরুমহাশয় বালকের ঐ কথা শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ কুলিন্দের গৃহে গমন করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তোমার পুত্রের শরীরে অবশ্য কোন মহাভূতের সঞ্চার হইয়াছে। সেইজন্য সে দিবারাত্র হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। আমি যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্র অধ্যাপন করিলেও, তাহাতে মন দেয় না।

কুলিন্দ কহিলেন, আমি দৈববশতঃ ইহাকে প্রাপ্ত হই-

য়াছি। সহসা বশীভূত করা সহজ নহে। যাহাহউক, এই বালকের চরিত্র অতি বিচিত্র ; দেখুন, গুরুলোকের সহিত এই শিশু কখন ভোজন করে না এবং একাদশী দিনেও কদাচ অন্ন বা অমৃতও গ্রহণ করে না। সুতরাং আমাকেও উপবাসী থাকিতে হয়। ইহার সহবাসে আমাদের এই প্রকার অবস্থান হইয়াছে। অতএব আপনারা এক্ষণে গৃহে গমন করুন। চন্দ্রহাসও যথাসুখে আহার বিহারাদি করুক। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে যখন ইহার মেখলাবন্ধনক্রিয়া সমাধা করিব, তখন এই বালক বেদ অভ্যাস করিবে। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া, যথাগত প্রস্থান করিলে, মেধাবী কুলিন্দ হর্ষিত হইলেন এবং পুত্রকে পরমপ্রীতভরে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া উৎফুল্ললোচনে কহিতে লাগিলেন, আহা! আমার কি সৌভাগ্য! আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা ও পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহারই প্রভাবে ঈদৃশ হরিভক্ত, হরিগতচিত্ত ও হরিধ্যানৈকনিরত পরম প্রীতিজনক সুদক্ষ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপ একমাত্র পুত্রই যথেষ্ট এবং পিতার নাম রক্ষা করে। অন্যান্য নষ্টচরিত্র বহুপুত্রে প্রয়োজন কি? আহা! বৎস আমার লোকমাত্রেরই প্রীতিকর ও পরম স্নেহভাজন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,অনন্তর অষ্টমবর্ষ উপনীত হইলে,কুলিন্দ পরম পুলকিত হইয়া, চন্দ্রহাসের মেখলাবন্ধনক্রিয়া সমাহিত করিলেন। পরে বেদাহুতি বিধান করিয়া, তাঁহাকে সাঙ্গ-

বেদপাঠে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। চন্দ্রহাস্ একমাত্র হরিকে ধ্যান করত বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি নিখিল বেদ পাঠ করিয়া বলিলেন, ভগবান্ হরি প্রীত হউন। সমুদায় বেদ ও সমুদায় স্মৃতিশাস্ত্র, সর্ব্বত্রই আমার হরি গীয়মান হইয়া থাকেন এবং এমন কোন স্থানও দেখিতে পাই না, যেখানে আমার হরির অধিষ্ঠান বা সান্নিধ্য নাই। ফলতঃ, তিনি সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রময় এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মা।

চন্দ্রহাস এইরূপে বেদার্থ আলোচনা করিয়া, ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হৃদয়মূলে হরিকে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করিয়া, সদ্ভক্তিরূপে শরাসনে সাত্ত্বিক গুণরূপ বাণ সকল যোজনা করত সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তাঁহার লক্ষ্যপতি সিদ্ধি হইল। অর্জ্জুন! যে পুরুষ জন-সকলকে অর্দন করে, তাহার নাম জনার্দ্দন। সুতরাং জনার্দ্দনই একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয়। এই প্রকার বিধানে যে ব্যক্তি উল্লিখিত লক্ষ্য অবগত না হয়, তাদৃশ জন সকলকেই অর্দ্দন করে, এই জন্য ভগবানের অন্যতর নাম জনার্দ্দন।

হে পাণ্ডুনন্দন! কুলিন্দনন্দন চন্দ্রহাসের শরীর রূপ তূণ হইতে পঞ্চ বাণ একীভূত হইয়া, জনার্দ্দন-রূপ লক্ষ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল, ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। এইরূপে তিনি সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিয়া,সমস্ত শত্রু জয় ও প্রজা-দিগকে বীতভয় করিলেন। ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে ও অনুগ্রহে তিনি সকল বিষয়ের অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। শত্রু মিত্র তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। প্রজাগণ তাঁহার প্রতি পরম প্রীত ও ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল।

অর্জ্জুন কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে দেশে তাদৃশ বিষ্ণুভক্তের অধিষ্ঠান এবং তাদৃশ ধনুর্ব্বেদের আলোচনা, সেই দেশই ধন্য। আমি কত দিনে হরিভক্তরে দর্শন করিব, সর্ব্বদাই এই প্রকার চিন্তা করিয়া থাকি। দেখুন, মহাভাগ ধ্রুব ব্যোমতলে, মহামতি বলি পাতালে, মহানুভাব বিভীষণ লঙ্কা নগরে, মদীয় পিতামহ স্বর্গে, এইরূপে হরিভক্তগণ বহু দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন। কিরূপে তাঁহাদের দর্শন পাইব। অধুনা চন্দ্রহাসকে দর্শন করিয়া, পরম অভীষ্ট ফল লাভ করিব। আহা, যিনি আমায় প্রতারিত করিতেছেন, চন্দ্রহাস সর্ব্বদা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। আপনি সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ এই মনোহর কথা পুনরায় কীর্ত্তন করুন। ভগবন্! মহাভাগ চন্দ্রহাস যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া, কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। যে ব্যক্তি বাসুদেবে ঐকান্তিকচিত্ত ও অনুরাগবান্ তাঁহার কথা সর্ব্বথা পাপব্যথা বিনাশ করে।

নারদ কহিলেন, ঊনষোড়শ বর্ষ অতীত হইলে, চন্দ্রহাস সুমধুর বাক্যে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! ভৃত্যকে আজ্ঞা করুন, দিগ্বিজয়ে গমন করিব এবং বল ও মৈত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজাদিগকে জয় করিয়া, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

কুলিন্দ প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি একাকী কিরূপে গমন করিবে? অনেক রাজা আছেন, যাঁহারা দুর্জ্জেয় ও সুবিপুল সৈন্যে পরিবৃত। অথবা, বাসুদেব স্মরণ করিয়া যদি একান্তই গমন কর, তাহা হইলে আমাদের স্বামী রাজমন্ত্রী ধৃষ্ট-

বুদ্ধির অধিকৃত শতগ্রাম সংযুক্ত যে দেশ আমার শাসনাধীনে রহিয়াছে, যে সকল বলবান্ শত্রু সম্প্রতি তাহার পীড়ন করিতেছে, তাহাদিগকে দমন করিয়া আইস।

মহাবল চন্দ্রহাস পিতৃদেবের এই কথা আকর্ণন করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাঁচজন রথীর সমভিব্যাহারে হর্ষভরে উল্লিখিত বৈরিগণের আশ্রিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং তাহাদের সকলকেই অনায়াসে জয় করিয়া, বলিতে লাগিলেন, এই সকল দুরাচার বৃথা রাজমদে মত্ত হইয়া, ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা ত্যাগ করিয়াছিল। সেই পাপে ইহাদের পরাভব ও সমুদায় গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! ভগবান্ বাসুদেবের কথা আলাপ করিলে, কলিদোষ সমস্ত যেমন লীন হয়, ঐ সকল শত্রু চন্দ্রহাসের ভয়ে ভীত হইয়া, তেমনি অন্তর্হিত হইল। মহাবীর চন্দ্রহাস নৃপতিদিগকে জয় করিয়া, সহস্র সহস্র অশ্ব, গাভী এবং সুবর্ণ, রজত ও মুক্তাপূরিত বহুসংখ্য শকট সমভিব্যাহারে লইয়া, স্বীয় পুরী চন্দনাবতীতে প্রবিষ্ট হইলেন। কুলিন্দ শত্রুবিজয়ী পুত্রকে প্রত্যুদ্গমন দ্বারা অভিনন্দন এবং তদীয় মহিষী দীপদীপিত পাত্র সহায়ে তাঁহার নিরাজনাবিধি যথাবিধি সমাধা করিলেন। চন্দ্রহাস মাতা পিতাকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাদের উভয়কে মনুষ্যবাহ্য শিবিকায় আরোপিত ও তাহাদের পাদুকা বহন করত স্বয়ং পদব্রজে গমন করিতে ও বলিতে লাগিলেন, পিতৃভক্তি ব্যতিরেকে সংসারে মানুষের কিছুই লভ্য হইবার উপায় নাই। এই কারণে আমি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নারায়ণরূপে চিন্তা করিয়া থাকি।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! চন্দ্রহাস স্বভাবতঃ রতিপতির ন্যায়, মনোহর শ্রীসম্পন্ন, সহাস্যবদন ও সুবিশাল লোচন বিশিষ্ট এবং লোকমাত্রেরই নয়ন মনের প্রীতিকর। তিনি চতুষ্পথে গমন করিতেছেন দেখিয়া, পুররমণীরা পরস্পর তাঁহার গুণ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল এবং এক-জন অপর জনকে কহিল, সখি! চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম মুকু-লিত হইয়া থাকে; কিন্তু সাক্ষাৎ চন্দ্রস্বরূপ চন্দ্রহাসকে দেখিয়া, তোমার মুখপদ্ম নিরতি প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে! চন্দ্রহাস ইত্যাদি বচনপরম্পরা শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ ও সুহৃৎ, মিত্র ও পিতা প্রভৃতি সকলের পরম সন্তোষ বিধান করিলেন।

অনন্তর দশমী তিথি সমাগমে কুলিন্দ আনন্দিত হইয়া, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে পরম প্রিয় পুত্র চন্দ্র-হাসকে নিজপদে অভিষিক্ত করিয়া, আত্মাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। পুরবাসীরা পরম আহ্লাদিত হইয়া, এতদুপ-লক্ষে বিবিধ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল এবং সুললিত পদাবলী সমুচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরি নাম গান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা একত্রিত হইয়া, সুগন্ধিচন্দন কেশর, সুরভি চম্পকমালা এবং অগুরু ধূপ সহযোগে তাঁহার পূজা ও কর্পূর দীপাবলী দ্বারা তাঁহার নীরাজনা করিল।

চন্দ্রহাস রাজ্যে অভিষিক্ত ও পুরবাসীগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি শুভদিন সমাগত হইলে, নারায়ণের উদ্দেশে এক ভক্ত উৎসর্গ না

করিবে, সে আমার শত্রু এবং যে ব্যক্তি বিষ্ণুতিথিতে অন্ন ভোজন করিবে, সে আমার মহাশত্রু। একাদশী দিন পরম পবিত্র। উহা উপস্থিত হইলে, পাতক সকল ভীত ও অন্তর্হিত হয়। অতএব কেহই ঐ দিন অন্ন গ্রহণ করিবে না। পাপভীরু, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অতিমাত্র বিষ্ণুভক্ত পুরুষ সর্ব্বথা উপবাসী হইবেন। যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া, রাত্রিতে জাগরণ করে, সে বিষ্ণুর প্রিয় হয়। হে পৌরগণ! লোকের আয়ু অতি চঞ্চল ও জলবুদ্বুদের ন্যায়, ক্ষণভঙ্গুর। উহাতে বিশ্বাস করা কাহার উচিত নহে। এই শরীর গৃহস্বরূপ, অস্থি উহার স্তম্ভ,স্নায়ু উহার বন্ধন ও মাংসরুধির উহার লেপ। ঐ গৃহ যেরূপ ছিদ্রসঙ্কুল, সেইরূপ কামক্রোধাদি রিপুগণের উপদ্রবে উপদ্রুত। ইহার উপর কখন্ আছে, কখন্ নাই। অতএব এইরূপ অসার দেহের সার্থকতাজন্য তোমরা আমার আদেশানুসারে একাদশী ব্রত পালনে তৎপর হও।

পার্থ! পুরবাসীরা সকলেই চন্দ্রহাসের এই আদেশ সবিশেষ হিতকরবোধে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিল। অনন্তর চন্দ্রহাস যথাযোগ্য সুবর্ণ, রত্ন ও বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা ঐ সকল পুরবাসীর এবং অন্যান্য দুর্ব্বল ব্যক্তিবর্গ ও দ্বিজাতিগণের পরম প্রীতিপুরঃসর সবিশেষ সন্তোষ ও পূজাবিধান করিলেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণার্থে ভূরি ভূরি সুবিশাল মন্দির, বাপী, কূপ, তড়াগ, ও পুষ্করিণী এবং শিবালয় সকল প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য বিবিধ কীর্ত্তিস্থাপন করিতে লাগিলেন।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! দেশদেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ লোক সকল চন্দনাবতীতে আগমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহাসের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতাসহকৃত অত্যুদার শাসনগুণই ইহার কারণ। তাহারা পুত্রপৌত্রাদি পরিবৃত ও ধনধান্য সমন্বিত হইয়া, আগমন করিলে, চন্দ্রহাস সকলকেই স্বনগরে স্থাপন করিলেন। এইরূপে হৃষ্টপুষ্ট ও অষ্টাদশবিধ প্রজাসমন্বিত হইয়া, চন্দ্রহাসের হরিভক্তি দিন দিন যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তদীয় রাজধানী চন্দনাবতীও তেমনি তৎপ্রভাবে সমৃদ্ধিমতী হইয়া উঠিল। বাসুদেব প্রীত হউন বলিয়া, তিনি অর্থীকে যে শ্রীদান করেন, তৎপ্রভাবে ঐ অর্থী সাক্ষাৎ ধনপতি কুবেরকেও তিরস্কৃত করিতে আরম্ভ করিল।

তিনি উল্লিখিত বিধানে চন্দনাবতী পরিপালন করিতে লাগিলে একদা তদীয় জনক কুলিন্দ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! কুন্তলপতিকে অযুত নিষ্ক, তাঁহার মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধিকে তাহার অর্দ্ধ, এবং তদীয় পত্নীকে তদর্দ্ধ নিষ্ক আদায় দিতে হইবে। হে উদারসত্ত্ব! তুমি আশু নির্দ্ধারিত অর্থ প্রদান করিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধির সন্তোষ সম্পাদন কর। বৎস! কৌতলপুর এস্থান হইতে ছয় যোজন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। রাজা কৌতলক পুরোহিত গালব ও মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি এই উভয়ের সাহায্যে তথায় রাজ্য করেন।

চন্দ্রহাস পিতৃবাক্য শ্রবণে পরমপুলকিত হইয়া, রাজাকে মন্ত্রীকে ও তদীয় পত্নীকে, যে অর্থ প্রদান করিতে হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গালবের সান্নিধ্যে প্রেরণ করি-

লেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভূরি ভূরি মত্তমাতঙ্গ ও মনোরম তুরঙ্গম এবং উষ্ট্র, বামী ও শকটসমূহ সহায়ে রাশি রাশি সুবর্ণ, কাঞ্চন, বিশুদ্ধ চন্দন, সুগন্ধি কর্পূর ও দুকূল পাঠাইয়া দিলেন এবং সবিশেষ বিনয়সহকারে সুলিখিত এক পত্রও প্রেরণ করিলেন। কিঙ্করগণ সেই পত্র ও ধনরাশি গ্রহণ করিয়া, একাদশী দিন সন্ধ্যাসময়ে কৌতলপুরে সমাগত হইল এবং নগরীর উপকণ্ঠে সুনির্ম্মল সলিলশালিনী সুন্দর তরঙ্গিণী সন্দর্শনপূর্ব্বক পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা এই নদীজলে স্নানানন্তর ভগবান্ মাধবের পূজা করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিব।

নারদ কহিলেন, অনন্তর সকলে যথাবিধি স্নান করিয়া, ভগবান্ নারায়ণের প্রণাম, জপ, ধ্যান ও পূজা করিতে লাগিল। পরে হরিবল্লভা দেবী তুলসীকে মস্তকে ধারণ করিয়া, এইরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক সকলে রাজমন্ত্রি ধৃষ্টবুদ্ধির মন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। তাহাদিগকে স্নানার্দ্রবস্ত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দুর্বুদ্ধি ধৃষ্টবুদ্ধি মনে করিল, মহাভাগ কুলিন্দের মৃত্যু হইয়াছে; এই প্রকার চিন্তা করিয়া, সে সেবক-দিগকে দূষিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তোমাদের প্রভু কত দিন হইল, পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন? সেবকেরা সবিশেষ বিনয় ও প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিল, শত্রুপক্ষের ঐরূপ অনিষ্ট সংঘটনা সংঘটিত হউক, প্রভু কুলিন্দের যেন কদাচ উহা না ঘটে। তিনি ভগবৎপ্রসাদে চিরজীবী হউন। মহাভাগ কুলিন্দের পুত্র পরমভাগবত দিগ্বিজয় বিধানান্তে আপনাদের প্রীতির জন্য অর্থজাত প্রেরণ করিয়াছেন।

ঐ দেখুন, হিরণ্য, রজত, কর্পূর, অগুরু, চন্দন ও দুকূলপূর্ণ শকট সকল আপনার মন্দিরে আসিতেছে। আবার এদিকে অবলোকন করিতে আজ্ঞা হউক, ইহা অপেক্ষা সপ্তগুণ দ্রব্য স্বয়ং মহারাজ কুন্তলেশ্বরের প্রাসাদাভিমুখে নীয়মান হইতেছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি যুগপৎ হর্ষ বিস্ময়ের বশীভূত হইয়া, ঐ সকল দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া,পাচকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, কুলিন্দের কিঙ্করদিগকে উত্তমরূপে সুশোভন অন্নপান প্রদান কর। তদনুসারে সূদগণ সবিশেষ আদর সহকারে বারংবার অনুরোধ করিলেও, সেবকেরা অন্নগ্রহণ করিল না। তখন পাচকেরা এবিষয় প্রভুর গোচর করিল। মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি জাতক্রোধ হইয়া, কহিতে লাগিলেন, কুলিন্দ যেমন মদগর্ব্বিত, তাহার সেবকেরাও তদ্রূপ মত্তভাবাপন্ন। সেই জন্য, উপাদেয় অন্নও গ্রহণ করিল না। আচ্ছা, আমি নিগড়ে বদ্ধ করিয়া, কুলিন্দের সমুদায় গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।

সেবকেরা মন্ত্রির এই কথা শুনিয়া, সবিনয়ে কহিতে লাগিল, স্বামিন্! আমরা গর্ব্বিত নহি, তবে একাদশী দিনে আমরা অন্নগ্রহণ করি না। ইহাতে যদি আমাদের অপরাধ হইয়া থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক। তাহাদের এই কথা শুনিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধি পরদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। পরে স্বয়ং ভোজন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। অর্জ্জুন! ধৃষ্টবুদ্ধির দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মদন ও কন্যার নাম বিষয়া। কুলিন্দের তাদৃশ বিভব দর্শনে

মনে সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার উদয় হওয়াতে, তিনি স্বীয় দুরভি-সন্ধি সাধন মানসে চন্দনাবতী গমনে কৃতসংকল্প হইয়া, নরপতির অনুমতি গ্রহণানন্তর জ্যেষ্ঠপুত্র মদনকে তদীয় ব্যাপারে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার কন্যা বিষয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্রকে রাজব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া, চন্দনাবতী গমনে কৃতোদ্যম হইলে, বিষয়া সহসা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, সবিনয়ে কহিল, তাত! আমি প্রত্যহ জলসেক করিলে, যে রসালতরু ফল প্রসব করে, অদ্য তাহার বিপরীত ঘটনা লক্ষিত হইতেছে। আপনি রাজকার্য্যে গমন করিতেছেন; কিন্তু এবিষয় সবিশেষ বিবেচনা করিবেন। এই বলিয়া বিষয়া বিনিবৃত্ত হইলে, ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া, সহর্ষে সেবকগণের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন এবং পথিমধ্যে দুই দিন অতীত হইলে, চন্দনাবতীতে সমাগত হইয়া, তাহার অপূর্ব্ব শ্রী সন্দর্শন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে যে স্থান মহারণ্য ছিল, অধুনা তাহা অপূর্ব্ব নগরী হইয়াছে।

নারদ কহিলেন, মন্ত্রী এই প্রকার সবিস্ময়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহামতি কুলিন্দ পুত্রের সহিত একযোগে প্রত্যুদ্গমন পুরঃসর তাঁহার সবিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং পিতাপুত্রে তাঁহার বিশিষ্টরূপ পূজা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে তোমার এই পুত্র জন্মিল? কি জন্যই বা তুমি আমাদিগকে পুত্রজন্ম সংবাদ

বিদিত কর নাই? কুলিন্দ কহিলেন, এই পুত্র আমার ঔরস নহে; স্বয়ংপ্রাপ্ত মনোরম পুত্র। একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া ইতস্ততঃ মৃগের অন্বেষণে বিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে ইহাকে বনগহ্বরে অবলোকন করিলাম। প্রথম দর্শনেই ইহার দিব্যরূপগুণভূয়িষ্ঠ বরিষ্ঠদেহ আমার মন ও প্রাণ যুগপৎ আকর্ষণ করিল। তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্ররূপে পরিগ্রহ করিয়া, গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক যত্নসহকারে পালন করিতে লাগিলাম। তদবধি ইহার সমাগমে ও আপনাদের প্রসাদে আমার উত্তরোত্তর বিষয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইতেছে।

কুলিন্দের কথা শ্রবণমাত্র ধৃষ্টবুদ্ধির অন্তঃকরণ সহসা অতিমাত্র চকিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল, এই চন্দ্রহাসই তোমার সমস্ত বিষয় বিভবের প্রভু হইবে। তুমি ঋষিগণের কথা শুনিয়া, নিতান্ত পামরের ন্যায়, যাহাকে বনমধ্যে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক চণ্ডালহস্তে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিলে, সেই ব্যক্তিই এই চন্দ্রহাস, তোমার উৎপাত কেতুরূপে কুলিন্দের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছে। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, চন্দ্রহাসের আকার প্রকার দর্শনে তাঁহার সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল, সেই বালকই বাস্তবিক এই চন্দ্রহাস। তখন তিনি একান্ত অধীর হইয়া, আপনার ভাবী শত্রু চন্দ্রহাসের বধোপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুরাত্মার দুর্মন্ত্রণার অভাব নাই। ক্ষণপরেই উপায় অবধারিত হইল। তিনি আকার প্রচ্ছাদনপূর্ব্বক কপট প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া, সরলমতি কুলিন্দকে কহিতে

লাগিলেন, আয়ুষ্মন্! তোমার এইপ্রকার পুত্রপ্রাপ্তিতে পরম প্রীতিমান্ হইলাম। প্রার্থনা করি, তুমি সপুত্রে চির-কাল সুখে থাক।

নারদ কহিলেন, ধনঞ্জয়! ধৃষ্টবুদ্ধি এইরূপ কপট প্রীতি প্রদর্শনান্তে পুনরায় কুলিন্দকে কহিলেন, আমি ব্যস্ততাক্রমে আগমন করাতে কোন অবশ্য প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয় রাজার গোচর করিতে ভুলিয়াছিলাম। এক্ষণে উহা সত্বর গোচর করা কর্ত্তব্য। এতএব এই পত্র দিতেছি, তোমার পুত্র চন্দ্রহাস সত্বর উহা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আসুন; এই বলিয়া দুরাচার ধৃষ্টবুদ্ধি এই মর্ম্মে স্বীয় পুত্রের নামে পত্র লিখিয়া দিল; হে মদনসন্নিভ! তুমি নিঃসন্দেহ জানিবে, এই চন্দ্রহাস আমাদের পরম অনিষ্টকারী শত্রু এবং আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভাবী অধিকারী। অতএব তুমি দ্বিধা না করিয়া, ইহাকে বিষ প্রদান করিবে। কোনমতেই ইহার রূপ, গুণ, বয়স, কুল, শীল, পদক্রম, কোন বিষয়েই দৃষ্টি না করিয়া,ইহাকে নিপাত করিবে।

নারদ কহিলেন, ধৃষ্টবুদ্ধি এইপ্রকার পত্র লিখিয়া দিয়া চন্দ্রহাসকেও প্রশান্তমধুর স্নেহগর্ভ বাক্যে কহিলেন, অয়ি বিশালাক্ষ! আমার কথা শুন। গুরুতর কার্য্য উপস্থিত। অতএব সত্বর এই মুদ্রিত পত্র গ্রহণ করিয়া, কৌতলকপুরে আমার পুত্রের নিকট গমন কর। সাবধান, পত্র খুলিও না। পুত্রকে আমার পত্র প্রদান করিলে, তোমার বিশিষ্টরূপ উপকার হইবে। পত্রের মুদ্রা ছিন্ন করিলে, স্বীয় শরীর

ছেদন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অন্যদীয় পত্র উদ্ঘাটন করে, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, এই পত্র তোমারই কার্য্য। অতএব কোনরূপ অবৈধ আচরণপূর্ব্বক ঐ কার্য্য পণ্ড করিও না। সত্বর অশ্বে আরোহণ করিয়া, চারিজন ভৃত্যের সহিত কৌতলকপুরে গমন কর। বৎস! ধর্ম্ম রক্ষা করিও।

নারদ কহিলেন, চন্দ্রহাস তৎক্ষণাৎ পত্র গ্রহণ করিয়া, পিতা কুলিন্দ ও মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি উভয়কেই যথাযোগ্য নমস্কারাদি করত দ্রুতপদসঞ্চারে জননী মেধাবতীকে আমন্ত্রণ ও প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। মেধাবতী আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর নীরাজনা ও অভিনন্দন করিয়া, পুত্রের ললাট পট্টে দধিদূর্ব্বাদিমিশ্রিত পরম প্রশস্ত তিলক অঙ্কিত করিলেন। পরে স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, বৎস! পথিমধ্যে সর্ব্বদা তোমার কল্যাণ পরম্পরা সংঘটিত হউক। নারায়ণ তোমার মুখ, জনার্দ্দন বাহু, হৃষীকেশ বক্ষ, মাধব উদর, যজ্ঞভোক্তা জানু, দামোদর পুলক, সহস্রপাৎ অঙ্ঘ্রি, সহস্রাক্ষ অক্ষি এবং ত্রিবিক্রম তোমার সর্ব্ব শরীর রক্ষা করুন। বৎস! ইতিপূর্ব্বে সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া যেমন বিজয়লক্ষ্মীর সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলে, তদ্রূপ পুনরায় শীঘ্র অনুরূপ পত্নী সমভিব্যাহারে আগমন কর।

অনন্তর চন্দ্রহাস জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, অশ্বাদিরোহণে প্রেষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে বনস্থলী দর্শন করিতে করিতে প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে অবলোকন করিলেন; গ্রামান্তর হইতে হরিদ্রাকুঙ্কুমে রঞ্জিতাঙ্গ মনোরমা

বধূবর আগমন করিতেছে। অনন্তর তিনি সম্মুখ দেশে নববৎসা ধেনু সন্দর্শন করিলেন। বনাধ্যক্ষেরা সন্তুষ্ট হইয়া, কেহ দাড়িমী ফল, কেহ চম্পকমাল্য, প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিল। কেহ পরম আনন্দিত হইয়া, তদীয় ভালদেশে বিবিধ কুসুমনির্ম্মিত মনোরম মুকুট বন্ধন করিয়া দিল। তাহাতে সহজ সুন্দর চন্দ্রহাসের শোভাতিশয্য প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর তিনি কৌতলক নগরীর উপকণ্ঠে ক্রীড়াকানন সংস্থিত পরম মনোহর সরোবর তটে সমাগত হইলেন। হংসেরা হংসীর সহিত গার্হস্থ্য আশ্রয় পূর্ব্বক ঐ সরোবরে বাস করিতেছে। কমল, কুমুদ ও কহ্লারাদি বিবিধ জলজকুসুমের সুগন্ধে উহার সর্ব্বস্থল সর্ব্বদাই আমোদিত। উহার সমীপদেশে সাক্ষাৎ বসন্ত বাস করিতেছে দেখিয়া, তাঁহার নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। মধুমাসের সমাগমে তত্রত্য তরুমাত্রেই পল্লবিত ও মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। সুশোভন কিসলয় ও মনোজ্ঞ মঞ্জরীর সান্নিধ্যযোগবশতঃ তত্রস্থ রসালতরুর শোভাসম্পদ্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কোকিলেরা সেই পল্লবিত রসালশেখরে সমাসীন হইয়া, মধুর স্বরে গান করত কামিজনের চিত্তবৃত্তি দূতীবৎ আকর্ষণ করিতেছে। পুন্নাগ, অশোক ও চম্পকসকল কুসুমশোভা বিস্তার করিয়া, বিরাজমান হইতেছে এবং মালতী, যূথিকা ও জাতী প্রভৃতি লতিকা সকল বিকসিত হইয়া, কুসুমরূপ স্তনভরে নমিতাঙ্গী হইয়া, ভ্রমররূপ লোচন বিস্তার করত পুষ্পবৃষ্টি সহকারে স্বীয় স্বামী বসন্তের সভাজন করিতেছে। চতুর্দ্দিকে আমোদ, সুগন্ধ, সুষমা ও সুস্বর ভিন্ন

আর কিছুই লক্ষিত হয় না। বোধ হয়, যেন পৃথিবীতে চৈত্ররথের আবির্ভাব হইয়াছে, অথবা স্বয়ং নন্দনকানন অবতরণ করিয়াছে, কিংবা শোভার নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

কুলিন্দনন্দন চন্দ্রহাস ঈদৃশী সুসদৃশী বসন্ত শোভা ও মনোহর মাধবমহোৎসব সন্দর্শন করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ অভীষ্টদেব বাসুদেবের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় সমগ্র মনোবৃত্তি ভগবদ্ ধ্যানরসে বিবশ হইয়া, একবারেই তাহাতে মগ্ন হইয়া গেল। প্রভুর অপার মহিমার বারংবার চিন্তাবশে বিহ্বল হইয়া, প্রেম পারাবার সুদুষ্পাররূপে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলে, তদীয় নয়ন যুগলে অনর্গল অশ্রুসলিল বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি স্নান করিয়া, মধুসম্ভব পুষ্পসকল চয়নানন্তর ভক্তিভরে ভগবানের পূজা ও তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, স্বয়ং ধীরে ধীরে পাথেয় ভোজন করিলেন। পরে সেবকেরা সম্মুখে দূর্ব্বা নিক্ষেপ করিলে, অশ্বকে সহকারমূলে বন্ধন করিয়া, তিনি তাহার সুশীতল তলদেশে প্রহর দ্বয় শয়ন করিয়া রহিলেন।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! ঐ সময়ে কৌন্তলপতির দুহিতা ধৃষ্টবুদ্ধিতনয়া রতিবিজয়া বিষয়াও অন্যান্য শত শত কন্যার সমভিব্যাহারে বসন্তসময়সমুদ্ভূত কুসুমসমূহে সুশোভিত পরমমনোহর পুরোপবনে কুসুমচয়নে অভিলাষিণী

হইয়া, তথায় সমাগত হইলেন। কন্যাগণ সকলেই সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষ দেশীয়া ও যৌবনোদ্ভেদ বশতঃ সাতিশয় চঞ্চল ভাবাপন্না। তাহাদের সকলেরই পরিধান কৌসুম্ভ বসন, সকলেরই কঞ্চুকপল্লব স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট, সকলেরই স্তনযুগল নূতন বিল্বফল তুল্য ও মনোরম মৌক্তিকহারে অলঙ্কৃত, তাহাতে তাহাদের সাতিশয় শোভার আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা সকলে পথিমধ্যে তানলয় মিলিত নূপুর রবে নৃত্য, গান, হাস্য ও তাম্বূল চন্দ্রক নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে গমন করিয়া, কোকিলালাপ প্রতিধ্বনিত সুশোভন ক্রীড়া কাননে পদার্পণ করিল।

তাহাদের মধ্যে কোন হস্তিনী রমণী পুষ্পলাভ কামনা বশবর্ত্তিনী হইয়া, সম্মুখস্থিত কুঞ্জে ধাবমানা হইলে, অপরা নিতান্ত ভীত হইয়া, তাহাকে কহিতে লাগিল, অয়ি হস্তিনি! তুমি একাকিনী পুষ্পাভিলাষিণী হইয়া, নিকুঞ্জকাননবিহারিণী হইও না। কেননা, নৃ-কেশরী তোমার মুক্তাফল বিরাজিত স্তনকুম্ভ বিদারণ করিবে। অনন্তর তাহারা সকলে জাতী, যূথী, মল্লিকা, মালতী ও অন্যান্য বিবিধ জাতীয় কুসুমসকল চয়ন করিয়া, সুন্দর মালা রচনা পূর্ব্বক পরস্পর কণ্ঠদেশে ধারণ করিতে লাগিল।

রাজকন্যা চম্পকমালিনী সুন্দর কুসুমভূষিত দাড়িমী সন্দর্শনে সবিশেষ বিস্মিতা হইয়া, বিষয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সুভগে! সম্মুখে অতিমাত্র আশ্চর্য্য কাণ্ড অবলোকন কর, প্রথমে পুষ্প, পরে ফল, দর্শন হইয়া থাকে। কিরূপে ইহার বিপরীত ভাব সংঘটিত হইল? বিষয়া সহাস্য

আস্তে উত্তর করিলেন, অয়ি বিল্বফলস্তনি! বনস্পতিদিগের ধর্ম্মই এই।

অনন্তর বিষয়া পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে অবসন্নাঙ্গী হইয়া, কুসুম-দাম শিরোদ্দেশে সংন্যস্ত করিয়া, নিদ্রিতা হইলে,রাজকুমারী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি শুভাননে! তুমি কুসুমভূষিত মস্তকে শয়ন করিও না। কেননা, কোন সর্প মণিভূষিতা ফণিনী ভ্রমে তোমায় সমাগতা হইতে পারে। সুন্দরি! তোমার মুখমণ্ডলে শশাঙ্কজয়িনী শোভা বিরাজমান হইতেছে। তোমার স্তনযুগলেরও শোভার সীমা নাই। বোধ হয়, স্বয়ং কামদেব রতির সহিত তোমাকে যেন স্বপ্ন দিয়া, ত্বদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব সখি! তুমি এই দেবদেবীর পূজার্থ কাহাকে বরণ কর। যে ব্যক্তি সুগন্ধি চন্দন, সুরভি মাল্য, সুরম্য কর্পূর ও সুশোভন পত্রা-বলী দ্বারা সায়ং প্রাতঃ ইহাঁদের অর্চ্চনা করিতে সমর্থ, তাদৃশ আলস্যহীন সুনিপুণ পুরুষকে অধুনা তুমি বরণ কর। অধিক কি, তুমি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া, তাদৃশ পূজক ব্যক্তিকে বশীকৃত কর। এই তোমার বামবক্ষ প্রস্ফুরিতা হইয়া, স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতেছে যে, তোমার প্রিয়তম পূজক উপস্থিত হইয়াছে।

চম্পকমালিনীর এই কথা শুনিয়া, বিষয়া স্মেরাসনা হইলেন। বোধ হইল যেন পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনন্তর বিষয়া মধুরবচনে কহিল, আর পুষ্পচয়নে প্রয়োজন নাই। আমরা সকলেই রবিকরে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছি। অতএব সুশীতল সলিলশালী কমলাকরে গমন করি, চল।

বিষয়ার কথা শুনিয়া, সকলে তৎক্ষণাৎ উপবন হইতে বিনির্গত হইল। কেহ দোলায় আরোহণ পূর্ব্বক মধুর স্বরে গান ও পরস্পর কুচমণ্ডলে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং প্রহার বশে মৌক্তিক হার ত্রুটিত হইলে, অবশেষে দোলা হইতে অবতরণ করিল। কেহ পুষ্পরাশি চয়ন করিয়া, রাজনন্দিনী চম্পকমালিনীর উদ্দেশে ধাবমান হইল। কেহ রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করিয়া, বিষয়াকে আকীর্ণ করিল। কেহ দৃঢ়গুণে বদ্ধ পুষ্পময় চন্দ্রকগ্রহণ পূর্ব্বক সহর্ষে বিষয়ার অধিবিধান করিল। কেহ বা তৎপর হইয়া, মৃদঙ্গ ও পণব বাদনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তাঁহারা পদ্মিনী ষণ্ডমণ্ডিত মনোহর সরোবর তীরে সমাগত হইলে, হংসসকল সিঞ্জিত শ্রবণে ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, আমাদের মানসোল্লাসী সরোবর কলুষিত হইবে। কেননা পুষ্পবতী কামিনীরা কামুকী হইয়া, আগমন করিতেছে।

নারদ কহিলেন, অনন্তর ঐ সকল কন্যকা সরোবর তীরে মনোরম দুকূল ও কার্পাসবস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিলে, মর্ম্মর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সমীরণ তাহাদের গুণময় পাশে বদ্ধ হইয়া, এরূপ নিশ্চল ভাবাপন্ন হইলেন যে, তাহাদের সূক্ষ্ম দুকূল সকলও বহন করিতে তাহার ক্ষমতা হইল না। অনন্তর ঐ সকল চম্পকাঙ্গী কন্যকা বিবিধ লীলা সহকারে সরোবর মধ্যে অবগাহন করিলে, তাহাদের সান্নিধ্যযোগে সেই অগাধ নির্ম্মল সরোবর সাধ ও কলুষিত হইল। তাহারা পরস্পর বিবিধ হাস্য পরিহাস ও সুমধুর সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলে, চতুর্দ্দিকে যেন অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তাহাদের ক্রীড়াচঞ্চল করাস্ফালনে মুক্তামালা ত্রুটিত হওয়াতে,সরোবর তদ্দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মণিবন্ধ হইতে প্রবাল ও মণি সকল স্খলিত হইয়া পড়াতে, উহার বিচিত্রভাব সমুৎপন্ন হইল। তাহাদের বদন চন্দ্রমার শোভা ও সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। তদায় সান্নিধ্যবশে সাক্ষাৎ রত্নাকরের ন্যায়, সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। অর্জ্জুন! অনন্তর ঐ সকল কন্যকা আপনাদের স্তনকুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন ও অগুরু যোগে ঘনীভূত ও পরম আমোদিত জল দ্বারা পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হইল যেন, জলদেবতারা জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাদের জলবিন্দু বর্ষণ সন্দর্শন করিয়া, চাতকেরা মেঘশঙ্কায় মুখব্যাদান করিতে লাগিল। কন্যারা পরস্পরকে মনোরম কমলনালে বন্ধন, হাস্য, ভ্রমণ, নৃত্য, গান, চীৎকার এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যাপার আরম্ভ করিল।

এইরূপে তাহারা কুঙ্কুমরঞ্জিত জলপূর্ণ সরোবরে স্নান করিয়া, তীরে উত্তরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান এবং তাড়ক, বরপত্র, মুক্তাহার,নিষ্ক, পূর্ণেন্দূপম তিলক ও অন্যান্য বিবিধ অলঙ্কারযোগে অঙ্গভূষা সম্পাদন করিল। অনন্তর লক্ষ্মী যেমন সাগরতীরে নারায়ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, বিষয়া তেমনি সরোবর তীরবর্ত্তী রসালতলে ষোড়শবর্ষ দেশীয় পরম সুকুমার মূর্ত্তি চন্দ্রহাসকে নয়নগোচর করিলেন। তাঁহার ললাট দীর্ঘ, হৃদয় সুবিশাল, লোচন আকর্ণ বিশ্রান্ত এবং শরীর সুপুরুষ লক্ষণে লক্ষিত।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন ! ময়ূর যেমন উদ্‌গ্রীব হইয়া, নবজলধরকে দর্শন করে,বিষয়া তেমনি হৃতহৃদয়ে ও তদ্গতাশয়া হইয়া, বারংবার একদৃষ্টে চন্দ্রহাসকে দেখিতে লাগিলেন এবং মুগ্ধস্বভাবা হরিণী যেমন গীতধ্বনিতে মোহিত হইয়া, ব্যাধ বাগুরায় বন্দিনী হয়, তিনিও তদ্রূপ সেই দর্শন মহোৎসবের আতিশয্যবশে একান্ত উন্মাদিনী হইয়া,অজ্ঞাতসারে চন্দ্রহাসের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। দুরাত্মা কামের বিচার নাই। সে তাদৃশ সরলহৃদয়া মুগ্ধস্বভাবা বালিকাকেও আপনার বিষম শরের পথবর্ত্তিনী করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। অথবা গুণ গুণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকে। তরঙ্গিণী বহুদূর প্রবাহিণী হইয়া, সাগরগামিনী হয়, ইহার কারণ কি ? যে যাহার উপযুক্ত, বিধিবশে তাহার সহিত তাহার শুভমিলন হইয়া থাকে,এ ঘটনাও আশ্চর্য্য বা নূতন নহে। এই জন্য পরমসৎস্বভাব প্রশান্তচিত্ত গম্ভীরাশয় চন্দ্রহাসও সাক্ষাৎ কৌমুদী লেখার ন্যায়, সুকুমার সৌন্দর্য্যশালিনী পদ্ম কুমুদ ও শশাঙ্ক অপেক্ষাও নিরতিশয় বিচিত্রতার আস্পদ, সুবিশুদ্ধহৃদয়া বিষয়াকে দর্শন করিয়া, শশধরদর্শী সাগরের ন্যায়, বিকৃতভাবাপন্ন ও তৎক্ষণাৎ দুর্নিবার মদন শরাসনের অপরিহার্য্যতা বশতঃ অনুরূপ বিধানে বিষয়ার বশবর্ত্তী হইলেন। এতক্ষথে শুভদর্শন সম্পন্ন হইলে, শুভমিলনের আর অণুমাত্র বিলম্ব রহিল না। রতিপতি মধ্যবর্ত্তী হইয়া, সময়োচিত উপদেশ বিধান দ্বারা উভয়ের হৃদয় মার্জ্জিত করিয়া দিলে,পরস্পরের শুভসঙ্গলাভের লালসা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন লজ্জা ও অভিমান পরিহার

পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলে, শুদ্ধাশয়া বিষয়া পর-পুরুষ শঙ্কা বিসর্জ্জন ও পরম একাত্মতা প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই প্রিয়তম চন্দ্রহাসের সমীপে গমন করিলেন। গমন সময়ে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমি না জানিয়া ও না ভাবিয়া, সরলচিত্তে তোমাকে প্রাণ মন সকলই সমর্পণ করিলাম, তুমি বিরুদ্ধ ভাবিয়া আমায় যেন প্রত্যাখ্যান করিও না।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! অনন্তর বিষয়া চন্দ্রহাসের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, একদৃষ্টে তাঁহার সর্ব্বশরীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে চন্দ্রহাস দেবীর ন্যায়, মূর্ত্তি-মতী শ্রীর ন্যায়, অথবা সাক্ষাৎ শোভা সমৃদ্ধির ন্যায়, তাদৃশী অনবদ্যাঙ্গী ললনার স্বয়ংদত্ত সমাগম মহোৎসবে এরূপ মগ্ন ও বিহ্বল ভাবাপন্ন হইলেন যে, কঞ্চুক হইতে দৈববশে ধৃষ্ট-বুদ্ধির লিখিত পত্র ভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেও, জানিতে পারিলেন না। বিষয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভূমি হইতে গ্রহণ করিলেন এবং কৌতুকবশতঃ মুদ্রা মোচনপূর্ব্বক সবিস্ময়ে পাঠ করিয়া দেখিলেন, উহা তাঁহার পিতৃদেবেরই লিখিত পত্র। উহার মর্ম্ম এই, বৎস মদন! তোমার কল্যাণ হউক। এই চন্দ্রহাস আমাদের অহিতকারী শত্রু এবং আমার সমস্ত সম্পদের ভাবী প্রভু। তুমি এবিষয় নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে। অতএব জাতি, কুল, বিদ্যা, বিত্ত, বয়স, পদ, পরা-ক্রম, শীল বা সৌন্দর্য্য, কিছুই গণনা না করিয়া, অবিলম্বে ইহাকে বিষ প্রদান করিবে। তাহা হইলে, আমরা উভ-য়েই কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব।

পত্র পাঠ করিয়া, বিষয়ার কোমলহৃদয় বজ্রাহতবৎ ব্যথিত হইয়া উঠিল। ভয়ে ও শোকে বিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভ্রাতা মদন পিতৃবাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই ইহার প্রাণ সংহার করিবেন। কিন্তু তাহা কোন মতেই হইতে দিব না। কেননা, বিধাতা ইহাঁকেই আমার পরম অভীষ্ট বররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ লালক্রুম নির্যাস সংগ্রহপূর্ব্বক অঙ্গুলি নখযোগে অহিতের পরিবর্ত্তে হিত, শত্রুর পরিবর্ত্তে মিত্র ও বিষের পরিবর্ত্তে বিষয়া শব্দ লিখিয়া দিয়া, পত্রের মূল মর্ম্ম বৈপরীত্য সংঘটিত করিলেন। অনন্তর বলাল নির্যাস সহায়ে ছিন্ন মুদ্রা সংযোগ পূর্ব্বক পুনরায় ধীরে ধীরে কঞ্চুক-মধ্যে ঐ পত্র পূর্ব্ববৎ ন্যস্ত করিয়া, স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন তথায় রহিয়া গেল। যাইবার সময় পৃষ্ঠ-ভাগে বারংবার সোৎসুক দৃষ্টিপাত সহকারে প্রিয়তমকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদদ্বয়ও পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিল।

সখিগণ এই বিষয় জানিতে পারিয়া, সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিল, ভদ্রে! কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? কি জন্য হর্ষভরে অবশাঙ্গী হইয়াছ? কি জন্যই বা পশ্চাদ্ভাগে বারংবার সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ? কোন অভিমত পুরুষ কি তোমার নেত্রপথের অতিথি হইয়াছেন? এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ হাস্যামোদে পথশ্রমবিনোদনপূর্ব্বক সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! সকলে প্রস্থান করিলে, অপ্রতিমপ্রভাব সিংহবিক্রান্ত চন্দ্রহাস সায়ংসময়ে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, মুখপ্রক্ষালন ও বস্ত্রশুদ্ধি বিধান পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং ভৃত্য চতুষ্টয়ে বেষ্টিত হইয়া কৌন্তলকপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ নগরে ধৃষ্টবুদ্ধিই রাজা, যিনি রাজা, তিনি ধ্যানপরায়ণ যোগী হইয়া, দিবানিশি কেবল মানবের সূক্তি মুক্তাফলরাজি গ্রহণ ও তাহাই আলোচনা করিয়া, কালযাপন করেন। চন্দ্রহাস সত্বর ধৃষ্টবুদ্ধিভবনে প্রবেশ ও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, দ্বারবান্‌কে কহিলেন, তুমি তোমার প্রভু মদনের নিকট যাইয়া বল, চন্দ্রহাস ধৃষ্টবুদ্ধির আদেশানুসারে তদীয় বচন সন্দেশ কথামৃত ধারণ পূর্ব্বক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। দ্বারবান্ প্রণামপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বামিসকাশে এই সংবাদ প্রদান জন্য প্রস্থান করিল। পার্থ! আশ্চর্য্য কাণ্ড শ্রবণ কর। প্রথম দ্বারবান্ দ্বিতীয় দ্বারবানের নিকট গমন করিয়া কহিল, চন্দ্রহাস আসিয়াছেন, স্বামীসকাশে নিবেদন করিতে হইবে। দ্বিতীয় দৌবারিক তৃতীয়ের নিকট গমন করিয়া, ঐ কথা কহিলে, সে চতুর্থের নিকট, চতুর্থ পঞ্চমের নিকট, পঞ্চম ষষ্ঠের নিকট, ও ষষ্ঠ দ্বারপাল সপ্তমের নিকট এই কথা সংবাদ করিল।

এই সপ্তম দ্বারবান্ মদনের সর্ব্বদা প্রিয় ও বিবেক নামে অভিহিত এবং ইহার হস্তে শ্রদ্ধা যষ্টি। সে তৎক্ষণাৎ প্রভুর নিকট চন্দ্রহাসের কথা নিবেদন করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধা যষ্টি হস্তে সমাগত হইয়া অবলোকন করিল, শঙ্করপ্রিয় মদন সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বেদবিদ্বান্ ব্রাহ্মণবর্গ ও বাসুদেবগুণবক্তা সদুক্তিকর্ত্তা কবি-কদম্ব আসীন, সম্মুখে কৃষ্ণবেশে নটসকল কৃষ্ণগীতগানে মগ্নচিত্ত ও বন্দিগণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনে সন্নিবিষ্ট, বামভাগে নানাদেশসমাগত বহুশাস্ত্রবিশারদ দূত ও কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ক্ষত্রিয়মণ্ডলী বিরাজমান এবং দুই পার্শ্বে মনোহর চামর দোদুল্যমান হইতেছে।

দ্বারবান্ করপুটে নমস্কার করিয়া সবিনয়ে কহিল, প্রভো! আমিই কেবল আপনার প্রীতিপাত্র ভৃত্য। আপনার পিতা আমায় প্রীতি করেন না। হিংসাযষ্টিধর ক্রোধনামা অন্যতর কিঙ্করই আপনার পিতৃদেবের প্রিয়। সেই স্বামীভক্ত ক্রোধ না আসিতেই, সভ্যগণ সমভিব্যাহারে আমার নিবেদন গ্রহণে আজ্ঞা হউক। মহাভাগ! স্বকার্য্যনিপুণ যোগিগণ সর্ব্বদা যে মধুসূদনের ধ্যানধারণা করেন, তাঁহার ভক্ত চন্দ্রহাস দ্বারদেশে আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি আপনার পিতার ও তদীয় অনুচর ক্রোধের ভয়ে কোন ব্যক্তি আসিলে, আপনার নিকট সংবাদ দিতে পারি না। তাহা হইলে আপনার পিতরে লোকেরা আমাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিব।

দ্বারবানের এই শাস্ত্রসম্মত মনোরম কথা শুনিয়া, ধীমান্ মদন তৎক্ষণাৎ সভ্যগণ সমভিব্যাহারে সমুত্থিত হইলে,

তাঁহার দুকূলাবরণ স্খলিত ও প্রাকার সমুৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি তদবস্থায় হরিপ্রিয় চন্দ্রহাসকে দর্শন করিয়া নমস্কার ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। এবং বরাসনে সন্নিবিষ্ট ও সভাজিত করিয়া, সাদরে কহিতে লাগিলেন, কুলিন্দ মহাশয় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত কুশলে আছেন? আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণবর্গ বেদপাঠ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ধনাদিবিতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন? প্রজারা ত অযথোচিত ও দুর্ব্বিষহ করভার বহন করিয়া, প্রপীড়িত হয় না? আপনিও ত কুশলে আসিয়াছেন? অয়ি জনপ্রিয়! এক্ষণে নিজের আগমন কারণ বিজ্ঞাপন করিয়া, অনুগ্রহ বিতরণ করুন।

চন্দ্রহাস কহিলেন, ভবাদৃশ সাধুগণের সংসর্গযোগ সংঘটিত হইলে, বিপদ বিদূরিত ও অবিচলিত কৃষ্ণভক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আপনার পিতৃদেবের সন্দেশ আছে, এই পত্র লইয়া, পাঠ করুন। কোন গূঢ় মহৎ কার্য্য আছে, তাহা আমি জানি না। অতএব একান্তে লইয়া গিয়া, পত্র পাঠ করুন।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! তখন মদন পত্রপাঠ করিয়া, দেখিলেন, পিতৃদেব ধৃষ্টবুদ্ধি কুল, শীল, রূপ, গুণ, শৌর্য্য বা পদ কিছুই পর্য্যালোচনা না করিয়া, চন্দ্রহাসকে বিষয়া সম্প্রদানে অনুমতি করিয়াছেন। তিনি পত্রার্থ অবগত হইয়া, সহর্ষে সভাসমক্ষে কহিলেন, এতদিনে পিতৃদেব আমাদের বংশপরম্পরা ও বান্ধববর্গের পবিত্রতা ও সার্থকতা সাধন করিলেন। আমি নিত্য যাহা চিন্তা করিয়া থাকি, অদ্য

তাহাই সংঘটিত হইল। চন্দ্রহাসের ন্যায়, সুপাত্র সংঘটন বহুভাগ্য সাপেক্ষ।

নারদ কহিলেন, এদিকে মহাভগা বিষয়া হর্ম্ম্যের সপ্তম কক্ষে সখীগণের সহিত অবস্থানপূর্ব্বক একদৃষ্টে চন্দ্রহাসকে দেখিতে ও মনে মনে দেবী পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবকে স্মরণ করত কহিতে লাগিলেন, হে জগতের পিতামাতা! তোমাকে নমস্কার। হে দেবি দাক্ষায়ণি! তুমি আমায় স্বামী দান কর। শ্রাবণ মাস উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়াতিথিতে রাত্রিযোগে বিবিধ গন্ধ, ধূপ, পক্কান্ন ও মোদকাদি দ্বারা পূজা করিয়া, তোমার প্রীতির জন্য ব্রত করিব। হে শুভে! তৎকালে তোমার পুষ্পমণ্ডিত বিচিত্র মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক নক্তভোজন দ্বারা তোমারে সন্তুষ্ট করিব। তোমার প্রসাদে ভ্রাতা মদনের মুখ হইতে বেদবৎ সত্যবাক্য বিনির্গত হউক।

তিনি একাগ্রহৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কোন বয়স্যা সম্মুখীন হইয়া কহিল, অয়ি ভামিনি! তোমার মনোরথ সফল হইয়াছে; আর কি চিন্তা করিতেছ? রাজনন্দিনী চম্পকমালিকা পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, অয়ি শুভাননে! কাম রতির সহিত তোমার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া কি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন? তুমি ইঁহাদের পূজার জন্য কোন প্রিয়তম তাপসকে বরণ কর। সখি! ভাগ্যক্রমে সেই তাপস আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাকে প্রাণ সমর্পণ কর।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, অতঃপর ধৃষ্টবুদ্ধিতনয় মদন কি করিলেন; বিষয়া ও চন্দ্রহাসের বিবাহ কিরূপে সম্পন্ন হইল এবং মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দনাবতী হইতে কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মদনকেই বা কি বলিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক।

নারদ কহিলেন, পার্থ! অনন্তর মহামতি মদন ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে আহ্বান ও জ্যোতিঃশাস্ত্র পর্য্যালোচন পূর্ব্বক বিষয়া ও চন্দ্রহাসের লগ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গণকেরা হর্ষিত হইয়া কহিলেন, তাত! অদ্যতন লগ্ন অতি প্রশান্ত ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। শুক্র ও জীব ইহাঁরা উভয়ে অধিপতি এবং তৃতীয় তিথির সমাগমনিবন্ধন অদ্য অতি শুভ দিন। এই দিনে কার্য্য করিলে, উহা সর্ব্বথা সফল হইয়া থাকে।

তাঁহাদের কথা আকর্ণনপূর্ব্বক ধীমান্ মদন হর্ষে নির্ভর হইয়া তৎক্ষণাৎ পতিব্রতা পুরস্ত্রীদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা অদ্য আর্দ্রপল্লবসংযুক্ত সজল কলসসমূহে বিষয়া ও চন্দ্রহাস উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ স্নান ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া, যথাবিধানে আনয়ন কর। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং চন্দ্রহাসের সমীপস্থ হইয়া, মৃদুবাক্যে কহিলেন, অয়ি মতি-

মন্! তোমার মঙ্গল হউক। সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া, পতি-ব্রতা রমণীগণের হস্তস্থিত কলসসলিলে স্নান কর।

নারদ কহিলেন, অনন্তর চন্দ্রহাস সুন্দরবিধানে স্নান করিলে, মদন তাঁহাকে রমণীয় পীঠে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধু-শব্দাদি পুরস্কৃত মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে পাদ-প্রক্ষালন পুরঃসর রমণীয় বেশ পরিধান করাইয়া, গৃহমধ্যে আনয়ন ও বিষয়াকে তাহার বামপার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক চন্দ্র-হাসের পিতৃপিতামহাদির নাম ও গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করি-লেন। চন্দ্রহাস প্রফুল্লবদনে কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব আমার গোত্র এবং তিনিই আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতা-মহ ও তৎপিতা প্রভৃতি। তিনি ভিন্ন আমার অন্য জ্ঞাতি ও বান্ধবাদিও কেহ নাই।

মদন এই কথা শুনিয়া, ভগবান্ জনার্দ্দন এই কন্যাদানে তৃপ্ত হউন, বলিয়া, তৎক্ষণাৎ অনন্যচিত্তে চন্দ্রহাসকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তখন বধূবর উভয়ে কুঙ্কুমচর্চ্চিত কলে-বরে কৃতাঞ্জলিপুটে বেদীতে সমাগত হইয়া, আজ্য-পূর-পরিতর্পিত প্রজ্বলিত পাবক পরিক্রমণ, সপ্তপদাগমন, ব্রাহ্মণ-দিগকে নমস্করণ, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদগ্রহণ এবং পতিব্রতা-রমণীগণের ভালদেশে তিলক ও পাণিতলে বিরচন প্রভৃতি তৎকালসমুচিত কার্য্যসকল বিধান করিলে, মদন অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, যৌতুকস্বরূপ ভূয়িষ্ঠ ধন, রত্ন, মুক্তাফল বস্ত্র, অগুরু, কর্পূর, চন্দন, ঘটদোহিনী ধেনু ও ক্ষীরবর্ষিণী মহিষী সকল ভূরিপ্রমাণ প্রদান করিলেন। অনন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই চন্দ্রহাসকে আর কি প্রদান

করিব? ইহাকে আত্মদান করিতে আমার অভিলাষ হই-তেছে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি সর্ব্বলোক সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, এই চন্দ্রহাস পরম পবিত্র স্বভাব এবং নিরতিশয় ভগবদ্ভক্ত। আমি ইহাঁকে আত্ম পর্য্যন্ত দান করিলাম। ইনিই এক্ষণে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সমস্ত রাজ্য শাসন করিবেন। তাহা হইলে, আমার প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হইবেক।

অনন্তর তিনি পুরোহিত গালবকে বিবিধ বসন ভূষণ সম্প্রদান পূর্ব্বক সবিশেষ পূজা করিয়া, সমবেত যাজক ও দ্বিজাতিদিগকে সবিনয়ে কহিলেন, আপনারা সকলেই পূজ্য-তম। প্রাতঃকালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পদার্পণ করিয়া, আমার গৃহ অলঙ্কৃত করিবেন। আমি আপনাদের কিঙ্কর; যথা-শাস্ত্র সকলের পূজা করিয়া, আত্মাকে কৃতার্থ করিব। এই বলিয়া, তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া, বিষয়ার সহিত চন্দ্রহাসকে ভোজন করাইয়া, পরে স্বজন সহিত স্বয়ং ভোজন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন এবং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া, সহাস্য আস্যে ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা কেহ মণ্ডপ রচনা, কেহ চন্দন সলিল সেচন পূর্ব্বক মন্দির সম্মার্জ্জন এবং কেহ বা দণ্ডমণ্ডিত বিপুল পতাকা সকল সমুচ্ছ্রিত কর।

নারদ কহিলেন, ধনঞ্জয়! ভৃত্যেরা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিল। এদিকে বিনতানন্দন অরুণ সমস্ত দিক্‌বিভাগ সমুদ্ভাসিত ও নির্ম্মল করিয়া, স্বামিসমাগম সূচনা করত সমুদিত হইলেন। তদ্দর্শনে অন্ধকার ভয়ে

পলায়ন করিল। ভগবান্ ভাস্কর প্রসন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক উদয়াচল শেখর অবলম্বন করিলে, সমস্ত সংসার পুলকিত হইয়া উঠিল। কার্য্যের স্রোত বা চেষ্টার প্রবাহ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল। সংসার যেন পুনরায় সজীবতা ধারণ করিল এবং লোকমাত্রেরই চন্দ্রহাস ও সূর্য্য দর্শনে ধ্বান্তধ্বান্ত অপক্রান্ত হইল। ধীমান্ মদন বিষয়া ও চন্দ্রহাস উভয়কে সুরন্ধ্রি বর্গের সহায়তায় সুবিমল সলিলে স্নান, হরিদ্রামিশ্রিত তৈলে উদ্বর্ত্তন এবং মুকুট ও বস্ত্রাদি বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দিলে, তাঁহারা দুইজনে স্ত্রীপুরস্কৃত ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কৃত স্বস্ত্যয়ন হইয়া, বেদিতে গমন ও বরাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নানাস্থান হইতে বেদ শাস্ত্র পারগ দ্বিজাতিগণ, নর অশ্ব ও গজাদির চিকিৎসাবিদ্ ব্যক্তিগণ, নৃত্য গীত ও বাদ্য বিশারদ পুরুষগণ, সূত মাগধ ও বন্দিগণ, বিবিধ বন্ধকুশল মল্লগণ, ব্রহ্মচারি ও যতিগণ এবং অন্যান্য নানাবিধ সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণ তথায় সমাগত হইলে, মদনের আবাসমন্দির জনতাময় ও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক্ কোলাহলে পূর্ণ হইল এবং অনবরত দীয়তাং ভুজ্যতাং ইত্যাদি ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন! ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহ লাভ প্রত্যাশায়, কেহ বা কৌতুক দর্শন বাসনায় আগমন করিয়াছিল; কিন্তু যে, যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল, তাহার তাহাই সম্পন্ন হইল। ধীমান্ মদন সবিশেষ বিনয় ও শিষ্টবাদ সহকারে সম্যক্‌রূপে আপ্যায়িত করিয়া, যথাক্রমে সকলকেই বহু রত্ন ও বস্ত্রাদি দান করিলেন। সুহৃৎ

ও সম্বন্ধিগণও সকলে যথানুরূপ সন্তোষ লাভ করিয়া, তাঁহার সবিশেষ পূজাকরত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তিনি সাধ্য ও ক্ষমতা সত্বে কাহাকেই বঞ্চিত করিলেন না। তৎকালে সমস্ত কৌন্তলকপুর হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে আকীর্ণ ও মহামহোৎসবময় হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয়! বিষ্ণুভক্তির অপার গুণ ও অনন্ত ফল। যে ব্যক্তি নিষ্কপট হইয়া, সর্ব্বদা বাসুদেবের ধ্যান করে, তাহার বিঘ্নগণ বা বিপদসমূহ কি করিতে পারে? দেখ, ইহাকে বিষ দিবে, ইত্যাদি হেতুতেই চন্দ্রহাস মন্ত্রিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিষের পরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়া লাভ হইল। অথবা, বিষ্ণুভক্তের গতিই এই। তাঁহারা বিপদের পরিবর্ত্তে সম্পদ্ লাভ করেন এবং দুঃখের স্থলে সুখে উন্নত হয়েন। মানুষ নিতান্ত পরাধীন; কাল কর্ম্মাদি তাহার প্রভু। সুতরাং তাহার সাধ্য কি, স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া, ইচ্ছানুসারে সুখ ভোগ করে ও বিপদ্ বিঘ্নাদি দূর করিয়া থাকে। অতএব লোকমাত্রেরই বিষ্ণুভক্ত হওয়া বিধেয়। অতঃপর যাহা ঘটিল, শ্রবণ কর।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এদিকে চন্দনাবতীতে ধৃষ্টবুদ্ধি সরলমতি কুলিন্দকে দৃঢ়নিগড়ে বদ্ধ করিয়া, প্রজাদিগকে নানাপ্রকারে দণ্ডিত করিতে লাগিলেন। তিনি অর্থলালসায় তাহাদিগকে কণ্ঠে শিলাবন্ধন পূর্ব্বক কখনও জলে মগ্ন ও কখন বা প্রজ্-

লিত অনল অভিমুখে স্থাপন এবং শস্ত্রদ্বারা পুরবাসিগণের মাংস উৎকর্ত্তন ও নাসারন্ধ্রে স্থধাসলিল প্রবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে প্রজাপীড়ন করিয়া, তিনি কুলিন্দকে কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি কি আমার দারুণ স্বভাব অবগত নহ? সেই জন্য চন্দ্রহাসের আশ্রয়ে ধনাগমপ্রযুক্ত গর্ব্বিত হইয়াছ। তুমি কোন্ সাহসে আমার নিকট প্রেষ্যগণ সহায়ে সেই সকল দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলে। রে পাপ! তোমার সেবকেরাও তোমার ন্যায় মত্ত ও মূঢ়ভাবাপন্ন। সেই জন্য মদ্দত্ত অন্নগ্রহণে তাহাদের রুচি হয় নাই। সম্প্রতি তুমি ধনগর্ব্বিত হইয়া, ব্রত ও দান করিতেছ। আমার যে দ্রব্য নিশ্চল ছিল, তুমি ব্যয় করিয়া তাহা বিনাশ করিয়াছ। শৈশব পর্য্যন্ত কস্মিন্ কালেও আমার এই পুরীতে শিবালয়, কি বিষ্ণুনিলয়, কি অন্য কোন দেবালয়, অথবা বাপী, কূপ, তড়াগ ও পুষ্করিণ্যাদির নামমাত্র ছিল না; কিন্তু অধুনা পুরী তন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আমারই দ্রব্যজাত লইয়া, এই সকল বিধান ও নির্ম্মাণ করিয়াছ। রে পাপ! যে সকল দুরাত্মা শিল্পী আমার সমুদায় দ্রব্যনাশ করিয়াছে, তাহারা এখন কোথায়?

ইত্যাদি নানাপ্রকারে কুলিন্দকে ভৎর্সন ও নিপীড়ন করিয়া, তিনি কৌন্তলক নগরে প্রস্থান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ভাবিলেন, অদ্য তিন দিন হইল, চন্দ্রহাস গমন করিয়াছে। সে নিশ্চয়ই সায়াহ্নে মদনসকাশে সমাগত হইবে এবং মদনও তাহাকে বিষ প্রদান করিবে। আমি যামৈক মধ্যে গমন করিয়া, সর্ব্বথা কৃতকার্য্য পুত্রের সহিত

সাক্ষাৎ করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি শিবিকায় আরোহণ করিলেন। মহাবল তিন শত ধীবর ঐ শিবিকা বহন করিতে লাগিল। ধনঞ্জয়! দুরাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধি গমন সময়ে গ্রন্থিসম্পন্ন সুদীর্ঘ বেণু যষ্টি দ্বারা ধীবরদিগকে অতিমাত্র তাড়না ও প্রহার করিয়া,কহিতে লাগিল,রে জালজীবিগণ! শীঘ্র গমন কর্। তাহারা কহিল, রাজন্! আমরা দ্রুতপদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বর গমন করিতেছি। আপনি অকারণে আমাদিগকে গমন সময়ে দণ্ড দ্বারা প্রহার করিবেন না।

তাহারা এই প্রকার কহিতেছে, এমন সময়ে এক সর্প সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া, সুবিশাল ফণমণ্ডল বিস্তার ও ক্ষিতিপৃষ্ঠে পুচ্ছ সন্নিবিষ্ট করিয়া মনুষ্যবাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমি নিত্য তোমার বস্তু রক্ষা করত তোমার সৌবর্ণ ঘটসমূহে বাস করিতাম; কিন্তু তোমার পুত্র আমার স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমার মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়াই সেই মহাবিষ আশীবিষ পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল। ধৃষ্টবুদ্ধি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর পুনরায় ধীবরদিগকে দণ্ডপ্রহার ও পেষণ করিয়া কহিলেন, আমি নিজপুরে গমন করিয়া, তোমাদের সকলের পা কাটিয়া দিব। এই বলিয়া তাহাদিগকে অতিমাত্র পীড়ন করত, কৌন্তলক পুরে সমাগত হইলেন। যামৈকমধ্যে তথায় গমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে তূর্য্যনিস্বন শ্রবণ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, পুত্র আমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে।

নারদ কহিলেন, অনন্তর নিকটে গিয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, মূঢ়মতি ধৃষ্টবুদ্ধি পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন এবং বস্ত্রাভরণভূষিত বহুসংখ্য সূত, মাগধ ও বন্দিদিগকে অবলোকন করিলেন।

বন্দিরা কহিল, স্বামিন্! আপনার আর শীঘ্র গমন করিবার প্রয়োজন নাই। আপনার মহাভাগ পুত্র সমস্ত কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এবং চন্দ্রহাসের ব্রহ্মার সমান পরমায়ু হউক। আপনার পুত্র মদন অতি দাতা।

ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেন, আঃ পাপাত্মা বন্দিগণ! কে সে চন্দ্রহাস, সম্মুখ হইতে তোরা দূর হ। নতুবা দণ্ডাঘাতে তোদের মস্তক চূর্ণ করিব। ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া, সম্মুখে পুনরায় দর্শন করিলেন, পরমপূজনীয় দ্বিজাতিবর্গ চন্দনচর্চ্চিত কলেবরে বিবিধ ক্ষৌম বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার গৃহ হইতে আগমন করিতেছেন। তাঁহারা ধৃষ্টবুদ্ধিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কোথা হইতে চন্দ্রহাসকে বর পাইলে? তোমার নিরতিশয় ভাগ্যোদয় লক্ষিত হইতেছে। সেইজন্যই তুমি ঈদৃশী কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিলে। দুরাত্মা মন্ত্রী তাঁহাদের কথা শুনিয়া, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দণ্ড উদ্যত করিয়া, সরোষে কহিলেন, তোমরা সম্মুখ দিয়া কোথায় যাইবে? তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণেরা ভীত হইয়া, বস্ত্র, হিরণ্য ও রজতাদি ফেলিয়া দিয়া, পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পদ স্খলিত, কেশপাশ আলুলায়িত, উত্তরীয় বিক্ষিপ্ত, যজ্ঞোপবীত ভ্রষ্ট, ঘন ঘন

নিশ্বাস বহির্গত, শরীর কম্পিত ও মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। অনন্তর গায়কেরা চন্দ্রহাস রাজা হউন, এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলে, তিনি দণ্ডাঘাতে তাহাদের করতাল, বীণা, মৃদঙ্গ ও ঢক্কাদি সমুদায় বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি অভ্যন্তরীণ দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চম্পকাঙ্গী রমণীরা দীপ ধারণপূর্ব্বক কুঙ্কুমচর্চ্চিত কলেবরে বরবধূকে নীরাজন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিজন্য এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে? মদীয় পুত্র মদন কি কিছু লাভ করিয়াছে? তাহারা উত্তর করিল, আপনার পুত্র অদ্য চন্দ্রহাসকে কোথা হইতে পাইয়াছেন, তাহাতেই এই উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুরাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেন, মদন চন্দ্রহাসকে কি কিছু ধন দিয়াছেন? তাহারা কহিল, এ কথা বলিবেন না, মদন চন্দ্রহাসকে সাক্ষাৎ বিষয়া সম্প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের বাক্যশল্যে সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত ও বিদীর্ণপ্রায় হইলে ধৃষ্টবুদ্ধি রোষারুণলোচনে কহিলেন, রে বারযোষাগণ! আমার সম্মুখে তোদের লজ্জা হইতেছে না? দূর হ, দূর হ।

অনন্তর তিনি সপ্তম দ্বারে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য দ্বারপাল বিবেক শ্রদ্ধাযষ্টি হস্তে তাঁহার দর্শনমাত্র তথা হইতে অপসৃত হইল। ক্রোধ সমাগত হইলে, বিবেকের আর বার্ত্তা কি? তৎপরে ধৃষ্টবুদ্ধি অবলোকন করিলেন, কন্যা বিষয়া চন্দ্রহাসের অঙ্কতলে বদ্ধাঞ্জলা হইয়া, পুষ্পমুকুট

ধারণপূর্ব্বক বেদীমধ্যে আসীন রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত ক্ষিপ্ত, বদন অতিমাত্র বিষণ্ণ ও হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, মদন কি করিয়াছে! সে হয় ত আমার পত্র দেখে নাই, অথবা, মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে, চন্দ্রহাস শ্বশুরকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ পত্নীর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া, প্রণাম করিলেন। কিন্তু ধৃষ্টবুদ্ধি বাক্য দ্বারাও তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। অনন্তর মদন সমাগত হইয়া, ভক্তিভরে পদবন্দনা করিলে, তিনি নিতান্ত খিন্ন হইয়া কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তুমি কি করিয়াছ? আমার মন এই ব্যাপারে কিছুতেই পরিতোষ লাভ করিতেছে না।

মদন কহিলেন, তাত! আমি আপনকার পত্র দেখিয়াই তাই চন্দ্রহাসকে স্বীয় ভগ্নী সম্প্রদান ও কোটি কোটি মহিষ, ধেনু, বস্ত্র ও হিরণ্য দান করিয়াছি। কিজন্য আপনি আমাকে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইতেছেন? আমি এই বিবাহোপলক্ষে ধনাগার শূন্য করিয়াছি; এবং নানাদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও যাচকদিগের সকলকেই রাশি রাশি দ্রব্য প্রদান করিয়াছি।

ধৃষ্টবুদ্ধি এই কথা শুনিয়া, স্বীয় কপাল ধূনিত ও হস্তে হস্ত পেষিত করিয়া, কহিলেন, আঃ আপাত্মা! তুমি ঘোর বনে গমন ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়া, ভিক্ষা করিয়া বেড়াও।

মদন কহিলেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। রাম পিতৃবাক্যে বনে গিয়াছিলেন; আমিও তেমনি আপ-

নার বাক্যে বনে গমন করিব। কিন্তু উপস্থিত বিধানে কি ন্যূনতা হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। দেশপাল কুলিন্দ ও তদীয় পত্নীকে আহ্বান করা হয় নাই। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে আমি কোন্ দিকে কি করিব! আপনি পত্রপাঠমাত্র তদীয় পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে লিখিয়াছেন। যাহা হউক, অধুনা কি আমি একাকী গমন করিয়া কুলিন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিব ও সবিশেষ অভ্যর্থনা করিব? ফলতঃ, বিষয়ার এই বিবাহে আর কোন অংশেই আমি কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। বলিতে কি, আমি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক এই বিষ্ণুভক্ত পূজনীয় বরকে সমস্ত হস্তী ও অশ্ব দান করিয়াছি।

ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেন, মূর্খ! সম্মুখ হইতে দূর হও। আমি পত্র দিয়াছি, তাহা আনিয়া দেখাও এবং নিজেও দর্শন কর, তাহাতে কি লেখা আছে। তখন মদন পত্র আনিয়া দেখাইলে, ধৃষ্টবুদ্ধি দর্শন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরে সমস্তই বিধিলিপি ভাবিয়া, ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ থাকিয়া, পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তাত! তুমি পত্রে যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। আমি কিন্তু অন্য অভিপ্রায়ে গোপনে পত্র লিখিয়া, এই চন্দ্রহাসকে পাঠাইয়াছিলাম। দৈববশতই বিষয়ার বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে। এবিষয়ে তুমি, বা আমি, কিংবা অন্য কেহ কর্ত্তা নহে। দুরাত্মা মন্ত্রী এই বলিয়া, পুত্রকে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিয়া, সগর্ব্বে চন্দ্রহাসকে পরিপূজা করত; চতুর্থ দিবসে স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধান করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অনন্তর ধৃষ্টবুদ্ধি চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইল। মদন আমার প্রবল বৈরীকে বিষয়া সম্প্রদান করিল। অতঃপর আমার কি করা কর্ত্তব্য, বান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু পুত্র আমার বশীভূত নহে। ইহার স্বভাবও অতি বিশুদ্ধ। পুত্র কন্যা উভয়ে মিলিয়া, আমার বংশনাশ করিল। বিশেষতঃ চন্দ্রহাসই আমার কুলনষ্ট করিবে; অতএব বিষয়া বিধবা হউক, আমি মুনিগণের বাক্য মিথ্যা করিব। এইপ্রকার চিন্তানন্তর পাপাত্মা মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি চণ্ডালদিগকে আহ্বান ও একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক ধীরে ধীরে আদেশ করিল, এই নগরের বহির্ভাগে রমণীয় উপবনমধ্যে যে দেবী চণ্ডিকা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তোমরা করবাল করে তদীয় ভবনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দুই কোণে স্থিরচিত্তে অবস্থিতি কর। যে কেহ সন্ধ্যাসময়ে তথায় গমন করিবে, তাহাকেই সংহার করিবে, এ বিষয়ে কোন বিচার করিও না। পূর্ব্বে যেমন আমায় বঞ্চনা করিয়াছিলে, এবারে যেন সেরূপ না হয়। আমি পুত্রের দিব্য করিয়া বলিতেছি; তোমাদিগকে বিশিষ্টরূপ পুরস্কার করিব। চণ্ডালেরা তাঁহারা কথা শুনিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রচ্ছন্নবেশে তৃতীয় প্রহর সমাগমে চণ্ডিকাভবনে গমন করিল।

এদিকে ধৃষ্টবুদ্ধি সবিনয় বাক্যে চন্দ্রহাসকে কহিলেন বৎস! তুমি বড় জ্ঞানবান্, আমার হিতবাক্য শ্রবণ কর। বিবাহান্তে আমাদের কুলদেব চণ্ডীকার পূজা করা বিধি আছে। তুমি কৃতোদ্বাহ হইয়াছ, অদ্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আইস। সত্বর সায়ংসন্ধ্যা বিধান করিয়া, চন্দন ও পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক মাতা চণ্ডিকাকে নমস্কার ও পূজা করিবার জন্য একাকী প্রস্থান কর। পুরীর বহির্ভাগে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দুরাত্মা এইপ্রকার আদেশ করিয়া, বিনিবৃত্ত হইলে, সরলমতি চন্দ্রহাস যে আজ্ঞা বলিয়া তাহাতে সম্মতি দান করিলেন।

নারদ কহিলেন, পার্থ! এই সময়ে পরম বুদ্ধিশক্তি, বিশিষ্ট মহারাজ কৌন্তলপতি পুরোহিত গালবকে আহ্বান করিয়া সবিনয়ে আপনারা দেহচেষ্টা নিবেদনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আর রাজ্য করিয়া আমার সুখ হইতেছে না। কেন না নিজের মস্তকচ্ছায়া দেখিতে পাইতেছি না। নিঃসন্দেহই আমার উৎক্রান্তি সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি অরিষ্টাধ্যায় পাঠ করুন, উহা শুনিলে, আমার নির্বৃত্তি লাভ হইবে।

গালব কহিলেন, মহারাজ! মহাভাগ দত্তাত্রেয় মহাত্মা অলর্ককে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত অরিষ্ট আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। যোগবিৎ ব্যক্তি অরিষ্ট সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মৃত্যু অবগত হয় না। যে ব্যক্তি দেবমার্গ, ধ্রুব, শুক্র, সোম, ছায়া ও অরুন্ধতীনক্ষত্র দেখিতে না পায়, তাহার সংবৎসর পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে মলিন দর্শন করে, সে একাদশমাস মাত্র প্রাণ ধারণ করে। স্বপ্নযোগে মূত্র, পুরীষ, সুবর্ণ ও রজতাদি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে, দশমাসিক জীবিত ভোগ হইয়া থাকে। সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষ দর্শনে নয়মাসমাত্র বাঁচিতে, পারা যায়। স্থূলব্যক্তি সহসা কৃশ, কিংবা কৃশ সহসা স্থূল হইলে, প্রকৃতিবৈষম্যবশতঃ অষ্টমাসিক বিবিধ সুখ ভোগ করে। কপোত, গৃধ্র, কাকোল, বায়স বা ক্রব্যাদ পক্ষী মস্তকে লীন হইলে, ছয় মাস বাঁচিয়া থাকে। আপনার ছায়া অন্যরূপ দেখিলে, চারি মাস পরেই মৃত্যু হয়। বিনা মেঘে দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ দর্শন করিলে, দুই তিন মাস বাঁচিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ঘৃতে, তৈলে, অথবা জলে আপনার দেহ মগ্ন দেখে, সে মাসার্দ্ধেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যাহার গাত্রে শবগন্ধ বিনিঃসৃত হয়, তাহারও এক পক্ষ মধ্যেই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। স্নাতমাত্রেই যাহার হৃৎপদ্ম শুষ্ক ও জলপানসময়ে কেশ সঙ্কুচিত হয়, সে দশদিন মাত্র বাঁচে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ঋক্ষ বা বানরযুগ্মে আরোহণ করিয়া গান করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে, মৃত্যু তাহার কালপ্রার্থনা করে না। রক্তকৃষ্ণ বস্ত্রধারিণী রমণী যাহাকে স্বপ্নে হাস্য ও গান করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায়, তাহার অবশ্য মৃত্যু সংঘটিত হয়; অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নে লগ্ন ক্ষপণকে হাস্য করিতে দেখে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। কিংবা স্বপ্নে আপনার মস্তকপর্য্যন্ত পঙ্ক-সাগরে মগ্ন দেখিলে সদ্য মৃত্যু হইয়া থাকে। অথবা স্বপ্নে করাল, বিকট, উদ্যতায়ুধ, কৃষ্ণবর্ণবপু পুরুষগণকর্ত্তৃক পাষাণ

দ্বারা তাড়িত হইলে, সেই দিনই মৃত্যু সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি পরের নেত্রস্থ নিজমূর্ত্তি দেখিতে না পায়, সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। কর্ণদ্বয় পিহিত করিয়া, নিজের শব্দ শুনিতে না পাইলে, তাদৃশ স্বভাববৈপরীত্যপ্রযুক্ত সে প্রাণ-বিযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি দেব, দ্বিজ ও গুরুপূজাপরিহারপূর্ব্বক তাহাদের নিন্দা করে, সাধুগণের বিদ্রোহ আচরণ করে, অকারণ বৈরী হইয়া লোকের অনিষ্ট করে, পিতামাতার অসৎকার করে এবং জ্ঞানবিৎ, যোগবিৎ ও অন্যান্য মহাত্মা-গণের অবমাননা করে, তাহার কালপূর্ণ ও মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। যোগিপুরুষ সতত যত্নসহকারে অরিষ্ট অপনীত করিয়া থাকেন। আসনে উপবেশন করিয়া, সবিশেষ পর্য্য-বেক্ষনপূর্ব্বক পরম পদ ধ্যান করিবে। যদ্দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাদৃশ সারভূত জ্ঞানচর্চ্চা করিবে। ইহার বিপরীত অনু-ষ্ঠানে যোগবিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৃষ্ণাকুল হইয়া, যাহা তাহা জানিতে ইচ্ছা করে, সে কল্প সহস্র-পর-মায়ু হইলেও, প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। সঙ্গত্যাগ, আহারত্যাগ, ক্রোধ জয় ও ইন্দ্রিয় জয় এবং বিষয় সকল পরিহার করিয়া মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করিবে। জলে জল বিক্ষিপ্তমাত্র যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত এক হইয়া হইয়া যায়, সেইরূপ যোগনিরত হইলে, আত্মা আত্মায় মিলিত হইয়া থাকে।

নারদ কহিলেন, মুনিশার্দ্দূল গালবের প্রমুখাৎ যোগ-সার শ্রবণ করিয়া, রাজা সর্পের জীর্ণ ত্বকের ন্যায়, রাজ্যত্যাগে কৃতচিত্ত হইলেন এবং তথায় উপবিষ্ট মদনকে আহ্বান

করিয়া, তাঁহার কর্ণে কর্ণে কহিলেন, সত্বর তোমাদের জামাতা চন্দ্রহাসকে এখানে আনয়ন কর, আমি আত্মহিত বিধান করিব। মদন যে আজ্ঞা বলিয়া, জামাতার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর জবাকুসুম কান্তি ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলশিখর অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, চন্দ্রহাস সন্ধ্যাবিধি সমাধান পূর্ব্বক শুচি হইয়া, একাকী সেই পথেই আগমন করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে মুকুট, কলেবর হরিদ্রাকুঙ্কুমে রঞ্জিত, হস্তে পুষ্প, কর্পূর, কস্তূরী, চন্দন ও বস্ত্র এবং অন্যান্য পূজোপকরণ সমস্ত। তদ্দর্শনে মদন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, চন্দ্রহাস! তুমি দ্রুতপদে কোথা গমন করিতেছ বল। চন্দ্রহাস কহিলেন, তোমার পিতা আমায় বহিঃস্থিতা দেবী চণ্ডীকার নমস্কার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মদন তাঁহাকে বারণ করিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে পুষ্পচন্দনাদি প্রদান করিয়া, সত্বর রাজভবনে গমন কর। এই বলিয়া চন্দ্রহাসের হস্ত হইতে মালাদি পাত্র আক্ষিপ্ত করিয়া, একাকী চণ্ডিকাভবনে গমন করিতে লাগিলেন। পার্থ! পাছে ব্রতভঙ্গ হয়, এই জন্য তিনি ছত্রচামর পরিহার ও সেবকদিগকে সঙ্গে যাইতে প্রতিষেধ এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। চন্দ্রহাস সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সেই ভৃত্যগণে পরিবৃত ও ছত্রচামরে অলঙ্কৃত হইয়া, দ্রুতপদে রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা তাঁহাকে দেখিয়া, গালবকে কহিলেন, বিভো! এই চন্দ্রহাস অতিমাত্র বিষ্ণুভক্ত, সুতরাং দানের প্রকৃত পাত্র। ইহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া, পরিচ্ছদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিব। মুনিবর গালব তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন রাজা চন্দ্রহাসকে আপনার আত্মজা চম্পক-মালিনীর সহিত সমুদায় রাজ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর বসন বিসর্জ্জন ও সর্ব্বসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক নগ্ন ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, বিমুক্তির জন্য অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় নির্ব্বাণপদ ও অতুল্য যোগসমৃদ্ধি লাভ করিলেন। তৎ-কালে তিনি এই গাথা গান করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট, আমি প্রথমে অসার রাজ্যচর্চ্চায় বৃথা কাল নষ্ট করি-য়াছি। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, যোগ অপেক্ষা আর কিছুই সুখ বা সুখজনক নাই। মনুষ্য ইহা না জানিয়াই বিবিধ গুণময় পাশে বদ্ধ ও বধ্যমান হইয়া, অনর্থক ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য কোনকালেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া, বারংবার সংসাররূপ অন্ধকূপে পরিভ্রমণ করিয়া, আপনার ক্লেশ পরম্পরা সম্ভোগ করে। ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্টকর আছে যে, অন্যান্যেরাও এই দৃষ্টান্তে সাবধান হয় না। প্রত্যুত, পরম সুখবোধে ইহার অনুসরণ করিয়া থাকে।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! রাজা এইরূপে সংসারপার গমন করিয়া, মুক্ত হইলে, মহামতি চন্দ্রহাসকে যথাবিধানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চন্দ্রহাস সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক গান্ধর্ব্ববিধানে চম্পকমালিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

এদিকে সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে ধীমান্ মদন পুষ্পাদি পূজোপকরণ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে সম্মুখে অবলোকন করিলেন, দুই বিড়াল আতুর হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। সহসা তাঁহার হস্ত হইতে চন্দন ও পুষ্পপাত্র স্খলিত হইয়া, ভূমে পতিত হইল। মুখ ও নেত্র হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর শব্দে সহসা তদীয় মস্তকে উলূক উপবেশন করিল। তিনি এ সকল গণনা না করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আমাদের জামাতা চন্দ্রহাস পরম বুদ্ধিমান্, ধীর ও বিষ্ণুভক্ত। অধুনা, তাঁহার ত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি চণ্ডিকালয় প্রাপ্ত হইলেন এবং হস্ত দ্বারা, কবাটযুগ্ম প্রহরণপূর্ব্বক অবাঙ্মুখে ধীরে ধীরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডালেরা শব্দ শুনিয়া, হর্ষাবিষ্ট হইয়া, যত্নপূর্ব্বক শস্ত্র সকল গ্রহণ করিল এবং ধীমান্ মদন প্রবেশ করিবামাত্র নিশিত খড়্গ, সুশাণিত শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশু ও করবাল দ্বারা, তাঁহারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি কহিলেন, হে চণ্ডিকে! আমি মহিষ নহি, শুম্ভ বা নিশুম্ভ নহি, অথবা আমি রক্তবীজ নহি। অতএব, জননি! তুমি কি জন্য আমাকে শূলাঘাতে সংহার করিতেছ? মাতঃ! মহিষের ন্যায় মদীয় কণ্ঠে পদপ্রদান কর; আমার মুক্তিলাভ হইবে। আমাকে বঞ্চনা করিও না। মাতঃ! আমি প্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছি না। এ বিষয়ে তুমিই আমার সাক্ষী। অদ্য আমি চন্দ্রহাসের জন্য শির প্রদান করিয়া, অঋণী হইব। এই বলিয়া, মন্ত্রীপুত্র মদন কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করত

প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। চণ্ডালেরা তাঁহার কথা শুনিয়া, হায়! আমরা স্বামিপুত্রকে সংহার করিলাম ভাবিয়া, ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এদিকে চন্দ্রহাস রাজ্যলাভ করিয়া, রাজনন্দিনী চম্পকমালিনীর সহিত গজবরে আরোহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টবুদ্ধিকে নমস্কার করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। মদনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যও তিনি ত্বরাপর হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন। সেবকেরা ধৃষ্টবুদ্ধিকে তদীয় সমাগম-সন্দেশ নিবেদন করিয়া, মনোহর বাক্যে কহিল, বিভো! আপনার ও কৌন্তলপতির জামাতা রাজা চন্দ্রহাস আগমন করিয়াছেন, দর্শনদানে অনুমতি হউক।

তাহাদের কথা শুনিয়া,মন্ত্রী জাতক্রোধ হইয়া, কহিলেন, আমি তোমাদের রসনা ছেদন ও শূলে আরোপণ করিব। কৌন্তলপতি ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কোন্ ব্যক্তি রাজা হইবে। সেবকেরা নিবেদন করিল, আপনি সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করুন।

ঐ সময়ে চন্দ্রহাস নবপরিগৃহীতা রাজদুহিতার সহিত সহসা পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে, মন্ত্রী নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনার পুত্র মদন আসিয়াছেন অনুমান করিয়া, কহিলেন, বৎস! এ কি? এই প্রকার

বলিতে বলিতে, চন্দ্রহাস তাঁহার সম্মুখে যাইয়া, গজ হইতে অবরোহণ করিয়া, তাঁহার পাদযুগল বন্দনা করিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া, কহিলেন, তুমি চণ্ডীর পূজা করিতে যাও নাই? নিশ্চয়ই আমাদের বংশনাশ হইল। চন্দ্রহাস কহিলেন, আমি গমন করিতেছি, এমন সময়ে মদন পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ ও প্রতিষেধ করিয়া, আমাকে রাজার আদেশ পালন করিতে কহিয়া, স্বয়ং দেবীগৃহে গমন করিলেন।

এই মর্ম্মভেদী কঠোর কথা কর্ণগোচর করিয়া, মন্ত্রী ঊর্দ্ধবাহু ও মুক্তকেশ হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি পরের জন্য গর্ত্ত খনন করে, সে নিজেই তাহাতে পতিত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠান করিবে। এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে, উত্থিত ও পতিত হইতে হইতে, তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দেবীর মন্দিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বহির্দ্দেশস্থ শ্মশানস্থলীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চিতাসকল প্রজ্বলিত ও ভস্মরাশি বায়ুভরে উড্ডীন হইতেছে। তাঁহাকে মত্তবেশে মুক্তকেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন করিতে দেখিয়া, ভূত, বেতাল ও পিশাচেরাও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি দেবীর মন্দিরে সমাগত হইয়া দেখিলেন, তদীয় পুত্র মদন শূল-খড়্গ-বিদারিত কলেবরে পশুবৎ দেবীর সম্মুখে পতিত রহিয়াছেন। বোধ হইল যেন, আকাশ হইতে কোন নক্ষত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে, কিংবা কোন যোগসিদ্ধ য়োগী ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, অথবা যেন প্রজ্বলিত শান্তিময় বহ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে।

সাক্ষাৎ. বংশমূল ও মনোরথ এই রূপে ছিন্ন হইতে দেখিয়া, মন্ত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তখন তিনি পুত্রকে প্রসারিত ভুজযুগলে আলিঙ্গন ও উত্থাপন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস! উত্থান কর, উত্থান কর এবং বিষয়াকে চন্দ্রহাস হস্তে সম্প্রদান কর; আমি কিছুই বলিব না। বৎস! আমি পিতার ন্যায় তোমাকে শাসন করিয়াছিলাম মাত্র; নতুবা কঠিন বাক্যে তোমাকে পীড়িত বা কোপিত করি নাই। হায়, আমি যে বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলাম, তাহার ফল ফলিল! বৈষ্ণবদ্রোহীর হৃদয় নিশ্চয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে। সেইজন্য অদ্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল! আহা, পুত্র আমার অতিমাত্র বিষ্ণুভক্ত ও শান্তস্বভাব! এই প্রকার বিলাপ করিয়া তিনি শোকে ও দুঃখে মোহিত হইয়া, রত্নভূষিত স্তম্ভে স্বীয় মস্তক অতিমাত্র আস্ফালিত করিলেন; তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল।

অনন্তর প্রভাত সময়ে দেবীর পুরোহিত পুষ্প ও সলিলহস্তে তাঁহার স্নান ও পূজার জন্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মন্ত্রী পুত্রের সহিত নির্ব্বাণ দীপের দশা প্রাপ্ত ও ভূমিতলে পতিত রহিয়াছেন। কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছে ভাবিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপার চন্দ্রহাসের গোচর করিলেন। চন্দ্রহাস শ্রবণমাত্র অতিমাত্র শোকার্ত্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মাতঃ চণ্ডিকে! যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন,

তাহা হইলে আমাকেই গ্রহণ করুন। ইহাঁদিগকে অকারণ হত্যা করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি স্নাত ও শুচি হইয়া, স্বস্তিবাচনসম্পাদনান্তর চতুরস্র কুণ্ড খনন ও তাহাতে বলি-দীপপুরঃসর হুতাশন স্থাপন করিয়া, আজ্য, তিল ও সিতা সহিত পায়সে আহুতি দিতে লাগিলেন। পরে স্বদেহমাংস সমুদ্ধরণপূর্ব্বক সূক্তজপসমাধানান্তে হুতাশনে আহুতি দান করিলেন। অনন্তর পাদ ও শিরোধরাদি সর্ব্বাঙ্গ আহুতি দিয়া শিরোদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, দেবি! তোমাকে চরাচর-গুরু বিষ্ণুর চিৎশক্তি বলিয়া থাকে। তুমি সকল কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ সাক্ষিণী। আমি এই খড়্গ দ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদন করিতেছি। ভগবান্ মধুসূদন ইহাতে প্রীত হউন।

এই বলিয়া কণ্ঠে খড়্গনিধান করিবামাত্র, দেবী সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া,কহিলেন,তুমি আত্মহত্যা করিও না। ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ইহারা পিতাপুত্রে সেই কর্ম্মবশেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে। যাহাহউক,আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর। চন্দ্রহাস কহিলেন, দেবি! আপনার বরে আমার শাশ্বতী হরিভক্তি সমুদ্ভূত ও ইহাঁরা পিতাপুত্রে পুনর্জ্জীবিত হউন। দেবী কহিলেন,ভগবান্ বাসুদেবে তোমার অচলা ও সাত্ত্বিকী ভক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। এতদ্ভিন্ন তোমার শূল ও হরিপ্রিয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। বৎস! তোমার চরিত্র শিশুকাল হইতেই পরম পবিত্র। কলিযুগে নরনারীমাত্রেই আদর পূর্ব্বক সতত উহা শ্রবণ করিবে এবং শ্রবণমাত্র তাহাদের

হরিভক্তি লাভ হইবে। বৎস! তুমি পরম জ্ঞানী; সত্বর আমার সম্মুখে আইস এবং নয়নযুগল পিহিত করিয়া, ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাক।

নারদ কহিলেন, এই বলিয়া, দেবী বৈষ্ণবী শক্তি খড়্গ, চর্ম্ম, গদা ও অন্যান্য আয়ুধসমূহে পরিবারিত ও উত্থিত হইয়া, চন্দ্রহাসের মস্তকে জ্ঞানময় হস্ত ন্যস্ত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদনকে আপনার সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের রূপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তাঁহারা যেন সুপ্তোত্থিত হইলেন; কিন্তু তিনি দেবীকে আর দেখিতে পাইলেন না। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর চন্দ্রহাস পিতাপুত্রকে নমস্কার, আলিঙ্গন ও পূজা করিয়া, কহিলেন, সমস্তই ভগবানের মায়া, সেই মায়াবশেই কাহারও জীবন ও কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে; এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহারই উপাসনা করিব।

নারদ কহিলেন, এইরূপে পরমবৈষ্ণব কুলিন্দনন্দন সর্ব্ববিপদ্ বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বসম্পদ্সমন্বিত হইয়া, রমণীয় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, পুত্রের এই দৈবলব্ধ রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটনা কুলিন্দের শ্রুতিবিষয়ে উপস্থিত হইল কি না, বলিতে আজ্ঞা হউক।

নারদ কহিলেন, চন্দ্রহাস প্রস্থান করিলে, কুলিন্দ ধৃষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক সেইরূপে নিপীড়িত হইয়া, মনে মনে পুত্রের কল্যাণ কামনা করত কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! তুমিই আমায় চন্দ্রহাসকে পুত্ররূপে দান করিয়াছ; সেও তোমারই

একমাত্র আশ্রিত ও ভক্ত। অতএব তুমিই তাহাকে রক্ষা কর। এই বলিয়া নির্ব্বিঘ্ন হৃদয়ে সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া, পত্নীর সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি লোকমুখে এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহার পুত্রকে বিনাশ ও সমস্ত বিত্ত হরণ করিয়াছি। তাহাতেই ইহার মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে দৈবকর্ত্তৃক নিপাতিত বৃদ্ধ কুলিন্দকে হত্যা করিয়া আর কি হইবে। এই ভাবিয়া তিনি স্বয়ং যাইয়া, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, কুলিন্দ! বিষাদ পরিহার কর। আমি পুনরায় তোমাকে ধন ও দেশ প্রদান করিব। চন্দ্রহাসও সত্বর প্রত্যাগমন করিবে। এইরূপে নানাপ্রকারে তাঁহারে আশ্বস্ত করিয়া মন্ত্রী নিজমন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এদিকে, চন্দ্রহাসও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পিতামাতাকে আনয়ন করাইলেন। অর্জ্জুন! তিনি তিন শত বৎসর রাজ্য করিলেন। বিষয়ার গর্ভে তাঁহার মকরধ্বজ ও চম্পকমালিনীর গর্ভে শূর নামে পদ্মপলাশলোচন পুত্র সমুৎপন্ন হইল। এইরূপে তিনি শিশুকালে শালগ্রামশিলার সংসর্গপ্রযুক্ত ভবার্ণবে উত্তীর্ণ হইলেন। অতএব নিত্য শালগ্রাম শিলার পূজা করিবে। নারায়ণ সাক্ষাৎ শালগ্রাম শিলারূপে বিরাজমান। তাঁহার দুই রূপ, বর ও অবর। তন্মধ্যে সন্ন্যাসীকে তাঁহার বর রূপ ও চক্রকে অবর রূপ কহিয়া থাকে। সংসারসঙ্গরূপ দুষ্পার পারাবার পারের অভিলাষ থাকিলে, শালগ্রাম শিলা ভক্তিসহ নিত্য উপাসনা

করিবে। যে ব্যক্তি এই শৈলনায়ককে স্কন্ধে করিয়া, পথে বহন করে, তাহার ত্রিলোক জয় হইয়া থাকে। বৈষ্ণবকে এই শিলাচক্র প্রদান করিলে অক্ষয় ফল লাভ করিতে পারা যায়। শৈলনায়কের পূজা, অর্চ্চনা, ধ্যান ও স্তব করিলে, পাপাত্মারও মুক্তিলাভ হয়। নৈমিষ অপেক্ষা, প্রয়াগ অপেক্ষা ও গঙ্গাসাগর অপেক্ষাও শালগ্রাম শিলোদকে দশগুণ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে, কোটিজন্মসমুদ্ভূত মহাপাতক সমস্তও দূরীকৃত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা কহিয়াছেন, এই শিলাত্যক্ত, নির্ম্মাল্য মস্তকে বহন করিলে, বহনকর্ত্তাকে সাক্ষাৎ হরির ন্যায় সম্মান করিবে। এই শিলাদত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে, পাতক সকল দগ্ধ হইয়া যায়। ইহার সান্নিধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে, গয়াশ্রাদ্ধের ফললাভ হয় এবং পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকর্ত্তার পিতৃলোক পবিত্র ও মুক্ত হইয়া থাকে। যে গৃহে শালগ্রাম শিলার অধিষ্ঠান, সে গৃহে সমস্ত তীর্থ, সমুদায় দেবতা ও সমস্ত যজ্ঞ বিরাজমান। ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য এই শিলার অর্চ্চনা করিলে, সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা করা হয়। অন্তকালে এই শিলোদক পান করিলে, পাপাত্মারও পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নারায়ণের সমান বন্ধু নাই, দ্বাদশীর সমান তিথি নাই, বিষ্ণুপাদোদকের সমান তীর্থ নাই, তুলসীর সমান বৃক্ষ নাই। ইহার দর্শনমাত্রেই পাপ বিনষ্ট হয়। তুলসী পত্র দ্বারা নিত্য বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ, শালগ্রাম শিলার মহিমাবর্ণন করা দুঃসাধ্য। আমি এক্ষণে স্বর্গগমন করিব। এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ

সুরপুরে প্রস্থান করিলে, ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সাধুসঙ্গব্যতিরেকে সুখলাভের সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করত তিনি নরপতিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, চন্দ্রহাসের পুরে প্রস্থান করিলেন।

জৈমিনি কহিলেন, ভক্তিপূর্ব্বক এই ইতিহাস পাঠ ও শ্রবণ করিলে, পরিণামে বিষ্ণুলোক লাভ হইয়া থাকে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! চন্দ্রহাস ঐ দুই অশ্ব ধারণ করিয়াছিলেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।

জৈমিনি কহিলেন, চন্দ্রহাসের দুই পুত্র প্রাতঃকালে অশ্বদ্বয়কে আপনাদের পুরে চরিতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ধৃত ও পিতার নিকট নীত করিলেন। ঐ দুই অশ্ব অর্জ্জুনের অধিকৃত অবগত হইয়া, কৃষ্ণসমাগমসম্ভাবনায় তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, আমি আশৈশব যাঁহার চিন্তা করিতেছি, সেই বাসুদেব নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের সহিত আসিবেন। অনন্তর তিনি বিষয়ার তনয়কে কহিলেন, বৎস! সাক্ষাৎ ধর্ম্মের এই অশ্বদ্বয় তুমি সাবধানে মাসার্দ্ধ রক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিও। একমাত্র সুকৃতই আমাদের প্রার্থনীয়; অশ্বে প্রয়োজন কি? বাসুদেবের দর্শন হইলেই সুকৃত লাভ হইবে। আমি হরির সন্তোষ সাধন জন্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।

জৈমিনি কহিলেন, তখন বিষয়ার পুত্র অশ্ব রক্ষার্থ গমন

করিলে, চন্দ্রহাস স্বয়ং যুদ্ধার্থ সসৈন্যে নগরের বাহিরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ঐ অবসরে স্বসারথি বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন তথায় উপনীত হইয়া, জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, পরম গৌরবান্বিত বিষ্ণুভক্ত চন্দ্রহাসকে দর্শন করিলেন এবং কহিলেন, অদ্য ইহাঁকে দর্শন করিয়া, আমার জন্ম ও কুল সফল হইল। তখন বাসুদেব শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও আয়ুধ প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত হইয়া, চতুর্ভুজ বিগ্রহে রথোপস্থে দণ্ডায়মান হইলেন। চন্দ্রহাস প্রেমময়কে তাদৃশ বেশে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ ও দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। বাসুদেব তাঁহাকে বাহু চতুষ্টয়ে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি উঠিয়া, বৃদ্ধ, সদ্ধর্ম্মসেবক, মহাবাহু, ধ্রুবসন্নিভ, মদ্ভক্ত চন্দ্রহাসকে আলিঙ্গন কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে আমাকে নিজধর্ম্ম পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছ। এক্ষণে কিরূপে তাহার বিপরীত বলিতেছ? আমি যুদ্ধ না করিয়া, কিরূপে রণমধ্যে বৃদ্ধ বলিয়া ইহাঁরে আলিঙ্গন ও প্রণাম করিব?

কৃষ্ণ কহিলেন, আমার ভক্তকে বিশেষরূপে নমস্কার ও আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য। শত শত কপিলা দান করিলে, যে ফল, আমার ভক্তকে আলিঙ্গন করিলে, সেই ফল হইয়া থাকে। আমার ভক্তের প্রতি যে প্রীতি, তাহাই নিজ ধর্ম্ম, অতএব ইহাকে আলিঙ্গন কর এবং আমাকে ইহাঁর শরীরে অধিষ্ঠিত জান।

জৈমিনি কহিলেন, তখন অর্জ্জুন সন্তুষ্ট হইয়া, আলিঙ্গন করিলে, চন্দ্রহাসও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বাসুদেবই

আমাদের আশ্রয়। অতএব সর্ব্বথা ইহাঁরই ভজনা করিব। আর আমি স্বীয় পুত্রকে আপনাদের অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছি। বলিতে বলিতে বিষয়ানন্দন অশ্ব লইয়া, তথায় আগমন ও তাঁহাদের সকলকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর চন্দ্রহাস মহামহোৎসবে অর্জ্জুনসহিত কৃষ্ণকে নগরে প্রবেশ করাইয়া সবিশেষ পূজা করিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে সপুত্র ধৃষ্টবুদ্ধি কৃতার্থ ও লোকমাত্রেই পরম পবিত্র হইল। অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন যোগিরাজ গালবকে নমস্কার ও সন্তুষ্ট করিয়া তিন রাত্রি তথায় বাস করিলেন এবং চন্দ্রহাস সমস্ত রাজ্য সমৃদ্ধি সহর্ষে তদীয় পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিলে, তথা হইতে বিনির্গত হইলেন।

ভক্তিপূর্ব্বক এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করিলে, আয়ু, আরোগ্য, বল, সমৃদ্ধি, পুত্র, কৃষ্ণভক্ত ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর চন্দ্রহাস বিষয়ার পুত্রকে পুরপাল পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বাসুদেবসঙ্গ লাভ বাসনায় তাহার সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অশ্ব রক্ষাপ্রসঙ্গে প্রস্থান করিলেন। জনমেজয়! অশ্বদ্বয় যে যে জনপদে প্রবেশ করিল, তত্রত্য নরপতিগণ মহাভয় সমাযুক্ত ও প্রণত হইয়া তাহাদিগকে পরিহার করিলেন। অনন্তর অশ্বেরা উত্তর

দিকে গমন করিয়া, তত্রত্য মহাসাগরের অগাধ সলিলে সহসা প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে পার্থ প্রমুখ বীরগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে, জনার্দ্দন কহিলেন, অর্জ্জুন, হংসধ্বজ, বভ্রুবাহন, ময়ূরকেতু ও প্রদ্যুম্ন এই পাঁচজনের রথ কেবল সলিলমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের পাঁচজনকে লইয়া, সাগর গর্ভে প্রবেশ করিলেন।

অর্জ্জুন দূর হইতে অবলোকন করিলেন, মহামুনি বকদাল্‌ভ্য ছিদ্রশত সমাকুল, লূতামন্দিরমণ্ডিত, শুষ্ক, জীর্ণ-বটপত্র হস্তে ধারণ করিয়া, সাগরগর্ভস্থ দ্বীপমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার লোচনযুগল নিমীলিত। সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া, সহর্ষে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধনঞ্জয় বিস্মিত হইয়া, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি শুষ্কপত্র ধারণ করিয়া আছেন; গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রত নহেন। আপনার জানুযুগল ভেদ করিয়া, এই যে দুই কিংশুক বৃক্ষ নির্গত হইয়াছে, ইহাতে শত শত পক্ষী কুলায় বন্ধন করিয়াছে। আপনার সম্মুখে ও পৃষ্ঠভাগে বিরাজমান। এই সকল বল্মীক হইতে সর্পসকল বহির্গত ও আপনার স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া, বায়ু ভক্ষণ করিতেছে। আহা, আপনার কি নিস্পৃহতা! মৃগগণ আপনার অঙ্গে কণ্ডূয়ন করিতেছে।

মহর্ষি হাস্য করিয়া, পবিত্রবাক্যে কহিলেন, দার পরিগ্রহ ও গৃহবন্ধন সর্ব্বথা ক্লেশ ও পাপের হেতু। গৃহীকে সর্ব্বদা বন্দীভাবে ও স্ত্রী পুত্রাদির পরিপালন জন্য দুরন্ত চিন্তায় কাল যাপন করিতে হয়। এই চিন্তার পার নাই।

বিশেষতঃ স্ত্রীরূপ পাশবদ্ধ গৃহস্থের ধর্ম্মপথে বিচরণ করা সহজ নহে। এই জন্য আমরা দার পরিগ্রহ করি নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আপনার পরমায়ু কত হইয়াছে?

দাল্ভ্য কহিলেন, আমার এই বয়সে কত মার্কণ্ডেয় ও কত লোমশের জন্ম হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। আমি এখানে থাকিতে বিংশতিজন ব্রহ্মা গত হইয়াছেন। তথাপি আমার আয়ু স্বল্পমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক এক ব্রহ্মার পতন হয়, আর সমস্ত সংসার জলময় হইয়া থাকে এবং স্নিগ্ধ বিচিত্র এক বটপত্র আমার দৃষ্টিবিষয়ে নিপতিত হয়। ঐ বটপত্রে একটি বালক শয়ন করিয়া, পাদসংগুষ্ঠ বদনমধ্যে সন্নিধান পূর্ব্বক কখন হাস্য ও কখন বা রোদন করেন, দেখিতে পাই। তাঁহার নাসিকা ও মুখমণ্ডল পরম সুন্দর। সেই বালকই এই বিষ্ণুরূপে তোমাদের সঙ্গে বিচরণ করিতেছেন। ভগবন্! আমি তোমাকে দেখিবার জন্যই এই অগাধ সলিল আশ্রয় করিয়াছি। তুমি কিজন্য আমাকে জলমধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া, দূরে দূরে প্রস্থান ও বিচরণ করিতেছ। তৎকালে বটপত্রশায়ী বালক বলিয়া তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি নাই। অধুনা, তুমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছ; অতএব হে জগন্নিবাস! আলিঙ্গন প্রদান করিয়া, আমাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও স্বীয় পুরী প্রদর্শন কর।

জৈমিনি কহিলেন, তখন ভগবান্ বাসুদেব মহর্ষি বকদাল্ভ্যকে সবিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্!

আপনিই সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষ এবং আপনিই আমাদের সকলের পরম পূজনীয়। আপনি উপর্য্যুপরি বিংশতি ব্রহ্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব দর্শন করিয়াছেন। আপনার প্রসাদে ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সফল হউক।

বকদাল্‌ভ্য এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহলাভে আমি যেমন পতিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেইরূপ আমার গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়াছে। অর্জ্জুন! মনোযোগপূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা বেদ পাঠ করিতে করিতে আমাকে দেখিয়া, কহিলেন, তুমি কিজন্য শুষ্ককর্ণ ধারণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতেছ? তোমার প্রার্থনা কি বল। আমি গর্ব্বভরে কহিলাম, তোমার ন্যায় বিংশতিজন ব্রহ্মার পতন অবলোকন করিয়াছি। অতএব তুমি আমায় কি দান করিবে? আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও। এই কথা বলিবামাত্র ঘোর বাত্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া, আমাদের দুইজনকে আকাশে উড্ডীন করিল। তখন আমরা উভয়ে অষ্টমুখ ব্রহ্মার ভবনে প্রবেশ করিলে, তিনি সগর্ব্বে আমাদিগকে শৌচার্থ মৃত্তিকা আনয়ন করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ ব্যাত্যা প্রাদুর্ভূত হইলে, আমরা তিন জনে তৃতীয় ব্রহ্মালোকে প্রবেশ করিলাম। তথায় ষোড়শমুখ ব্রহ্মা বাস করেন। তিনি অষ্টমুখ ব্রহ্মাকে দেখিয়া, গর্ব্ববশতঃ হাস্য করিলে পূর্ব্ববৎ ঘোরবাত্যা প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ষোড়শাস্য ব্রহ্মার সহিত আমরা অধোমুখে ও ঊর্দ্ধপদে ভ্রমণ করিতে করিতে, চতুর্থ ব্রহ্মভবনে প্রবেশ করিলাম। তথায় দ্বাত্রিংশ

বদন ব্রহ্মা বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনি ষোড়শাস্য ব্রহ্মার পরিচয় লইয়া হাস্যসহকারে কহিলেন, আমি-ভিন্ন অন্য ব্রহ্মা কে আছে? সূর্য্য যাবৎ উদিত না হয়, তাবৎ খদ্যোতালী শোভা পায়। এই কথা বলিবামাত্র, পূর্ব্ববৎ ঘোর বাত্যা-বশে তিনি আমাদের সকলের সহিত পরিচালিত হইয়া, গোলোকে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, তথায় সহস্রবদন মহাপুরুষ বিরাজমান হইতেছেন। সনকাদি ঋষিগণ দেব-গণের সহিত তাঁহার স্তব করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, সকলের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তখন তাঁহারা সকলে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, প্রণাম করিলে তিনি উল্লিখিত ব্রহ্মা-দিগের প্রত্যেককেই পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন এবং আমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, একাকী এই সলিল-গর্ভে অবস্থান করিলাম। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য, যে কোনমতেই গর্ব্ব করিবেন না। কেন না গর্ব্ব করিলে, ব্রহ্মাকেও পতিত হইতে হয়। মুনির এই কথা শুনিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুন পরম প্রীত হইয়া, তাঁহার অনুমতি ও অশ্বদিগকে লইয়া তথা হইতে বিনির্গমন করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অশ্বেরা ব্যাবৃত্ত হইয়া, জয়দ্রথের রমণীয় নগরে সমাগত হইল। জয়দ্রথের বালকপুত্র সিংহা-সনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্ব-

শরীর স্বিন্ন, রোমাঞ্চিত ও নিতান্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। সিংহসানে থাকিয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় জননী দুঃশলা হাহাকার ও অর্জ্জুনের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন। অর্জ্জুন পূর্ব্বে আমার স্বামী হত্যা করিয়া, অধুনা পুত্রহত্যা করিলেন। আপনি জগতের পতি, এই কারণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিয়া, ভগিনীকে প্রণাম ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। আপনাকে সহস্র লক্ষ অশ্ব, গজ ও সমস্ত রাজ্যসম্পদ প্রদান করিব। আপনাকে এক্ষণে হস্তিনায় গমন গমন করিতে হইবে।

দুঃশলা পুনরায় কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। স্মৃতমাত্রে দ্রৌপদীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। আপনাকে দেখিলে, সকল দুঃখ বিগলিত হয়। তবে আমি কেন আপনার সমাগমে পুত্রহীন হইলাম? হায়! অর্জ্জুন আমায় স্বামিহীন, পুত্রহীন ও রাজ্যহীন করিয়া, অশ্বগাভী প্রদানের প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় হস্তিনায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন! এই বলিয়া বহুবিধ বিলাপসহকারে বাসুদেবের পাদদেশে লুণ্ঠন ও অশ্রুসলিলে সেই সর্ব্বসুন্দর চরণারবিন্দ অভিষেক করিতে লাগিলেন।

দুঃশলাকে সংসারমায়ায় অভিভূত ও নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া, ভগবান্ জনার্দ্দন সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,

কল্যাণি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি গাত্রোত্থান কর। তোমার পুত্র জীবিত হইবে। এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে পুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্পর্শমাত্র সহায়ে দুঃশলার পুত্রকে জীবিত করিলেন। তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, তৎক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন। পুরমধ্যে মহামহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইল। নৃত্য, গীত ও বাদ্যোদ্যমসহকারে পুরবাসীরা কৃষ্ণসমাগম মহামহোৎসব শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আহ্লাদে পুরোগমন সমাধান করিল।

অনন্তর অর্জ্জুন দুঃশলাকে ক্ষমা করাইয়া, সাদরে কহিলেন, অদ্য সংবৎসর পূর্ণ হইয়াছে; হস্তিনায় গমন করিতে হইবে। অতএব নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি কুন্তীকে দেখিবার জন্য তথায় সপুত্রে গমন করিবেন। দুঃশলা তাহাতে সম্মতা হইয়া, অর্জ্জুনের পরম প্রীতি সম্পাদন করিলেন এবং বাসুদেবকে ভক্তিভরে কহিলেন, আপনি ভক্তগণের এবংবিধ বিধানেই জীবন প্রদান করিয়া থাকেন। আপনার প্রসাদে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। এক্ষণে ধর্ম্মরাজের দর্শন জন্য হস্তিনায় গমন করিব; এই বলিয়া তিনি হস্তিনায় যাত্রা করিলেন।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ স্বলীলায় ধর্ম্মরাজের অশ্ব রক্ষা করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! তুরঙ্গমযুগল স্বর্গ ও পৃথিবী সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছে। সংবৎসরও পূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ চিরকালই বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান বশতঃ ক্লিষ্ট হইতেছেন।

গমন ও ধর্ম্মনন্দনের সন্দর্শন করুন। বিবিধ নৃত্য ও বাদ্য সহকারে অশ্বদ্বয় তোমাদের অগ্রে গমন করিবে। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, বৃষকেতু, বভ্রুবাহন, বীরবর্ম্মা, অনুশাল্ব, বর্হিকেতু, হংসকেতু, নীলধ্বজ, যৌবনাশ্ব, চন্দ্রহাস ও অন্যান্য নরপতিগণ সকলে বিবিধ অলঙ্কার, চামর ও পুষ্পাদিবিভূষিত ও রজনীযোগে দীপিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়া, হস্তিনায় প্রয়াণ করুন। আমি সকলের অগ্রেই গমন করিব।

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া, তিনি হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গমন করিয়া, গঙ্গাতীরে দিব্যমণ্ডপমণ্ডিত হরক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। দেবকী-প্রমুখ মনোরমা রমণীসমাজ ও মুনিগণে পরিবারিত ধর্ম্মরাজ তথায় বিরাজ করিতেছেন। বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুন নিরাপদে অশ্ব লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ভবদীয় পুণ্যে রাজাদিগের সকলকেই জয় করিয়াছেন। নরপতি নীলধ্বজ, ময়ূরকেতু ও অন্যান্য মহারাজসমূহ সকলেই সমাগত হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি মণিপুরে অর্জ্জুনের প্রাণত্যাগ ঘটনাবধি সমুদায় ব্যাপার আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্তোষ সম্পাদনানন্তর, ভীমকে কহিলেন, আলিঙ্গন প্রদান করুন। তখন ভীমাদি আলিঙ্গন ও নমস্কারাদি করিলে, তিনি কুন্তী, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও অন্যান্য গুরুদিগকে বন্দনা করিয়া, কমললোচনা সুভদ্রা ও দ্রুপদ-তনয়া দ্রৌপদীকে অভিনন্দন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে

হর্ষে ব্যাকুললোচনা হইয়া, তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।

অনন্তর তিনি রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা ও জাম্ববতী প্রভৃতি রমণীগণে পরিশোভিত স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলে, স্বামিদর্শনলালসা ঐ সকল ললনা তাঁহাকে সবিশেষ সংবর্দ্ধনা ও সমুচিত আদর অবেক্ষা সহকারে সন্দর্শন, সম্ভাষণ, আলিঙ্গন ও অভিনন্দনাদি করিয়া, আপ্যায়িত করিলেন। সত্যভামা কহিলেন, নাথ! অর্জ্জুন যেমন অশ্বরক্ষা প্রসঙ্গে প্রমীলাকে লাভ করিয়াছেন, তোমার ত তেমনি কুব্জা বা বামনী কোন রমণী সমাগম সম্পন্ন হইয়াছে? এইরূপে বিবিধ বিজন আলাপ হইতেছে, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, আপনারা সকলে গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর রাজভবনে গমন করুন। হে কৃষ্ণ! ধর্ম্মরাজের আদেশ, আপনি যজ্ঞ করিবেন।

জৈমিনি কহিলেন, তখন বাসুদেব নরদেব যুধিষ্ঠির সান্নিধ্যে সমাগত হইয়া কহিলেন, আপনি এই যজ্ঞবাটে অবস্থিতি করুন। আমি ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ বৃদ্ধবর্গ, ঋষিগণ ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া, অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারী মহর্ষি বকদাল্‌ভ্যের প্রত্যুদ্গমন করিব। কুন্তী ও আমার স্ত্রীগণ, অন্যান্য রমণী সকল এবং ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ ও কুমারিকাগণ গজারোহণে লাজ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণার্থ গমন করুন। রাজপুরুষেরা সমুদায় নগরী বিচিত্র পতাকায় অলঙ্কৃত, পুষ্পপ্রাকার সমাকীর্ণ এবং চন্দন সলিলে সুশীতল করিয়া, অর্জ্জুন সমাগম মহোৎসব সমাধানে প্রবৃত্ত হউক।

হৃষীকেশের আদেশমাত্র তৎসমস্ত তৎক্ষণাৎ সমাহিত হইল। পুরবাসীরা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া, সানন্দে অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিল। তখন রুক্মিণী আপনার বধূবৃন্দ সমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন। উষা সহস্র সহস্র রমণী পুরস্কৃত করিয়া, যাইতে লাগিলেন। সত্যভামা পারিজাতকুসুম, ক্ষীরবিনিন্দিত দুকূল ও কৌসুম্ভরঙ্গলাঞ্ছিত মনোহর কার্পাসবস্ত্রে অলঙ্কৃত স্ত্রীসমাজ সমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন। দেবী জাম্ববতী পরম মনোজ্ঞ মুক্তামালামণ্ডিত, হাবভাবসমন্বিত, বিচিত্র কঞ্চুক ও বিচিত্রবস্ত্রে সুশোভিত ভামিনীগণে পরিবৃত হইয়া সহর্ষে প্রস্থান করিলেন। পৃথিবী তাঁহাদের পরস্পর সংঘর্ষ স্খলিত কুঙ্কুমে পঙ্কিল, ছিন্ন মৌক্তিক হারাবলীতে অলঙ্কৃত এবং কর্পূরামোদে নিরতি সুরভিত হইয়া উঠিল। দেবী দেবকী গজে, যশোদা হস্তিনীতে, কুন্তী মদমত্ত মাতঙ্গে এবং অন্যান্যেরা অন্যান্য যানারোহণে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মস্তকে আতপত্র ধ্রিয়মাণ ও দুইপার্শ্বে চামর দোদুল্যমান।

স্বয়ং বাসুদেব অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে সেনাব্যূহিত করিয়া, প্রস্থান করিলে, ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনিপুরঃসর তাঁহার অগ্রগামী হইলেন। তাঁহাদের পত্নীরা, আবার দধি, দূর্ব্বা ও অক্ষত হস্তে তাঁহাদের পুরোগামিনী হইলেন। ক্ষত্রিয়েরা স্বর্ণপাত্রে কর্পূরদীপ ধারণ করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। কৌসুম্ভবস্ত্রসম্পর্কে সমধিক শোভিতাঙ্গী কৃশাঙ্গী বারযোষারা, গোরোচনা, কুঙ্কুম ও চন্দনহস্তে মহাজনগণের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করত প্রস্থান করিল। তাঁহাদের প্রেমময়

কটাক্ষবিক্ষেপে যুবাগণের চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপে তাহারা সদ্‌ভাব, হাব, রস ও তালসহকৃত মনোহর নৃত্যে ভগবানের সন্তোষবিধান করত গমন করিতে লাগিল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অর্জ্জুন কিয়ৎকালমধ্যেই ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া, মহাজনমণ্ডলীমণ্ডিত বাসুদেবের সম্মুখে সমাগত হইলেন এবং স্বয়ং হস্তী হইতে অবতরণ ও অশ্ব দুইটিকে পুরস্কৃত করিয়া, আপনার সৈন্যসজ্জা বিধান করিলেন। সমভিব্যাহারী ভূপালগণ আসন ত্যাগ করিয়া, হরির সম্মুখে গমন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, অর্জ্জুনের সুবিপুল সৈন্য, হরির সৈন্যে মিলিত হইয়া, মহাসাগরবৎ বিচিত্র দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমরা অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণ ও নানা বস্তু দর্শন করিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মরাজের পুরীর ন্যায় বিচিত্র পুরী ও অতুল ঐশ্বর্য্য কখনও আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই। অথবা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি জগৎপতি হরি যাহাদের আশ্রিত ও অধীনভাবাপন্ন, তাহাদের বিভবের ও ঐশ্বর্য্যের তুলনা কোথায়? ঐ দেখ, ঐরাবত অপেক্ষাও মহাবল গজ সকল, উচ্চৈঃশ্রবা অপেক্ষাও বেগবান্ অশ্বগণের সহিত বিরাজমান হইতেছে। অর্জ্জুন আগমন করাতে, কুমারিগণের করবিমুক্ত রত্নমিশ্রিত মুক্তামালায় ভূপালগণ হার সংযুক্ত হইতেছেন। ভীমপ্রভৃতি এই বীরগণ বিবিধ অল-

ঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, ভাস্করসম বিদ্যোতিত হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি যাচ্ঞা জন্য যুধিষ্ঠির-সকাশে আগমন করিতেছেন। মনোহর ধূপগন্ধে গগন পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছে।

রাজারা এইরূপ বলিতে বলিতে হরির সহিত মিলিত হইলে, ধনঞ্জয় কৃষ্ণপ্রমুখ মহাজনদিগকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করিলেন এবং কুন্তী, গান্ধারী, দেবকী, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে বন্দনা করিয়া, একে একে সমাগত রাজাদের পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইহাঁর নাম চন্দ্রহাস। ইনি পরম বিষ্ণুভক্ত ও ধার্ম্মিক। এই বীরবর্ম্মা সকল রাজার শ্রেষ্ঠ ও সকল বীরের অগ্রগণ্য। তাত ধৃতরাষ্ট্র! এই ময়ূরকেতু আপনাকে নমস্কার করিতেছেন। এই নীলধ্বজ আপনার বন্দনার্থ সম্মুখীন হইয়াছেন। এই হংসকেতু সুধীগণের শ্রেষ্ঠ। ইহাকে সংভাবিত করিতে আজ্ঞা হউক। যে কর্ণপুত্র বিধুরূপ কুমুদষণ্ডের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এবং সাক্ষাৎ তেজঃপুঞ্জ হুতাশনস্বরূপ বিপক্ষকানন দগ্ধ করিতে সমর্থ, এই সেই কর্ণপুত্র আপনার পাদ বন্দনা করিতেছেন; ইহাঁরে আলিঙ্গন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও সংবর্দ্ধনাদি করিলে, ঐ সকল রাজা সমাগত হইয়া, ধর্ম্মরাজের বন্দনা করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করিয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ভীমসেন ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক সবিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। কুন্তী, পুত্রকে শরতোমরার্দ্দিত দর্শন

করিয়া, গলদশ্রুলোচনে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিরতিশয় হর্ষাবিষ্টা হইলেন। অনন্তর তিনি বৃষকেতুকেও মস্তকে আঘ্রাণ ও প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন।

এই সকল সম্পন্ন হইলে, ধর্ম্মরাজ ও সুমধ্যমা দ্রৌপদী উভয়ে ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, বৃষভদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ষণার্থ ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় ওষধি আহরণ পূর্ব্বক দীক্ষিত হইলে, কৃষ্ণপ্রমুখ নরপতিগণ পৃষ্ঠচর হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে লাগিলেন এবং দেবী দেবকী, বরবর্ণিনী কুন্তী ও মহাভাগা যশোদা ইহাঁরা কর্পূরমিশ্রিত চন্দনসলিলে, তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে, যুধিষ্ঠির ব্যাসদোপ্রমুখ ঋষিগণ ও মহাভাগ বকদাল্‌ভ্যের অনুমতি লইয়া, ত্বরান্বিত হইয়া চতুঃশত ইষ্টকামন্ত্র সমুচ্চারণপূর্ব্বক পুনরায় ইষ্টকাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে সুবর্ণচিতি ও পরে শ্যেনচিতি বিহিত হইল।

অনন্তর শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা অষ্টদ্বারসম্পন্ন সুন্দর পতাকাসমলঙ্কৃত মনোহর মণ্ডপ বিনির্ম্মাণ এবং যাজ্ঞিকেরা ছয়টি খদিরনির্ম্মিত, সাতটি পলাশনির্ম্মিত ও পাঁচটি শ্লেষ্মাতক নির্ম্মিত যূপ সমুচ্ছ্রিত করিলেন। পরে চষালভূষিত রমণীয় বেদীত্রয় সুবিহিত হইল। স্বয়ং ব্যাসদেব আচার্য্য পদ গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বকদাল্‌ভ্য পিতামহ হইলেন এবং বামদেব, বশিষ্ঠ, জাবালি, গৌতম, গালব, জামদগ্ন্য, জাতূকর্ণী, ভাহুরি, ভরদ্বাজ, সৌভরি, রৈভ্য ও লোমশ ইত্যাদি দিব্যর্ষিগণ ঋত্বিক্ পদ পরিগ্রহ করিলেন। রক্ষোঘ্ন

মন্ত্রে রক্ষাবিধান করিয়া, দ্বারপালদিগকে নিয়োগ করা হইল। বিশ্বামিত্র, পুলহ, ধৌম্য, আরণি, উপমন্যু, মধুচ্ছন্দা ও বিভাণ্ডক এই সকল মহর্ষি সেই মনোরম যজ্ঞে দ্বারপাল হইলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ মৃগশৃঙ্গ ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, যথাযোগ্যবিধানে পূজা করত বহুসংখ্য ঋষিকে স্বকার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

অনন্তর মহাভাগ ব্যাস ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ও দিব্য সিংহাসনে আসীন ভূপালদিগকে কহিলেন, আমার আদেশানুসারে যথাবিধানে জাহ্নবী সলিল আহরণ জন্য চতুঃষষ্টি দম্পতী গমন করুন। অত্রি স্বপত্নীর সহিত, বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর সহিত, কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত, অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত, প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর সহিত, অনিরুদ্ধ উষার সহিত, ভীম হিড়িম্বার সহিত, বৃষকেতু প্রভদ্রার সহিত, ময়ূরকেতু লীলাবতীর সহিত, যৌবনাশ্ব প্রভাবতীর সহিত, নীলধ্বজ সুনন্দার সহিত, অনুশাল্ব ধর্ম্মিল্লার সহিত, ক্ষেমধূর্ত্তি প্রমদ্বরার সহিত, যূপাশ্ব ক্ষেমার সহিত, হংসধ্বজ তারার সহিত, চন্দ্রহাস বিষয়ার সহিত, মাল্যবান্ শান্তির সহিত, কেরলপতি মালবীর সহিত, মালবেশ্বর নন্দার সহিত, অঙ্গরাজ সুবচনার সহিত, কলিঙ্গাধিপ বরাঙ্গনার সহিত, নকুল মাধবিকার সহিত, সহদেব হারাবতীর সহিত, তালধ্বজ বিমলার সহিত, কুশধ্বজ মহাশ্বেতার সহিত, কাশীরাজ ভদ্রার সহিত, মথুরেশ্বর মালতীর সহিত, সুহোত্র তমালিকার সহিত, তাম্রধ্বজ মহালয়ার সহিত, কর্ণাটরাজ বরাঙ্গীর সহিত, দ্রাবিড়পতি সুলোচনার সহিত, কোশলেশ্বর

কোশলার সহিত, এবং অন্যান্য নরপতিগণ সস্ত্রীক কলস গ্রহণ করিয়া, সত্বর যুধিষ্ঠিরের জন্য জাহ্নবীসলিল আহরণ করুন।

জৈমিনী কহিলেন, ব্যাসদেব এইপ্রকার আদেশ করিলে, নরপতিরা বদ্ধপল্লব হইয়া, সহর্ষে সপত্নীক সলিল সংগ্রহার্থ গমন করিলেন। তখন ঘোরতর বাদ্যধ্বনি প্রবর্ত্তিত হইল। কুমারিকারা গজারোহণে মুক্তাফল বর্ষণ, মুনিগণ বেদপঠন, গায়কেরা গান, নর্ত্তকীরা নৃত্য ও বন্দিরা স্তবপাঠ করিতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি, বংশীধ্বনি ও পটহধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ হইল। মনস্বিনী কুন্তী কৃষ্ণের বস্ত্রপল্লব গ্রহণ করিয়া, রুক্মিণীর পট্টদুকূলপ্রান্তে বদ্ধ করিয়া দিলেন। দেবর্ষি নারদ এই কৌতুককর ব্যাপার দর্শন করিয়া, ইহা বলিবার নিমিত্ত সত্যভামার ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া, সত্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি কৃষ্ণ-বল্লভে! যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে নানা দেশীয় রাজগণ সমাগত হইয়াছেন। রুক্মিণী অদ্য তাঁহাদের সমক্ষে বহুমান প্রাপ্ত হইলেন। কেননা, তিনি হরির সহিত জল আনিতে বহি-র্গতা হইয়াছেন। তাঁহার মস্তকে আতপত্র ও পার্শ্বে চামর বিরাজমান হইতেছে। কৃষ্ণের অন্যান্য রমণীরা অদ্য এই রাজসম্মানে বঞ্চিতা হইলেন। অথবা, স্বয়ং কাম যাঁহার পুত্র ও অনিরুদ্ধ যাঁহার পৌত্র, তাঁহার এই প্রকার সম্মান সর্ব্বথা সম্ভবনীয়। কৃষ্ণ কেবল সম্মুখে মুখমাত্রে আপনার প্রতি অনুরাগাদি প্রদর্শন করেন।

সত্যভামা কহিলেন, মুনিসত্তম! আপনি কি বলিতে-

ছেন ? গোবিন্দ আমার গৃহে রহিয়াছেন। অতএব আমিই ইহার সহিত গমন করিব।

জৈমিনি কহিলেন, তখন দেবর্ষি বাস্তবিকই কেশবকে তথায় দর্শন করিয়া কহিলেন, এই আমি আপনাকে সভায় দেখিয়া আসিলাম। আবার এখানেও দেখিতেছি। ইহাতে আমার অতিমাত্র বিস্ময় জন্মিয়াছে। যাহাহউক সত্যার সহিত সত্বর গমন করুন। অনন্তর দেবর্ষি মাধবকে গৃহ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া স্বয়ং বহির্গমনপূর্ব্বক জাম্ববতীর ভবনে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আপনি কিজন্য গৃহে রহিয়াছেন; রাজভবনে গমন করেন নাই? মাধব তথায় রুক্মিণী ও সত্যভামাকে লইয়া, সলিল আহরণে গমন করিতেছেন। জাম্ববতী কহিলেন, বৎস! তুমি পিতৃ-চরিত্র অবগত নহ। তিনি তোমার সকল জননীর প্রতিই সমান পক্ষপাতী। ঐ দেখ, তিনি আমার গৃহে শয়ন করিয়া আছেন।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! নারদ সেখানেও মাধবকে বদ্ধপল্লব দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রত্যেক গোপীর ভবনে ভ্রমণ করিলেন। যেখানে যান, সেইখানেই মাধবকে অবলোকন করেন। তখন তিনি পুনরায় সভামণ্ডপে সমাগত হইলেন; দেখিলেন, মাধব তথায় আসীন। তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

অনন্তর সকলে জল আনিতে গমন করিলে, ব্যাসদেব জলদেবতার পূজা করিয়া, জলকলসপূরণপূর্ব্বক একে একে সকলের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠের প্রিয়া অরু-

ন্ধতী সকলের অগ্রগামিনী হইলেন। তিনি রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মস্তক সামান্য পুষ্পভারেও ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা, জলপূর্ণ কলস ধারণ করিয়াও কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইতেছে না?

সুভদ্রা তাঁহার কথা শুনিয়া, কহিলেন দেবি! যিনি গোকুলরক্ষার্থ এক হাতে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, রুক্মিণী সর্ব্বদা সেই মাধবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ভারসহা হইয়াছেন। সামান্য কলসভারে তাঁহার কি হইবে? ফলতঃ, ইনিই কেবল পতিব্রতাগণের ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন।

রুক্মিণী কহিলেন, সুভদ্রাও আমার দেখাদেখি অর্জ্জুনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, নিত্য হৃদয় শীতল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জৈমিনি কহিলেন, এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সকলে স্ব স্ব স্বামির সহিত সলিলসংগ্রহপূর্ব্বক সমাগত হইলে, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! অনন্তর মহাসমারোহে ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। স্বয়ং বাসুদেব সমাগত ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা পাদপ্রক্ষালনান্তে রাজদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বিবিধ দিব্য অল-

স্কার ও মনোজ্ঞ মাল্য পরিধান, চন্দনলেপন এবং কর্পূর-বিটপ গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণময় পীঠে উপবেশন করিলেন। অনবরত দীয়তাং শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ইতর অর্থীরাও সেই যজ্ঞে স্বর্ণ, রজত, রত্ন, বস্ত্র, গজ, অশ্ব, রথ, যান, সহস্র সহস্র গো, চন্দন, ছত্র, চামর, দাস দাসী ও অন্যান্য বিবিধ অভিমত দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। কেহই কোন-রূপে বিমুখ বা অসন্তুষ্ট হইল না।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃতস্নান ও দীক্ষিত হইয়া, অশ্বকে আনয়নপূর্ব্বক যথাবিহিত শ্রুতিপাঠান্তে কহিলেন, এই তোমায় উৎসর্গ করিতেছি। তোমার স্বর্গলোক লাভ হইবে। অশ্ব এই কথা শুনিয়া, সহর্ষে কেশবের দিকে চাহিয়া, প্রোথদ্বয়সহায়ে নকুলকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করত স্বীয় বদন প্রকম্পিত করিল। নকুল অশ্বের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, রাজেন্দ্র! অশ্ব বলিতেছে যে, আমি তথায় যাইব না; কেন না, অনীশ্বর যজ্ঞে স্বর্গই চরম ফল। কিন্তু এই যজ্ঞের ঈশ্বর হরি; তিনিই ইহার সাক্ষাৎ ফল। স্বর্গে প্রয়োজন কি? অতএব যাজ্ঞিকগণ সকলে অবলোকন করুন, ভগবান্ মধুসূদনের বদনমণ্ডলেই অবস্থান করিব।

অনন্তর কৃষ্ণপ্রমুখ দ্বিজাতিবর্গ অশ্বকে পয়পানপুরঃসর অভিমন্ত্রিত করিয়া, যূপবদ্ধ করিলে, ধৌম্য ভীমকে কহি-লেন, আমি যাবৎ এই মহাত্মা অশ্বের পরীক্ষা করিতেছি, তাবৎ তুমি খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাক। এই বলিয়া ধৌম্য অশ্বের বামকর্ণ নিপীড়ন করিলে, অনর্গল

ক্ষীরধারা বিনির্গত হইতে লাগিল; রক্ত দৃষ্ট হইল না। তদ্দর্শনে লোকমাত্রেই বিস্মিত হইল। ধৌম্য কহিলেন, ভীম! তুমি এক্ষণে অশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া, জগৎপতি জনার্দ্দনের প্রীতি সমাহিত কর। তখন বাদ্যধ্বনি প্রবর্ত্তিত হইলে, ভীম, তৎক্ষণাৎ অশ্বের মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু ঐ শির অধঃপাতিত না হইয়া, বহ্নিরূপে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। ঋষিগণ তৎকালে অশ্বের বক্ষঃস্থলে ক্ষীরধারা নির্গত দেখিয়া, ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, আমরা কুত্রাপি কদাপি এরূপ দেখি নাই। ভাগ্যক্রমেই আপনার যজ্ঞ সফল হইল। এই কথা বলিতে বলিতে অশ্বের কলেবর হইতে সুমহৎ তেজ বহির্গত হইয়া, বাসুদেবের বদনে প্রবিষ্ট হইলে পশ্চাৎ তাহার দেহ কর্পূর হইয়া, রুদ্রের গাত্রচ্যুত বিভূতিবৎ ধরাতলে পতিত ও বিরাজিত হইল। ঋষিগণ বিস্মিত হইয়া, সেই কর্পূর লইয়া হোমকুণ্ডে আহুতি দিলেন। অনন্তর ব্যাস ঐ কর্পূর গ্রহণপূর্ব্বক, সপত্নীক ও সকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজেন্দ্র! এই কর্পূরাহুতি গ্রহণ কর; কলিযুগে ইহা একবারেই দুর্লভ হইবে। তৎকালে ইন্দ্র সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইয়া, ব্যাসকে কহিলেন, তুমি অগ্নিমুখে সত্বর আমাকে আহুতি প্রদান কর। তখন ব্যাসদেব চৈত্রমাস শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে গুরুবাসরে যথাবিধি পরমাহুতি প্রদান করিলে, সমস্ত ভুবন পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইল। রাজাও হোমধূমে পবিত্র ও প্রীত হইলেন এবং পৃথিবীও পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রাজন্!

আপনার যজ্ঞ যথাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে অবভৃত স্নান করুন। এই বলিয়া, তিনি ভীমপ্রভৃতি ভূপতিবর্গ ও ঋষিগণের সহিত তাঁহাকে স্নান, সোমপান ও পুরোভাগ ভক্ষণ করাইয়া, সকলকে শেষ দান করিলেন। বন্দিগণ জয় ধ্বনি ও বাদ্যনিনাদপুরঃসর তাঁহার স্তব, গায়কেরা গান ও দেবকীপ্রমুখ স্ত্রীগণ তাঁহার নীরাজনা করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। তিনি পূর্ণাহুতি সমাধানপূর্ব্বক অলঙ্কৃত ও মহাত্মা কৃষ্ণের সহিত, উপবিষ্ট হইয়া, ব্যাসকে পৃথিবী দক্ষিণা দান দিলেন। ব্যাস পুনরায় তাহা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে ভাগ করিয়া প্রদান করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মহর্ষি বক-দাল্‌ভ্যকে রত্নাদ্রিশিখরস্থ কনকবৃষ, এক রথ, এক হস্তী, দশ অশ্ব, সুবর্ণভার, হেমভূষিত শত গো ও একগ্রন্থ মুক্তা, দ্বার-পাল ও ঋত্বিকদিগের প্রত্যেককে ভৃত্যচতুষ্টয়সহিত বহুবিধ ইচ্ছা দান, প্রত্যেক রাজাকে সহস্র সহস্র অশ্ব, শত শত হস্তী ও বিবিধ অলঙ্কার এবং যাদবদিগকে তাহাদের দ্বিগুণ ও রুক্মিণীপ্রমুখ রমণীদিগকে অলঙ্কারদানে পরিতুষ্ট করি-লেন। পরে কৃষ্ণকে রত্নালঙ্কারভূষিত উৎকৃষ্ট আসনে উপ-বিষ্ট করিয়া, যজ্ঞজনিত সমস্ত সুকৃত তদীয় হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বাদ্যধ্বনিসহকারে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। সমাগত নরপতিমাত্রেই পরম সভাজিত যূপনিবদ্ধ অন্যান্য পশুগণ মোচিত এবং মোচনমাত্রেই হৃষ্ট পুষ্ট হইল। শ্রদ্ধাসহকারে এই যজ্ঞপ্রকরণ শ্রবণ করিলে, সক-লেরই পাপ মোচন হইয়া থাকে।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ভীমসেন প্রার্থনা করিয়া, ঋষি ও নরপতিদিগকে বিবিধ অন্নভোজন করাইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভীমসেন কিরূপে রাজা, ঋষি, স্ত্রী ও বালকপ্রভৃতিকে যথারীতি ভোজন করাইয়াছিলেন; শুনিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! ভীম যাহা করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। কাঞ্চনভূষিত রত্নাঢ্য মণ্ডপে ব্রাহ্মণগণের বসিবার জন্য পুষ্পপ্রকর পরিপূরিত বিচিত্র চন্দনকাষ্ঠের পীঠ সকল স্থাপন করিয়া, তিনি সুগন্ধি সলিলে পাত্র সকল প্রক্ষালিত করিলেন। প্রত্যেক পাত্রই সুবর্ণময় ও রত্নখচিত। তাহাতে সরস পায়স ন্যস্ত হইলে, ব্রাহ্মণেরা চন্দ্রবিম্ব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সূপান্বিত ভক্ত তাঁহাদের যূথিকাকুট্মল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। কোন ব্রাহ্মণ সূপদর্শনে অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বনে থাকি, কখনও এরূপ পদার্থ আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। অতএব ইহা কি, বলুন। তিনি আপনাকে ততোধিক ভাবিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ইহা চন্দ্রের বল্কল, পৃথিবীতে শতধা পতিত হই-

য়াছে, জানিবেন। এই প্রকার বলিতে বলিতে, ফেণিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। কোন ব্রাহ্মণ স্থালমধ্যে উহা পতিত দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজের শতপত্র গত মরাল সমুৎপন্ন হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মণ মোদক সকলকে সুচারু ঔডুম্বর, ভক্তকে কুটজ পুষ্প, করঞ্জিকাকে কলিকা এবং কনকবর্ণ বটককে সূর্য্যের ভূপতিত রথচক্র জ্ঞান করিলেন। রাশি রাশি দুগ্ধ, ঘৃত, সিতা ও দধিপান করিয়া, তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কেহ দ্রাক্ষারস ও কেহ বা ঘৃতরস পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভীমসেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলকেই তাঁহাদের আশা ও ইচ্ছানুরূপে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণেরা আচমন পূর্ব্বক কর্পূরবীটক দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন, আমরা বনমধ্যে শুষ্কপত্র চূর্ণ করিয়া, ভক্ষণ করি। অদ্য ধর্ম্মপুত্র আমাদিগকে বর তাম্বূলের রসজ্ঞ করিলেন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কৃষ্ণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ বিবাদ করিতে করিতে সভামধ্যে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমাদের উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যেখানে বকদাল্ভ্য, বশিষ্ঠ ও অত্রিপ্রমুখ সভাসদ্বর্গ বিদ্যমান, সেখানে আবার বিবাদের কথা কি? অতএব আপনাদের বিবাদের কারণ পৃথক্ পৃথক্ নিরূপণ করুন।

প্রথম ব্রাহ্মণ কহিলেন,ইনি আমাকে ক্ষেত্র দিয়াছিলেন, কর্ষণ করিতে করিতে উহা হইতে নিধান নির্গত হয়। ঐ ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য মাত্রেই আমার প্রাপ্য ; কিন্তু ইহাঁরা ঐ নিধান লইয়া, আমাকে পীড়ন করিতেছেন।

যুধিষ্ঠির দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে কহিলেন, সত্য বলুন, কিজন্য ইহাঁকে পীড়ন করিতেছেন ? আপনি যাহা ইহাঁকে দেন নাই, তাহাই আপনাকে লইতে হইবে।

দ্বিতীয় কহিলেন, আমি পূর্ব্বে ইহাঁকে ক্ষেত্র সমর্পণ করিয়াছিলাম। অতএব ঐ ক্ষেত্রের উৎপন্নমাত্রেই ইহাঁর, আমার নহে।

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ সহাস্য আস্যে কহিলেন, আপনারা তিন মাস স্থির হইয়া থাকুন, পরে বিবাদ মীমাংসা করা যাইবে। এই কথায় ব্রাহ্মণেরা রাজালয়ে বিত্ত ন্যস্ত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষায় সন্তুষ্ট চিত্তে স্বগৃহে প্রস্থান করিলে, ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণকে কহিলেন, সকলের সাক্ষাতে কি জন্য তুমি এই বিবাদ মীমাংসা করিলে না ? ইহাতে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে।

কৃষ্ণ কহিলেন, আপনার যজ্ঞান্তে ঋষিগণ, নরপতিগণ, ফলতঃ লোকমাত্রেই আপনার সান্নিধ্যে সুখে ও আমোদে আছেন ; ইহার মধ্যে বিবাদের কথা কি ? তৃতীয় মাস উপস্থিত হইলে, ভয়ঙ্কর কলিযুগ প্রাদুর্ভূত হইবেক। তখন এই দুই ব্রাহ্মণ তৎপ্রভাবে মোহিত হইয়া, পরস্পর বিবাদ ও তাড়না এবং কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি ও নখানখি যুদ্ধ করিতে করিতে, আপনার সকাশে সমাগত হইবেন। আপ-

নিও এই ধন বিভাগ করিয়া, উভয়কে দান করিবেন। ইহাই আমার অভিপ্রায়। কলিযুগে ব্রাহ্মণমাত্রেই স্বাচার ও শ্রুতিবর্জ্জিত; রাজা মাত্রেই ধর্ম্মহীন ও প্রজাপীড়ক; লোকমাত্রেই অধর্ম্মবহুল, ধর্ম্মদ্বেষী, মৎসরী, দ্যূতমদ্য রত, পরস্বাপহারী ও বিদ্রোহপর হইবে এবং দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, সাধ্বী স্ত্রীর ভরণে ও ব্রাহ্মণার্থে স্বল্প ধন দান করিয়া, দুঃখভোগ করিবে; পাণিকা পরিগ্রহে বিপুল পুলক অনুভব করিবে, দ্যূতাদি ব্যসনে ভূরি ভূরি অর্থ নিয়োগ করিবে, জননীকে জীর্ণবস্ত্র বেষ্টন ও পাণিকাকে বিবিধ দুকূল প্রদান করিবে, শিবালয়ে করবীর পুষ্প আহরণ ও বেশ্যালয়ে উৎকৃষ্ট পঙ্কজমালা, কর্পূর, চন্দন, সুচারু কুমুদ ও উৎপলাদি লইয়া সমাগমন করিবে।

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে ভয়ানক কলিধর্ম্ম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে,যুধিষ্ঠির পিতাপুত্রের বিগ্রহবাদ শ্রবণে পরম বিস্মিত হইলেন এবং সমীপস্থ মহামুনি বকদাল্ভ্যকে কহিলেন, আপনারা পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখনও পিতাপুত্রের ঈদৃশ ভয়াবহ যুদ্ধঘটনা শ্রবণ বা দর্শন করিয়াছেন? মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! বিস্মিত হইও না। পূর্ব্বে রাম ও লবের ত্রৈলোক্যবিমোহন ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, সকল কলুষ বিনষ্ট হয়। আমি আপনার নিকট উহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! রাম ও লবের এই যুদ্ধঘটনা পূর্ব্বেই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ধীমান্ ধর্ম্মরাজ সবিশেষ পূজা করিলে,কৃষ্ণপ্রমুখ নৃপগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাদবদিগের বহুমান বিধান করিলেন। যজ্ঞান্তে বাসুদেব পরাজিত রাজাদিগের সকলকেই স্ব পদে স্থাপন করিলে,তাঁহারা পরম প্রীতিমান্ হইলেন। ফলতঃ যুধিষ্ঠিরের সদ্ব্যবহারে লোকমাত্রেই নিরতি সন্তোষ লাভ করিল।

আপনার নিকট এই আশ্বমেধিক পর্ব্ব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পর্ব্বফল শ্রবণ করুন। নবতি সহস্র ধেনু দান করিলে যে ফল, এই পর্ব্ব শ্রবণেও সেই ফল। গৌরীকন্যা বরণ ও নীল বৃষ দান এবং এই আশ্বমেধিক অধ্যায় শ্রবণ, সমান ফল প্রসব করে। ইহা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে, কলিদোষ পরিহৃত, ব্রাহ্মণের বিদ্যা অধিগত, ধনার্থীর ধন হস্তগত,ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব সমাগত ও বিজয় অধিকৃত এবং অপুত্রের পুত্র,রোগীর রোগমুক্ত, অষ্টাদশ পুরাণ ও সমগ্র ভারত পাঠের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র! এই পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে, যে রূপে পূজা করিতে হয়, তাহাও শ্রবণ করুন। বিশিষ্টরূপ বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোক্ষ্য ভোজ্য দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া, অশ্ব, সুবর্ণ ও বৃষভ দান করিবে; তাহা হইলে পর্ব্বফল লাভ হইবে। ফলতঃ যথাশক্তি শাস্ত্রসম্মত বিধির অনুসরণ করিয়া, এই পর্ব্ব পাঠ ও শ্রবণ করিবে।

ভগবান্ বাসুদেবের মহিমাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। পর্ব্ব সমাপ্তিতে যথাভক্তি তাঁহার স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন ও অর্চ্চনা করিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

সম্পূর্ণ।